দ্বিতীয় বর্ষ,]   জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।   [নবম সংখ্যা।

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক পত্র।

সম্পাদকঃ—মোহাম্মাদ বাবর আলি।

মৌলবী একাব্রুদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায়—

"আঞ্জমনে আহলে-হাদিসে"র সেক্রেটারী

মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের

তত্ত্বাবধানে—

কলিকাতা, ১ নং মার্কুইস লেন, মির্জাপুর হইতে

হাজী আব্দুল [illegible]দির সাহেব [illegible]

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

দ্বিতীয় বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। | নবম সংখ্যা

কোর্-আন।

বিশ্ব-প্রেম।

২য় পারা ;—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْ

نَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

"কোন কোন লোকে আল্লাহ ব্যতীত অনেককে তাঁহার স্বরূপ গ্রহণ করে আল্লার প্রেমের ন্যায় তাহাদিগকে প্রেম করে, আর যাহারা মুমেন হইয়াছে আল্লার প্রতি তাহাদের প্রেম অত্যন্ত প্রবল।"

প্রেম অতি উপাদেয় বস্তু, প্রেমের জন্য মানুষ লালায়িত। মানব-মনে আকাঙ্ক্ষা হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে ভালবাসা এবং ভালবাসা হইতে প্রেমের আবির্ভাব হয়। প্রেম বিলাইয়াও সুখ, প্রেম পাইয়াও সুখ, প্রেম দেখিয়াও সুখ, প্রেম শুনিয়াও সুখ, প্রেম বর্ণনায়ও সুখ, এমন কি প্রেমচিন্তাতেও মনে যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের ঢেউ খেলিতে থাকে! প্রেমে মানুষের এতই আনন্দ, প্রেমের প্রতি মানুষ এতই আকৃষ্ট যে, পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষায় কত শত কাল্পনিক প্রেম-কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; তাহা ছাড়া জগতে প্রেমের বাস্তব ঘটনাও বিরল নহে।

কাহারও কোন রূপ, গুণ, ভাবভঙ্গী আকৃতি প্রকৃতি ব্যবহার উপকার নয়নে, শ্রবণে, মনে খুব ভাল লাগিলে, মর্ম্মে বাজিয়া গেলে, তাহাকে ভাল বাসিবার জন্য জীব—আকুল-প্রাণে ছুটে, তাহার প্রেমামৃত পানের জন্য বিচলিত হয় বা তাহার বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত হয়, তাহার প্রত্যেক লোমকূপ হইতে যেন এই শব্দ উত্থিত হয়,—

আজি প্রেমহারে বাঁধিব তোমারে
কোথা প্রাণপ্রিয়তম!
লভি তোমাধন জুড়াব জীবন
প্রাণের এ আশা মম।

রজনীর আঁধারে প্রদীপের রূপে বিমুগ্ধ সামান্য পতঙ্গকুল আত্মহারা হইয়া জ্বলন্ত দীপশিখায় যখন ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাতে প্রাণ হারায়, তখন প্রেমোন্মত্ত মানব স্বীয় প্রিয়তম পদার্থের জন্য আপনার প্রাণ দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মানুষ যখন কাহাও প্রেমপাশে বন্দী হয়, তখন সে একেবারে তাহার গোলাম হইয়া পড়ে এবং তাহার চরন চুম্বন ও

দাসত্বেই যার পর নাই সুখ ও শান্তিলাভ করে; সে ক্ষণকালের জন্য তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না;—শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে তাহাকে ধ্যান করে, তাহারই কথা মনে করে, দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটা যেমন সর্ব্বদা উত্তর দিকে ধাবিত হয়, তাহার মনও সেইরূপ সর্ব্বদা বন্ধুর দিকে থাকে। কি দিয়া বন্ধুকে ভাল বাসিবে, কি করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে, বন্ধুর বিরাগ ও অসন্তোষ হইতে রক্ষা পাইবে সেজন্য প্রেমাভিলাষীর সর্ব্বদাই চেষ্টা। এই সকল কারণ পরম্পরায় মানব প্রবল ও প্রগাঢ় প্রেম একমাত্র বিশ্ববিভুকেই অর্পণ করিবার অধিকারী। যেহেতু তিনি ব্যতীত কাহারও প্রতি ওরূপ ভক্তি করা যাইতে পারে না, কাহারও জন্য ওরূপ দাসত্বে ব্রতী হওয়া যায় না। যে ভক্তি, প্রেম, ভয় ও আত্মসমর্পণতা একমাত্র খোদাতায়ালার প্রাপ্য, তাহাতে আর কাহারও শরিক করিলে সেরেক করা হয়, তাহাকেও খোদার ন্যায় পূজ্য ও আরাধ্য করা হয়, অথচ মোমেন তথা প্রকৃত মানবের পক্ষে ইহা একান্ত নিষিদ্ধ।

যাহারা শত শত দেবদেবীকে ভজে, তাহাদের সকলকে খোদাতায়ালার ন্যায় ভয়, ভক্তি, প্রেম ও সম্মান করে, তাহাদের ভরসা রাখে, তাহাদের নিকট অনেক আশা করে, তাহাদের সকলকে পাইবার জন্য লালায়িত হয়, যেমন অসতি শত শত জনকে পতির ন্যায় ভক্তিতে ও প্রেম করিতে ছুটে।

প্রকৃত মুমেন মুসলমান একমাত্র আল্লার উপাসক, তাঁহাকে বিশ্বের একমাত্র পতিজ্ঞানে তাঁহারই ভজনা ও অর্চ্চনা করে, বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে একমাত্র তাঁহারই আশ্রয় লয়, তাঁহারই ক্রোধ ও অসন্তোষের ভয় রাখে, তাঁহাকেই যাবতীয় আশা ভরসার স্থল মনে করে, যেমন পতিব্রতা সতী, পতি ব্যতীত আর কাহাকেও ভজে না, পতির সহিত তাহার যে প্রেম ও ভালবাসা তাহা অন্যকে বিলাইতে যায় না; অন্যের নিকট হইতে পাইবারও আশা রাখে না। সুতরাং পবিত্র কোরাণ, উল্লিখিত আয়াতে যে বর্ণনা করিয়াছে,—"কোন কোন লোকে আল্লাহ্ ব্যতীত অনেককে তাঁহার

স্বরূপ গ্রহণ করে, আল্লার প্রেমের ন্যায় তাহাদিগকে প্রেম করে; আর যাহারা মুমেন হইয়াছে, আল্লার প্রতি তাহাদের প্রেম অত্যন্ত প্রবল।" ইহা অতি সত্য মুমেনের পক্ষে ইহাই একান্ত কর্ত্তব্য।

কোর্‌আন, ১০ম পারা, সুরা তওবা :—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُنِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ - وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

(মুমেনদিগকে বল) "তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের ভার্য্যা, তোমাদের আত্মীয়স্বগণ, সেই ধনসম্পত্তি— যাহা তোমরা উপার্জ্জন করিয়া থাক, সেই ব্যবসা বাণিজ্য—তোমরা যাহার ক্ষতির ভয় কর, এবং সেই গৃহ—যাহা তোমাদের মনোনীত (এ সমস্ত) যদি আল্লাহ ও তদীয় রসুল অপেক্ষা এবং তাঁহার পথে জেহাদ (প্রাণপণ করা) অপেক্ষা তোমাদের সমধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর, যে পর্য্যন্ত আল্লাহ আপন আদেশ (শাস্তি) লইয়া উপস্থিত হন; তিনি দুর্ব্বৃত্ত জাতিকে সুপথ প্রদর্শন করেন না—ফাসেক জাতিকে হেদায়েত করেন না।"

কোরাণের এই প্রবচন বজ্রগম্ভীরনাদে ঘোষণা করিতেছে যে, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ এবং তাহা ছাড়া জগতে যে কোন প্রিয় বস্তু, প্রিয়জন আছে, তাহাদের সকলের

ভালবাসা অপেক্ষা আল্লা ও তদীয় রসুলের উপর অধিক ভালবাসা এবং প্রগাঢ় প্রেম রাখিতে হইবে, অন্যথায় তুমি প্রকৃত মুমেন নও, তুমি ফাসেক ও দুর্বৃত্ত, তুমি আল্লার অসন্তোষ ও শাস্তিকে আহ্বান করিতেছ, তাঁহার কোপের অপেক্ষা করিতেছ।

মানুষ তুমি যেখানে যে কোন আদর, যত্ন, ভালবাসা ও উপকার লাভ করিয়া, যে কোন রূপলাবণ্য, ভাবভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হও আকুল প্রাণে তাহার অন্বেষণে ছুট, সে সমুদয় তাঁহারই। তিনিতোমায় কৃপা করিয়া তোমার জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহার কৃপা ব্যতীত তুমি ক্ষণকালের জন্য ও প্রাণ রক্ষা করিতে পার না, অহর্নিশ তুমি তাঁহারই অপার কৃপাসমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছ। মানুষ! তোমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি একান্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এবং তাহার নিরাময়তা সবই সেই দয়াময়ের দান; আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য তারা, ধরণীর যাবতীয় ভোজ্যপেয়, উপাদেয় ও সুখের সামগ্রী মাতা, পিতা, পরিবার, জীবের জীবন জগতের বায়ু ও জল অন্যান্য সমূহ আবশ্যক দ্রব্য সবই তাঁহার অনন্ত দান।

মানুষ! তুমি যে জ্ঞানবলে পারিপার্শ্বিক জীব সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছ, যে জ্ঞাননেত্রে বিশ্বপতির অপার মহিমা ও করুণা সন্দর্শন করিতেছ, তাহাও সেই করুণাময়ের দান। সুতরাং মানুষ আমরা, আমাদের অন্তরের যাবতীয় কৃতজ্ঞতা, প্রাগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের তিনিই একমাত্র পাত্র, সুতরাং তাঁহার প্রেমহেমহার গলে পরিতে হইবে, তাঁহার প্রেমের নিগড় গড়িয়া সাধে হাতে পায়ে পরিয়া তাঁহার প্রেম কারাগারে বন্দী হইতে হইবে, তাঁহার প্রেমের তুলনায় জগতের সমগ্র জিনিষকে তুচ্ছ করিতে হইবে। তিনি ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে সে জন্য মাতাইয়া তুলিতে পারেন, আমাদিগকে তাহা দান করিতে পারেন, কিন্তু অবিলম্বে তাহা হরণ বা ধ্বংস করিয়া আমাদিগকে আবার শোকসাগরে ভাসাইতেও পারেন। সুতরাং ঐ ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্য সমূহে আকৃষ্ট না হইয়া তাহার নিত্যস্থায়ীস্রষ্টার প্রতি আকৃষ্ট এবং

তাঁহার প্রেমে বিগলিত হওয়া আমাদের কি একান্ত কর্ত্তব্য নহে? যিনি তাঁহাকে সমগ্র প্রাণটি দিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছে, শরীরের প্রত্যেক লোমকূপে তাঁহা পবিত্র প্রেমের স্বর্গীয় আস্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে সে—ই প্রকৃত মানুষ।

যাহার প্রেমে মুগ্ধ—সেই বন্ধুর ভালবাসা ও সন্তোষের কার্য্য করা, যে কার্য্যে সেই বন্ধুর অসন্তোষ ও বিরাগ, তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকাই অকৃত্রিম প্রেমিকের কার্য্য। আমরা খোদাতায়ালার প্রেম করিতে চাই, তাঁহার প্রেম করা শিখি কোথায়? কি দিয়া, কি ভাবে, তাঁহার প্রেম করিব, কি করিলে তাহার ভালবাসা ও সন্তোষের কার্য্য করা হইবে, কোন্ কোন্ কার্য্যে তাঁহার অসন্তোষ ও বিরাগ, তাহা আমাদিগকে হাতে কলমে শিখাইবে কে? প্রেমের পথে শত শত বাধাবিঘ্ন আছে, আমাদের জ্ঞানের অভাব ও মানবীয় ভ্রান্তি এবং ক্রটীর শত শত আধিক্য আছে, যাহাতে আমাদের শত শত বার পদস্খলনের আশঙ্কা আছে, এমতাবস্থায় কে আমাদের হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে? এই জন্যই খোদাতায়ালার প্রিয় ও প্রেরিত পুরুষ পয়গম্বরের আবশ্যক, কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুসরণের আবশ্যক। তিনিই আমাদিগকে বিভু-প্রেম শিখাইবেন হাত ধরিয়া প্রেমের পথে লইয়া যাইবেন, প্রেমের যাবতীয় বিষয় বলিয়া দিবেন, তাঁহার অনুসরণ ব্যতীত বিভু-প্রেমের প্রেমিক হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

কোর্-আন ;—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمُ -

(হে মোহাম্মদ সঃ) "তুমি বল যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে

ভাল বাসিবেন, তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।"

হজরত মোহাম্মদের (সঃ) অনুসরণ করিলেই আল্লার প্রেমিক হইতে পারিবে, তোমরা বিশেষরূপে তাঁহার প্রিয় হইবে। অন্যথায় তোমার প্রেমের দাবী মিথ্যা, তুমি বিশেষভাবে তাঁহার প্রিয় হইতে অসমর্থ।

মেস্কাত, কেতাবোল ঈমান, ১২ পৃঃ ;—

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰي اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

"আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;—তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের একজনও যতদিন না আমি তাহার আপন পিতা, সন্তান ও সমগ্র লোকের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই, ততদিন মুমেন হয় না। (বোখারী ও মোসলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।)"

মেস্কাতের ঐ বাব ঐ পৃঃ ;—

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ

أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হজরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;—তিনি বলিলেন রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষ যাহার মধ্যে আছে ;—সে সেই তিনটি দ্বারা ঈমানের মিষ্ট আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, ১ম—আল্লাহ ও তদীয় রসুল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, ২য়—যাহাকে ভালবাসে কেবল আল্লারই জন্য ভালবাসে, ৩য়—আল্লাহ তায়ালা কাফেরী হইতে উদ্ধার করার পর সেই কাফেরীতে ফিরিয়া যাইতে অসন্তুষ্ট হয়, যেমন আগুণে নিক্ষিপ্ত হইতে অসন্তুষ্ট হয়। বোখারী ও মোসলেম উভয়ে এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।”

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র প্রেমের প্রেমিক হইতে গেলে রসুলকেও জগতের সর্ব্বজন অপেক্ষা অধিক প্রেম করিতে হইবে, তাঁহার প্রেম করাতেও খোদাতায়ালার প্রেম করা হয়, যেহেতু তাঁহার নিকট আমরা খোদাতায়ালার প্রেম ব্যতীত আর কিছুই পাই না, আল্লাহ এবং তদীয় রসুল ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিতে গেলে, কেবল আল্লারই প্রেমের অনুরোধে ভালবাসিতে হইবে; কেননা সে সেই পরম বন্ধু খোদারই জিনিষ, তাঁহার প্রিয় ব্যক্তি। বন্ধুকে ভালবাসিতে গেলে বন্ধুর জিনিষ ও বন্ধুর লোককেও ভাল বাসিতে হয়।

মেস্কাত, ৪২৭ পৃঃ ;—

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ

“আবু ওমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;—তিনি বলিলেন আল্লার রসুল (সঃ) বলিয়াছেন যে, একজন বান্দা কেবল আল্লারই জন্য অন্য বান্দাকে

যদি ভালবাসে তবে তাহাতে তাহার সম্মানাস্পদ ও উচ্চ প্রভুরই সম্মান করা হয়।"

হাদিসের মর্ম্ম এই যে, অল্লার ভালবাসার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিলে তাহাতে আল্লাহ তায়ালাকেই ভক্তি করা হয়।

উক্ত আবু ওমামা হইতে আবুদাউদে আছে ;—

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰي لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

"যে ব্যক্তি আল্লারই জন্য ভালবাসে, আল্লারই জন্য শক্রুতা রাখে, আল্লারই জন্য দান করে, আল্লারই জন্য দানে ক্ষান্ত থাকে সেই ব্যক্তি ঈমান পূর্ণ (কামেল) করিয়াছে।"

মেস্কাত, ৪২৫ পৃঃ ;—

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُوْنَ بِجَلَالِيْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّيْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;—তিনি বলিলেন আল্লার রসুল (সঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ কেয়ামতের দিনে বলিবেন, যাহারা আমারই ভক্তি সম্মানের জন্য পরস্পর একজন অন্যজনকে ভালবাসিত তাহারা কোথায় আছে আসুক, আমি তাহাদিগকে আজ আমার ছায়াতলে স্থান দিব। আজিকার দিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নাই।" মোসলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

দয়াময়! তোমার এ দীনহীন দুঃখী দাসের একমাত্র তুমিই সম্বল। দয়াময় তোমার প্রসাদে সেদিন তোমার ছায়াতলে স্থানলাভের যেন উপযুক্ত হই।

মেস্কাত ৪২৭ পৃষ্ঠায় আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত,—তিনি বলিলেন রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, দুইজন বান্দা পরস্পর একজন অপর একজনকে আল্লারই বিষয়ে ভালবাসে, যদি তাহাদের একজন মসরেকে—পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে, আর একজন মগরেবে—পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তে থাকে, তবে কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দুইজনকে নিশ্চয় একত্র করিবেন, বলিবেন এ সেই যাহাকে তুমি আমারই জন্য ভালবাসিতে এমাম বায়হাকি সোয়বোল ঈমান গ্রন্থে এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।"

মেস্কাত ৪২৬ পৃষ্ঠা ;—জবলের পুত্র মায়াজ হইতে বর্ণিত—তিনি বলিলেন আমি আল্লার রসুল (সঃ)কে বলিতে শুনিলাম যে, আল্লাহ বলেন যাহারা আমারই বিষয়ে পরস্পরকে ভালবাসে, আমারই বিষয়ে পরস্পর একজন অন্যের নিকট উঠাবসা করে, আমারই বিষয়ে (অর্থাৎ আমার ভক্তি ও ভালবাসার কারণেই) পরস্পর একজন অন্যের সহিত সাক্ষাৎ করে, আমারই বিষয়ে পরস্পর একজন অন্যজনকে দান করে তাহাদিগকে ভালবাসা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ তাহারা অবশ্যই আমার প্রিয়পাত্র হয়! এমাম মালেক এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।"

মেস্কাত ঐ পৃষ্ঠা ;—হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন আল্লার রসুল (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লার বান্দাগণের মধ্যে অবশ্য এমন কতিপয় লোক আছেন, যাঁহারা নবী নহেন কিন্তু আল্লার নিকট তাঁহাদের পদ ও মর্য্যাদা (মোরতবা) দেখিয়া নবী ও সহীদগণও তাহার লোভ করিবেন, লোকে বলিল হে আল্লার রসুল (সঃ)! আমাদিগকে বলিয়া দিউন তাঁহারা কে? উত্তর দিলেন ;—সেই যাঁহারা আল্লার প্রেমে, তাঁহার ভালবাসার খাতিরে পরস্পর অন্যজনকে ভাল বাসিত যদিও তাহাদের একজন অন্যের আত্মীয়

হইত না, যদিও তাহাদের একজন অন্যজনকে ধনদান করিত না। আমি আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি নিশ্চয় তাহাদের মুখমণ্ডল নুর (উজ্জ্বল আলোময়) হইবে, তাহারা নুরের আসনে (তেরমজীর হাদিসে নুরের মেম্বরে) বসিবে, মানুষ যখন ভীত হইবে তখন তাহারা কোন ভয় পাইবে না, মানুষ যখন মনোদুঃখ পাইবে তখন তাহারা কিছুমাত্র মনোদুঃখ পাইবে না ; এই বলিয়া হজরত (সঃ) কোর্-আনের আয়াত পাঠ করিলেন ;—

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লার অলি—প্রেমিক বন্ধুগণ তাঁহাদের কোন ভয় নাই তাঁহারা কোন মনোদুঃখ পাইবে না।"

মেস্কাত ৪২৫ পৃষ্ঠা—"আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত—তিনি বলিলেন আল্লার রসুল (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন কোন—দাসকে ভালবাসেন, তখন জিবরাইল (আঃ)কে ডাকিয়া বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাহাকে ভালবাস ; অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) তাহাকে ভালবাসেন। তাহার পর তিনি আকাশে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিয়া দেন—নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন অতএব তোমরাও তাহাকে ভালবাস, অতঃপর আকাশের সকলে তাঁহাকে ভালবাসিতে থাকে। তাহার পর পৃথিবীতেও তাহার জন্যে কবুল-মনোনয়ন রাখা হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর লোকেও তাঁহাকে মনোনীত করেন, তিনি তাহাদের প্রিয়পাত্র হন। আর যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে শত্রু ভাবেন, জিব্রাইল (আঃ)কে ডাকিয়া বলেন, আমি অমুককে শত্রুভাবি, তুমিও তাহাকে শত্রু ভাব। অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) তাহাকে শত্রু ভাবেন, তাহার পর আকাশে যাঁহারা আছেন, উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে শত্রু ভাবেন অতএব তোমরাও তাহাকে শত্রুভাব, তখন তাঁহারাও তাহাকে শত্রুভাবিতে থাকেন অনন্তর তাহার

জন্য পৃথিবীতেও শত্রুভাব রাখা হয়, অর্থাৎ সে পৃথিবীর লোকেরও অপ্রিয় এবং শত্রু হয়। মোসলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।"

খোদাতায়ালার প্রিয় হইলে স্বর্গমর্ত্ত্য সর্ব্বস্থানে সকলের প্রিয় হয়, আল্লার শত্রু ও অপ্রিয় হইলে স্বর্গমর্ত্ত্য সর্ব্বত্র সকলের অপ্রিয় ও শত্রু হইয়া পড়ে।

মেস্কাত ঐ পৃষ্ঠা—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত—তিনি নবি (সঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি অন্য একটি গ্রামে আপনার এক ভায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার অপেক্ষায় তাহার পথে একজন ফেরেস্তাকে রাখিলেন। ফেরেস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথায় যাইতেছ? বলিল এই গ্রামে আমার এক ভায়ের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, ফেরেস্তা বলিল তুমি তাহাকে কোন নেয়ামত—অনুগ্রহদান অর্থাৎ উপকার করিয়াছ কি? যে তাহার প্রতিশোধ লইতে যাইতেছ বলিল না! তাহা কিছুই নয়, তবে এই যে, আমি তাহাকে কেবল আল্লারই জন্য ভালবাসি। ফেরেস্তা বলিল আমাকে আল্লাহ তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, এই জানাইবার জন্য যে, তিনি (আল্লাহ) তোমাকে ভাল বাসেন যেমন তুমি উহাকে আল্লারই জন্য ভাল বাস।"

আল্লাহ তায়ালাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে হইলে তাঁহার আদেশ পালন করিতে ও নিষেধ মানিতে হইবে, যে কার্য্য তাঁহার প্রিয় তাহাই করিতে হইবে, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়—তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, যে কার্য্য তিনি নিষেধ করেন, যে কার্য্য, যে ব্যক্তি, তাঁহার অপ্রিয় তাহাকে ঘোরতর শত্রু ভাবিয়া, তাহা হইতে দূরে পলাইতে হইবে। তিনি যে দান করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাঁহার প্রদত্ত বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, এইরূপ করিলে আল্লাহ তায়ালাও স্বয়ং তাঁহাকে ভালবাসিতে থাকিবেন, স্বর্গমর্ত্ত্যে তাঁহার ভালবাসা প্রচারিত হইবে, তিনি সকলের প্রিয় হইয়া পড়িবেন।

খোদার প্রেমের কার্য্য যদি আর কিছু না করা যায়, অন্ততঃ যাঁহারা তাঁহার প্রেমিক—তাঁহার দোস্ত বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলে তাঁহাদের প্রতি প্রেম রাখিলে, আমাদের ন্যায় পাপী তাপীর অনেকটা আশা আছে।

মেস্কাত ৪২৬ পৃষ্ঠা ;—"এবনে মসউদ নামক হজরতের জনৈক প্রিয় সহচর বলিলেন, এক ব্যক্তি নবি সাহেবের (সঃ) নিকট আসিয়া বলিল হে আল্লার রসুল ! (সঃ) আপনি এ বিষয়ে কি বলেন, এক ব্যক্তি একদল লোককে ভালবাসে অথচ সে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারে না (অর্থাৎ তাহাদের সহবাস লাভ করিতে পারে না, বা তাহাদের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না) উত্তরে নবি সাহেব (সঃ) বলিলেন— المرء مع من احب মানুষ যে যাহাকে ভালবাসে কেয়ামতে সে তাহারই সঙ্গে থাকিবে।"

মেস্কাত ঐ পৃষ্ঠা ;—"আনেছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;—একব্যক্তি বলিল হে আল্লার রসুল ! (সঃ) কেয়ামত কবে হইবে ? হজরত (সঃ) বলিলেন আহা ! (তুমি কেয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ) তুমি সেদিনের জন্য কি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ ? বলিল কিছুই ত সংগ্রহ নাই, তবে এইমাত্র সংগ্রহ যে, আমি আল্লাহ ও তদীয় রসুল (সঃ)কে ভালবাসি ; হজরত (সঃ) বলিলেন ;—انت مع من احببت "তুমি যাহাকে ভালবাস তাহারই সঙ্গে থাকিবে।" আনেছ বলেন, সেদিন এই কথা শুনিয়া মুসলমানগণকে যেরূপ আনন্দিত ও খুসী হইতে দেখিয়াছিলাম, এসলামের পর আর কোনদিন তাঁহাদের সেরূপ আনন্দ দেখি নাই।" বোখারী মোসলেম উভয়ে এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।"

এক রেওয়ায়েতে আছে আনেছ বলিলেন,—"পয়গম্বর সাহেবের (সঃ) ঐ কথা শুনিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি নবি সাহেব (সঃ) কে এবং আবুবকর ও ওমারকে (রাঃ) ভালবাসি ও আশা করি যে, তাঁহাদের ভালবাসার কারণে আমিও তাঁহাদের সহিত থাকিব।"

হজরতের এই হাদিস শুনিয়া আমাদের হৃদয়েও আনন্দের ঢেউ খেলুক! আশায় হৃদয় ভরিয়া যাউক!! আমরাও বলি দয়াময় আল্লাহ! আমাদের কোনই সংগ্রহ নাই, কেয়ামতের জন্য কোনই সম্বল নাই, তোমার রসুলের (সঃ) এবং তাঁহার অনুরক্ত হজরত আবুবকর, ওমার, ওসমান ও আলী (রাঃ) প্রভৃতি সমগ্র সাহাবা ও নবিপরিবারবর্গের ভালবাসাই আমাদের একমাত্র সংগ্রহ ও সম্বল; আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসি, তাবেয়িন, তাবাতাবেয়িন, দিনের সমগ্র এমাম, অলী ও বোজর্গ মোহাদ্দেস প্রভৃতি পুণ্যাত্মাগণকে ভালবাসি; হে দয়াময় আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আশা করিয়া প্রার্থনা করি যে, তাঁহাদের ভালবাসার কারণে তাঁহাদের চরণপ্রান্তে আমাদেরও স্থান দান করিও, আমাদিগকেও আপনার সেই বন্ধুগণের প্রতিবেশী হইবার সৌভাগ্য দান করিও আমিন!

আবুদাউদ নামক প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, আবুজার নামক পয়গম্বর সাহেবের (সঃ) জনৈক সাহাবী বলিতেছেন;—আমি বলিলাম হে আল্লার রসুল! (সঃ) একজন লোকে একদল লোককে ভালবাসে কিন্তু সে তাহাদের ন্যায় আমল করিতে পারে না: উত্তরে পয়গম্বর সাহেব (সঃ) বলিলেন;—انت يا ابا ذر مع من احببت "হে আবুজর! তুমি যাহাকে ভালবাস তাহারই সঙ্গে থাকিতে পাইবে", বলিলাম আমি আল্লাহ ও তদীয় রসুল (সঃ)কে ভালবাসি, পয়গম্বর সাহেব (সঃ) বলিলেন, "তুমি যাঁহাকে ভালবাস তাঁহারই সঙ্গে থাকিতে পাইবে।" আবুজর মনের শান্তির জন্য বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হজরত (সঃ) ও বার বার বলিলেন হাঁ তুমি যাহাকে ভালবাস তাহারই সঙ্গে থাকিবে।"

তবরানি নামক হাদিসগ্রন্থে হজরত আলীর (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে আছে;—

لَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا اِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ

بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ

"যে ব্যক্তি যে জাতিকে ভালবাসে তাহাদের সহিত তাহার হাসর হইবে।"

মসনদে আহমদ নামক হাদিস গ্রন্থে হজরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে আছে ;—

لَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا اِلَّا جَعَلَهُ اللّٰهُ مَعَهُمْ اَلْحَدِيْث

رَوَاهُ اَحْمَدُ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ

"যে ব্যক্তি যে জাতিকে ভালবাসে, আল্লাহ তাহাকে তাহাদের সঙ্গী করিবেন।"

অতএব ধর্ম্মাত্মা, সাধু সজ্জন দিনদার পরহেজগার প্রভৃতি খোদার প্রিয় ব্যক্তিকে ভালবাসিলে, পরকালে তাহাদের সঙ্গী হইবে এবং অধার্ম্মিক পাপাত্মা, অসৎ প্রভৃতি খোদার অপ্রিয়জনগণের সহিত ভালবাসা রাখিলে পরকালে তাহাদেরই সঙ্গী হইতে হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদার প্রেমের অভিলাষী, তাহাকে অসৎকার্য্য, অসৎসংসর্গ এমন কি খোদার অপ্রিয় ব্যক্তি ও অপ্রিয় কার্য্যের ভালবাসা হইতে দূরে থাকিয়া, সৎকার্য্য সৎসংসর্গ করিতে হইবে, অন্ততঃ খোদার প্রিয় ব্যক্তি ও প্রিয়কার্য্যের প্রতি অন্তরের সহিত ভালবাসা রাখিতে হইবে।

এমাম [illegible] হাদিস গ্রন্থে আছে ;—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَلشِّرْكُ اَخْفٰي مِنْ دَبِيْبِ الذَّرِّ عَلَي الصَّفَا فِي

اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ وَاَدْنَاهُ اَنْ تُحِبَّ عَلَي شَيْءٍ مِنَ الْجَوْرِ

وَتُبْغِضَ عَلَي شَيْءٍ مِنَ الْعَدْلِ وَهَلِ الدِّيْنُ اِلَّا الْحُبُّ

وَ الْبُغْضُ قَالَ اللهُ تَعَالَي قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ

يُحْبِبْكُمُ اللهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;—রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, পাহাড়ের ঘোর আঁধার রাতে অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকার গতি যত অদৃশ্য, সেরেক তাহা অপেক্ষাও অধিক অদৃশ্য, অর্থাৎ গুপ্ত। খুব ছোট সেরেক এই যে, তুমি কোন বিন্দুমাত্র অন্যায়ের কার্য্যেও ভালবাসা রাখ এবং কোন বিন্দুমাত্র ন্যায়ের কার্য্যেও শত্রুতা রাখ। ভালবাসা ও শত্রুতা লইয়াই দিন, ইহা ব্যতীত দিন আর কিছুই নহে ; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—তুমি বল তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস, তবে আমার (অর্থাৎ হজরতের (সঃ)) অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ভাল বাসিবেন।"

এক্ষণে আল্লাহ তায়ালার পরম বন্ধু আমাদের প্রিয় রসুল হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পবিত্র জিহ্বায় উচ্চারিত হাদিসের অমৃতময় শব্দে প্রার্থনা করি ;—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ

عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا اِلَي حُبِّكَ

হে আল্লাহ ! আমরা তোমার নিকট তোমার ভালবাসা, এবং যে ব্যক্তি তোমাকে ভালবাসে, তাহার ভালবাসা, এবং যে কার্য্য আমাদিগকে তোমার ভালবাসার নিকটে লইয়া যায়—তাহার ভালবাসা প্রার্থনা করি।

———o———

যুগের খলিফাগণের জীবন চরিত দেখুন শাসন ও রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানে জগতের কোন্ রাজা ও শাসনকর্ত্তা তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন ?

নিঃসন্দেহ এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) এই বিশিষ্টগুণের তুলনায় সকল প্রকারের আলেমগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন,—তিনি ধর্ম্মের ব্যবস্থাগুলির সহিত দুনিয়ার আবশ্যকীয় বিষয়েও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যদিও তিনি বাদশাহ ও আমিরগণের সহবাস হইতে বহুদূরে থাকিতেন, রাজকীয় সংস্রবকে যারপর নাই ঘৃণা করিতেন, তথাপি তিনি উৎকৃষ্ট রাজনীতি সমূহ হাদিস ও আছার হইতে বাহির করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। ছহি বোখারীর যে অংশে মামেলা অর্থাৎ কার্য্যের রীতি নীতি আছে, তাহা কেতাবোস্‌সেয়ার পর্য্যন্ত মনোযোগ ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত পড়িলে একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফলকথা তিনি যে সকল সূক্ষ্মকথা ও উচ্চাঙ্গের সারায়ী কানুনসমূহ হাদিস হইতে বাহির করিয়া ছহি বোখারীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সমাজনীতির প্রাণ এবং রাজনীতির জীবন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের লণ্ডনের ছাপা, অরিণ্টিয়াল বিউগ্রিফিকল ডিক্‌সনারীতে লিখিত হইয়াছে যে, "এমাম বোখারী একজন বিখ্যাত আইন প্রণেতা (বা আইন বেত্তা) গত হইয়াছেন, এসলাম ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার সংগৃহীত হাদিস যাহা ছহি বোখারী নামে প্রসিদ্ধ, সমগ্র হাদিসের মধ্যে তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয়।"

—o—

বঙ্গীয় মুসলমান।

হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই বঙ্গের অধিবাসী। বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে অনেকেরই ধন, মান, জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির জ্বলন্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে তদসমূহের বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় হিন্দু, জগৎকে দেখাইতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেক মস্তিষ্ক ও প্রতিভা আছে, অনেক প্রাণ আছে, অনেক বীর আছে, অনেক স্বদেশানুরাগী, সমাজ সেবী, অনেক লেখক, পাঠক ও বক্তা আছে, আরও দেখাইতেছে তাহাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, উন্নতির চেষ্টা আছে, ধন, মান, যশঃ, পদ, বিদ্যা ও জ্ঞান যে কোন উত্তম বিষয়ে অন্যের উচ্চে উঠিতে চেষ্টা আছে। কিন্তু বাঙ্গালার মুসলমান তথা—বঙ্গীয় মোহাম্মাদী আমরা দেখাইতেছি, আমাদের মধ্যে উহার প্রত্যেক বিষয়ে অভাব ; আমাদের উচ্চ গুণ নাই, উচ্চ আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ লক্ষ্য উচ্চ বলিতে কিছুই নাই। আমরা উচ্চ হইতে, অন্যের উচ্চে উঠিতে চেষ্টা করিব কি অন্যের সমান হইতেও বাসনা করি না। আমরা আজ জগতের চক্ষে ঘৃণিত ; অন্যের এমন কি প্রতিবেশী হিন্দুর নিকট, বিজাতি কেন বিদেশীয় স্বজাতি এবং স্বদেশী মুসলমানের নিকট পদে পদে ঘোরতর লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেছি, তথাপি আমাদের অন্তরে জ্বালাময়ী তীব্র বেদনা বাজিতেছে না, আমাদের প্রাণে সাড়া হইতেছে না, আমরা এতই জড়সড় নিস্তেজ ও নীচ, এতই আত্মসম্মানবোধ বিবর্জ্জিত।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে আজ অতীব দুঃখের সহিত এক অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশ করিতে হইল। হে প্রাণোপম বঙ্গীয় মোহাম্মাদী আলেম সমাজ ! হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ ! একবার আপন আপন বুকে হাত দিয়া বলুন ত "অলইণ্ডিয়া আহলে হাদিস কন্‌ফারেন্সের" বিগত কলিকাতা অধিবেশনে আপনারা যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থানী

ভ্রাতৃগণের নিকট যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা যত্ন ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার পাইয়াছিলেন কি? আপনারা অনেক বিষয়ে কি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত এমন কি অপমানিত এবং সে জন্য প্রকাশ্যে না হইলেও অবশ্য মনে মনে কি যারপর নাই দুঃখিত ও ক্ষুণ্ণ হন নাই? সভায় উপস্থিত জনগণের প্রায় বার আনা লোক বাঙ্গালার, তাঁহাদের অধিকাংশই উর্দ্দু বুঝিতে সক্ষম নহেন, এ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু বঙ্গের বহুশিক্ষিত সুবক্তা ও মৌলবী মাওলানা উপস্থিত থাকিতেও তিনদিনে অল্প অল্প সময়ের জন্য মাত্র তিন চারিজন বক্তার নামে প্রোগ্রামে দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালার অনেকেই কেবল আহার ও মলত্যাগ করিয়া সভার যাঁকযমক দেখিয়াই গিয়াছেন, ওয়াজ নছিহত এবং বক্তৃতার আস্বাদলাভে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়াছেন। বাঙ্গালীর সম্মান, অভাব অভিযোগ, তাহাদের প্রাণের ব্যথা, মনের কথা যে হিন্দুস্থানীরা বড় বুঝেন না বা সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না, এই ঘটনা কি তাহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ নহে।

হা প্রিয় বঙ্গীয় মোসলেম ভ্রাতৃগণ! বিদেশেও তোমাদের মান নাই, দেশেও সম্মান নাই, আপন সমাজের লোকেরাও বড় একটা পুছ করেন না। একজন হিন্দুস্থানী যদি একটি পাকড়ি বাঁধিয়া আসিয়াছেন ত বাঙ্গালী আর আছেন কোথায় একেবারে তাঁর গোলাম ষোড়শো-পচারে তাঁর সেবা, দশ বিশ রূপেয়া তাঁর চরণে উৎসর্গ আবার শত অনুনয় বিনয়ে ত্রুটি স্বীকার। বাঙ্গালার কোন মৌলবী সাহেব যান, যদি বুঝিয়া-ছেন যে, ইনি বাঙ্গালী তবে তাঁহার বড় একটা কদরও নাই, যত্ন ও নাই, কোন বিশেষ প্রয়োজনে মৌলবী সাহেব যদি কিছু পাইবার আশা করেন, তবে আট গণ্ডা পয়সা মরে পিটে একটি টাকা দিতেও কাতর বা বিরক্ত ও অসন্তোষ।

হে বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ! যতদিন আমরা স্বদেশানুরাগী না হইব, স্বদেশের আলেম, বক্তা, শিক্ষিত ছাত্র, গণ্যমান্য ব্যক্তি এমন কি সমাজের সাধারণ

লোকের সমাদর না করিব, অধিক সংখ্যায় মাদ্রাসা, মোক্তব, আঞ্জমন সমিতি ও সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমরা শিক্ষিত ও উচ্চ না হইব ; উচ্চ—আশা, উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইব, বিদ্যা, বুদ্ধি, মস্তিষ্ক ও প্রতিভার উচ্চ পরিচয় দিতে পশ্চাৎপদ থাকিব ততদিন আমরা কিছুতেই উন্নতি লাভ করিতে পারিব না, দেশে, বিদেশে কাহারও নিকট সম্মান অর্জ্জন করিতে পারিব না।

বঙ্গীয় মুসলমান! যদি তোমাদের দেহে প্রাণ থাকে ত চারিদিকের এ অবমাননার তীব্র বেদনায় একবার সাড়া দাও, স্বসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণে সে বেদনার অনুভূতি জাগাইয়া তোল আবুল প্রাণে সে বেদনার প্রতিকার করিতে চেষ্টিত হও; সমাজের জন্য, দেশের জন্য, আপনার জন্য, দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল আপনার দেশবাসীর পুত্রকন্যার জন্য সর্ব্বোপরি তোমার পবিত্র ধর্ম্ম দিন মোহাম্মাদীর জন্য উন্মত্তপ্রাণে ছুটিয়া বাহির হও, দেখাও আমরাও মানুষ, আমাদেরও শক্তি আছে, আমাদের ভাণ্ডারে অনেক উচ্চ জিনিষ লুক্কায়িত আছে, আমরাও অনেক উচ্চকার্য্য করিতে পারি।

বঙ্গীয় মোহাম্মাদী যাহাতে দিন দুনিয়ার সম্মান লাভ করিতে পারে, বিজাতি, বিদেশী, স্বদেশী এবং বিপক্ষের লাঞ্ছনা বিদলিত করিয়া যাহাতে আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয়, আপনাদের অভাব অভিযোগ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া প্রতিকার চেষ্টা করিতে পারে, বঙ্গীয় মোহাম্মাদীর সর্ব্ববিধ স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, সর্ব্বোপরি যাহাতে দিন মোহাম্মাদীর সুশীতল ক্রোড়ে বঙ্গীয় মুসলমান ও অন্যান্য জাতি আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্যই বাঙ্গালার "প্রভিন্সিয়াল আহলে হাদিস কনফারেন্স বা আঞ্জমনে আহলে হাদিস" ও "আহলে হাদিস" মাসিক পত্রিকার সৃষ্টি।

বাঙ্গালার ভাই ভগিনিগণ! এ স্বর্ণ সুযোগ হারাইবেন না, দেশের দশজন মিলিয়া না করিলে, একা একা কোন কার্য্য করা যায় না। আজ

তোমাদের সে মিলনের সুযোগ আসিয়াছে, বাঙ্গালার আঞ্জুমনকে আপনার জিনিষ মনে করিয়া তাহাতে যোগদান করুন, বাঙ্গালার আহলে হাদিস পত্রিকা আপনার ঘরের প্রিয় বস্তু মনে করিয়া তাহার গ্রাহক হউন, সকলে মিলিয়া জাতির উদ্ধারে সমাজের উদ্ধারে নিজেদের উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হউন।

জ্ঞান নেত্র।

তত্ত্ব বিনা রসে মত্ত, লভ্য কিছু নয়,
নেত্র বিনা তত্ত্বজ্ঞান কভু নাহি হয়।
মস্তকের নেত্র ভিন্ন চক্ষু নাহি যার,
খোদা জ্ঞান লাভ করে সাধ্য কি তাহার।
খোদা-তত্ত্ব জ্ঞানী যাঁরা সত্য চক্ষুষ্মান,
জ্ঞান নেত্র দ্বারা তাঁরা লভে দিব্য জ্ঞান।
সেই মহা জ্ঞান নেত্র বিধাতার সৃষ্টি,
অন্তরে বাহিরে তার সমভাব দৃষ্টি।

হবিবর রহমান।
খোপাপাড়া, ২৪ পরগণা।
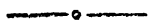
আলেম সমাজ।

বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখের মোহাম্মাদী পত্রিকায় "আলেম সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। লেখক বঙ্গীয় আলেম সমাজকে বিভোর নিদ্রায় নিদ্রিত লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহার এই উক্তির সমর্থন করিতেছি। বঙ্গীয় আলেম সমাজ যথার্থই বিভোর নিদ্রায় নিদ্রিত। "নায়েব রসুল" উপাধিধারী আমাদের প্রিয় আলেমগণ যদি একযোগে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে পবিত্র এসলাম ধর্ম্মের এতদূর অবনতি কখনই সম্ভবপর হইত না। যখন হইতে তাঁহারা এসলামের আদেশ উপদেশ গুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতঃ নিজ নিজ রায়কেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, এসলামের প্রকৃত অধঃপতনের সূত্রপাত তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। খোদা! তুমিই জান তাঁহাদের এ মহাব্যধির ক্রমোপশম হইবে কি না?

লেখক প্রবন্ধের স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—"এই আলেম সমাজকে জাগাইবার জন্যই এই জাতীয় পত্রিকা মোহাম্মাদী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং নিজের অধিক পরিমাণ শক্তি কেবল উহাতেই ব্যয় করিয়াছে ও করিতেছে।" মোহাম্মাদী পত্রিকা, আলেম সমাজকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি সমাজ সম্বন্ধে জাগাইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে বা করিতেছে, মান্যবর লেখক সাহেব তাহার উল্লেখ করেন নাই। এসলামের প্রকৃত উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে যথার্থই যদি মোহাম্মাদী নিজের অধিক পরিমাণ শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে, তবে "কোরাণ হাদিস অনুসারে" আত্ম বিসম্বাদ মীমাংসা করিবার কথা শুনিয়া মোহাম্মাদীর গাত্রদাহ উপস্থিত হয় কেন? "কোরাণ হাদিস দ্বারা আত্ম

বিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া মোসলেম ভ্রাতৃগণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে নানা কথার অবতারণা করা হয় কেন?" ইহাই কি আলেম সমাজকে জাগাইবার পদ্ধতি! ইহাই কি মোহাম্মাদীর এসলাম ভক্তির পরিচায়ক! কোরাণ হাদিসের নাম করিলে, "মোহাম্মাদী চলিবে না, একতা থাকিবে না, এসলামের উন্নতি হইবে না" একথা কে বলিয়াছিল? "সিয়া সুন্নি ভিয়াত্তর দল কলেমা গো, সকলেই মুসলমান, সকলেই এক বৃক্ষের শাখা, সকলেই স্বর্গবাসী হইবে" এক মোহাম্মাদী ব্যতীত কোন মুসলমান পত্রিকা এরূপ বলিতে পারেন কি? যে রেবা (সুদ) কোরাণে সাফ হারাম! যৌথ বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া, চক্রবৃদ্ধি হারের ভাণ করিয়া সেই "সুদকে জায়েজ সাব্যস্ত করিবার জন্য" মোহাম্মাদী যে পলিসি অবলম্বনে দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, মোহাম্মাদীর পাঠক মাত্রই তাহা অবগত আছেন। যে মূর্ত্তি, আঁকা দেখা এবং কাছে রাখা হারাম, নিজ নামের কলঙ্ক তথা এসলামের নিষেধ জ্ঞান করিয়া আট বৎসর কাল যে মোহাম্মাদী মূর্ত্তির কথা মুখাগ্রে আনে নাই, আজ পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই মোহাম্মাদী নিজের বুকের উপর দাস দত্ত কোম্পানীকে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন;—

صحبت صالح ترا صالح کند
صحبت طالح ترا طالح کند

অর্থাৎ সৎসঙ্গ তোমাকে সৎলোক করিয়া তুলিবে, অসৎসঙ্গ তোমাকে অসৎ শ্রেণীভুক্ত করিবে। প্রিয় পাঠক! বিগত ৪ঠা জৈষ্ঠ্যের মোহাম্মাদীর পশ্চাৎ পিঠে দেখিতে পাইবেন, দাস দত্ত মহাশয় সশরীরে বাইসিকেলে বিরাজমান। কি ঘৃণাকর ব্যাপার! লেখক সাহেব মোহাম্মাদীর গুণপনায় মুগ্ধ। কাজেই তিনি ভিতরের ব্যাপার গুলিকে ধামা চাপা দিয়া বাহিরের গুলজারে ফেরেপ্তা হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা যোগ্যের অনাদরে বস্তুতঃ

দুঃখিত। কিন্তু অযোগ্যের সমাদর মানব সমাজে যথার্থই ঘৃনার্হ বলিয়া মনে করি।

মোহাম্মাদ এফাজুদ্দীন।

প্রেমের পাগল।

সকল প্রেমের বাঁধন হইতে
আমারে মুক্ত করিয়া লও,
তোমার প্রেমের পাগল করিয়া
জগত মাঝারে ছাড়িয়া দাও।

সবার সঙ্গে হাসাও নাচাও,
সবার কার্য্যে আমারে মিশাও,—
অন্তর-তলে নিশি দিন তুমি
সহচর রূপে উদয় হও।

বিশ্ব-আমার হউক ভবন,
একাকার সব হইয়া যা'ক্,
আত্ম-পর-জ্ঞান ডুবে যা'ক মোর,
তোমার জ্ঞানটী জাগিয়া থাক্;

আমারে সবাই বলুক পাগল
উঠুক চৌদিকে তামাসার রোল,—
তারি মাঝে তুমি আমারে লইয়া
গভীর প্রেমের কাহিনী কও।

গোলাম মোস্তাফা

কাবা-সংরক্ষণ।

আবরাহা হাবসের বাদসাহ নজাসীর অধীনে ইমনে রাজত্ব করিবার সময় দেখিল, লোক হজ্বের সময় নানা উপহার ও মানতের দ্রব্যসহ মক্কার অভিমুখে গমন করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, লোকে মক্কায় কাবাগৃহের হজ্ব করিবার জন্য যায়, সমগ্র আরবজাতি ঐরূপে কাবাগৃহের ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে। আবরাহা ঈমনের রাজ-ধানী "ছনয়া" নগরে শ্বেত মর্ম্মর এবং লোহিত ও কৃষ্ণপ্রস্তরের একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যে সুসজ্জিত করতঃ আদেশ প্রচার করিল কাবায় না যাইয়া সকলে এই গৃহের ভক্তি সম্মান ও তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিবে, অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে ইহাতে বাধ্য করিল। এই ব্যাপারে কোরাএশ প্রভৃতি মক্কাবাসীরা যারপর নাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। বনিকেনানা জাতির মধ্য হইতে সাফোএল খসয়মী নামক একব্যক্তি তথায় গমন করতঃ গৃহপরিষ্কারের কার্য্য করিবার ছলে ঐ গৃহে প্রবেশ লাভ করে ও সুযোগমত নিশিযোগে তাহাতে মলত্যাগ করিয়া লেপিয়া দিয়া প্রস্থান করে। লোকে প্রাতঃকালে গৃহের তওয়াফ করিতে আসিয়া মল-লেপিত দেখিয়া দুর্গন্ধে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সংবাদ ক্রমে বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিল মক্কার জনৈক ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। আবরাহা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল, আমি আরবজাতির সাধের কাবাগৃহ খণ্ড-খণ্ড করিয়া ভূমিসাৎ করিব। এক বিরাট বাহিনী লইয়া দীর্ঘকায় হস্তীসহ কাবাধ্বংস করিতে গমন করিল; আরবের অনেক জাতি বাধা দিতে উদ্যত হইল কিন্তু কেহই সক্ষম হইল না। মক্কার হরমের নিকটবর্ত্তী হইলে সৈন্যগণকে লুণ্ঠনের জন্য আদেশ করিল, তাহারা সুযোগ মত হজরত মোহাম্মদের (সঃ) প্রপিতামহ অবদুল মোত্তালেবের ২০০ দুইশত

উষ্ট্র ধরিয়া আনিল। আবদুল মত্তলেব তখন আরবের সর্ব্বোচ্চ সম্প্রদায় কোরাএশের দলপতি। কোরাএশ, কেনানা ও হোজাএল প্রভৃতি মক্কা হরমের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠি নিশ্চয় জানিল, আবরাহা যুদ্ধ করিবে। আবরাহা জনৈক দূতকে বলিয়া পাঠাইল "মক্কার সরিফ ও প্রধান দলপতিকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে বলিবে যে, বাদসা আপনাকে বলিতেছেন যে—(আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই কেবল কাবাভগ্ন করিতে আসিয়াছি) আপনারা যদি বাধা দিয়া যুদ্ধে অগ্রসর না হন তবে আপনাদের শোণিত পাতে আমার আদৌ আবশ্যক নাই। "যদি দলপতি আমার সহিত যুদ্ধ না করে তবে তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।" দূত মক্কায় প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধানে জানিল,—কোরাএশ বংশীয় হাসেমের পুত্র আবদুল মোত্তালেবই প্রধান দলপতি; তাঁহাকে সকল কথা জানাইলে, বলিলেন,—ইহা আল্লার সম্মানিত গৃহ, ইহা তাঁহার পরমবন্ধু মহাত্মা এবরাহিমের প্রস্তুত গৃহ, তিনি তাঁহার গৃহ ও তাহার সম্মান রক্ষা করিলে করিতে পারেন; না করেন আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা বাধাদিতে অক্ষম। অতঃপর দূত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আবরাহার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা রাজসিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত উপবেশন করিল। আবদুল মোত্তালেব আবরাহার নিকট নিজের উষ্ট্রগুলি ফেরত চাহিলে—বলিল, আমার দৃষ্টিতে আপনার মর্য্যাদা কমিয়া গেল, যেহেতু আমি মনে করিয়াছিলাম যে, যে গৃহের জন্য আপনাদের সম্মান, যেটি আপনাদের পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্মমন্দির, তাহার বিষয়ে আমাকে কিছু বলিবেন, উত্তরে আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আপনি আমার উট প্রত্যর্পণ করুন সে গৃহের কথা ছাড়িয়া দিন, সে গৃহের একজন মালিক আছেন—তিনিই তাহাকে রক্ষা করিবেন; আবরাহা তাঁহার উষ্ট্র ফিরাইয়া দিল আবদুল মোত্তালেব উষ্ট্রসহ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কোরাএশদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল সংবাদ জ্ঞাপন করতঃ সকলকে মক্কা হইতে বহির্গত হইয়া পাহাড়ের চূড়া ও ঘাটিতে আশ্রয় লইতে বলিলেন, ভয়—হাবসীগণ

তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিবে। আবদুল মোত্তালেব ও তাঁহার অনুগামী কোরাএশগণ কাবার দ্বার ধারণ করিয়া একান্ত কাতর ও বিনয়ের সহিত আল্লাহ তায়ালার সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে আল্লাহ! সকলেই আপন আপন গৃহ ও সম্মানকে রক্ষা করে, অতএব তুমিও তোমার গৃহ ও সম্মানকে রক্ষা করিও, তাহাদের শূলী যেন বিজয়লাভ না করে, তাহাদের শক্তি যেন তোমার শক্তিকে পরাস্ত না করে।"

অতঃপর আবদুল মোত্তালেব কোরাএশগণসহ পর্ব্বতের ঘাটি ও শিখরে আশ্রয় লইয়া তথা হইতে আব্‌রহার কার্য্য ও গতিবিধি দেখিতে লাগিলেন, আবরাহা হাতী লইয়া সসৈন্যে মক্কা—প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইল, মনে বাসনা—কাবা, ধ্বংস ও ধুলিসাৎ করিয়া ঈমনে প্রস্থান করিবে। মাহমুদ নামক মহাকায় প্রধান হস্তী জানুপাতিয়া বসিয়া পড়িল, কে যেন তাহার পা গুলি বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, অন্যান্য হস্তীগুলিরও এই অবস্থা, শত প্রহারেও তাহারা মক্কার দিকে একপদ মাত্র অগ্রসর হয় না। ঈমন ও সামের দিকে (পূর্ব্বমুখে) লইয়া যাইতে চাহিলে সেদিকে ছুটিতে আরম্ভ করে, কিন্তু কাবারদিগে মুখ করিলে অমনি আবদ্ধভাবে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে মক্কার পশ্চিম প্রান্তদিকস্থ লবণ-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জেদ্দা নামক বন্দরের দিক্ হইতে দলে দলে সবুজ রঙের (আবাবিল) পক্ষী আসিতে লাগিল। এতদ্‌সম্বন্ধে কোরআন আমপারার ছুরা আলাম তারায় বর্ণিত হইয়াছে;—তুমি কি দেখ নাই—তোমার প্রতিপালক হস্তী ওয়ালাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? তিনি কি তাহাদের কুচক্রকে ব্যর্থ করেন নাই? তিনি তাহাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠাইয়াছিলেন। পাখীগুলি তাহাদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেছিল, অতঃপর তোমার প্রভু তাহাদিগকে ভক্ষিত ভূমির ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

হস্তী ও সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হইল, তাহাদের ধন অর্থ ও জিনিষপত্র মাঠে পড়িয়া রহিল, কোরাশগণ পাহাড় হইতে তাহাদের এই ভীষণ দুরবস্থা

দেখিয়া আনন্দিত মনে পাহাড় হইতে নামিলেন, এবং সেই ধনরাশি আত্মসাৎ করিয়া পরমানন্দে আপন আপন গৃহে ফিরিলেন।

এইরূপে এসলাম-জগতের অতি পবিত্র মহামসজিদ কাবা সংরক্ষিত হইল। যে বৎসর এই আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়, সেই বৎসরই এসলামের মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ভূমিষ্ঠ হন। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ) যে একজন সত্য পয়গম্বর এবং তিনি যে মহাগৃহের সম্মানের জন্য সমগ্র জগতকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা যে সত্য সত্যই আল্লাহ তায়ালার খাসগৃহ, কাবা সংরক্ষণের পরমাশ্চর্য্য ঘটনাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ জীবন্ত সাক্ষ্য।

এই ঘটনার পর মক্কার কোরাএশগণকে আরবীয়েরা অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, ইঁহারা আল্লার আপনার লোক, তিনিই ইঁহাদিগের হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, শত্রু হইতে ইঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আবরাহা আল্লার ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইলে, তৎপুত্র ইয়াকসুম ও মছরুক ক্রমান্বয়ে ঈমনের রাজা হয়। এই সময় রাজঅত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে ঈমনের আদিম অধিবাসী হেময়ার বংশীয় ছয়ফ বেনে জি-ইয়াজেন-হেময়ারি নামক এক ব্যক্তি কয়ছর রুমের নিকট হাবসীর অত্যাচার জ্ঞাপন করতঃ কয়ছরকেই তথাকার রাজত্বভার গ্রহণ করিতেও হাবসীগণকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিতে অনুরোধ করে। কয়ছর রুম তাহাতে কর্ণপাত করিল না। (যেহেতু তৎকালে কয়ছরও হাবসীদের ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল) অগত্যা ঐব্যক্তি পারস্য রাজ কেসরার অধীনস্থ হিরাত ও অন্যান্য এরাক প্রদেশের গবর্ণর নোওমান বেন মঞ্জরের সহায়তায় উক্ত কেসরার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার আবেদন জানাইলে বলিল, তোমাদের আরবদেশ এস্থল হইতে বহুদূরে, বিশেষতঃ উহা উন্নতির যায়গা নহে, আমি তথায় পারস্যসৈন্যকে পাঠাইতে চাই না, এই বলিয়া তাহাকে দশ হাজার দেরেম উপহার দিল। ছয়ফ হেময়ারি সেই দশ হাজার দেরেম বিতরণ করিতে ও বলিতে লাগিল

আমাদের দেশের পাহাড়ে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহা শুনিয়া কেসরার মনে লোভের সঞ্চার হইল, অতঃপর প্রধান অমাত্যগণের পরামর্শে, হত্যার জন্য কারাগারে যে আট হাজার বন্দী ছিল—অহরজ নামক একজন উচ্চ বংশীয় যোগ্যব্যক্তিকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া ছায়ফ হেময়ারির সহিত পাঠাইয়া দিল। তাহারা ঈমনে আসিয়া হাবসীদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ ঈমনের বাদশাহ হইয়া পড়িল। ঈমনে ৭২ বৎসর হাবসীর রাজত্ব ছিল। অহরজের মৃত্যু হইলে তৎপুত্রকে, তাহার পর তৎপুত্রকে পারস্যপতি কেসরা ঈমনের গবর্ণর নিযুক্ত করে, পরে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া বাজান নামক এক ব্যক্তিকে ঈমনের শাসনভার প্রদান করে, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) যখন পয়গম্বরী প্রাপ্ত হন, তখন এই বাজানই ঈমনের রাজা ছিল।

জোহরি হইতে বর্ণিত আছে যে, কেস্‌রা বাজানকে লিখিয়াছিল "আমি শুনিয়াছি মক্কার কোরাএশদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়াছে, সে আপনাকে নবী (সঃ) মনে করে, তুমি তথায় যাইয়া তাহার একথা ছাড়াও যদি না ছাড়ে তাহার মুণ্ডু আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।" বাজান কেসরার লিখিত পত্র মক্কায় হজরতের (সঃ) নিকট পাঠাইয়া দিল, হজরত (সঃ) লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন, অমুক মাসের অমুক তারিখে কেসরাকে নিহত করিবেন। বাজান পত্র পাইয়া কেসরার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল, বলিল যদি সত্যসত্যই তিনি নবী হন, তবে তাঁহার কথাও সত্য হইবে। অতঃপর সেই দিনে কেসরা পুত্র হস্তে নিহত হইলে বাজান ও তত্রত্য পারসীকগণ এসলাম গ্রহণ করিল। (সিরতে এবনে হোস্সাম, মজমাওল বেহার)।

এসলাম জগতের গৌরব-রত্ন হাদিস-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় মহা-পণ্ডিত

জনাব এমাম বোখারী (রঃ)।

জনাব এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) একবার আব্বাস বংশীয় খলিফাগণেব রাজধানী (দারোল খেলাফত) বাগদাদে শুভাগমন করেন। আব্বাসীয় খলিফাগণের যত্ন ও সমাদরে বাগদাদ এসলামী এলেম সমূহের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। বাগদাদবাসীরা এমাম সাহেবের প্রশংসার কথা শুনিয়া তাঁহার খোদাদত্ত এলেম ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার বন্দোবস্ত অগ্র হইতে উত্তমরূপে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে বসরায় মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল।

ইউছফ বেনে মুছা মরওজী বলেন আমি একবার বসরার জামে মসজেদে উপস্থিত ছিলাম, শুনিলাম প্রহরী সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিতেছে, হে আলেমগণ! মোহাম্মদ বেনে এস্‌মাইল বোখারী (রঃ) পহুঁছিয়াছেন, শুনিবামাত্র লোকে তাঁহাকে সম্মানও অভ্যর্থনা (তাজিম) করিবার জন্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম, দেখিলাম এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) একজন নবীন যুবক, তাঁহার শ্মশ্রু সম্পূর্ণ কাল, তিনি একটি থামের পশ্চাতে নফল নামাজ পড়িতেছিলেন। নামাজ শেষ হইলে লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া লইল, সমগ্র লোক একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, বসরার অধিবাসিগণ দরখাস্ত করিলেন, আপনি আমাদিগকে হাদিস শুনাইবার জন্য একটি সভা করুন, এমাম সাহেব দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। প্রহরী পুনর্ব্বার বসরার জামে মসজেদে যাইয়া বলিলেন, আলেমগণ! এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন, কল্য অমুক স্থলে হাদিস বর্ণনার সভা হইবে। প্রভাত হইবামাত্র ফকিহ, মওলানা, মহাদ্দেস ও হাফেজ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর

আলেম দলে দলে আসিতে আরম্ভ হইল, অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইল।

এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) হাদিস বর্ণনার জন্য মেম্বরে আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, বসরাবাসিগণ! আপনারা হাদিস বর্ণনার জন্য আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন, আমিও আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছি, আমি এখনও অল্পবয়স্ক যুবক, আমার ইচ্ছা,—বসরা সহরের যে হাদিসগুলি আপনাদের নিকট (আপনারা বসরার লোক হইলেও) নাই, সেই গুলি বর্ণনা করি। এই কথা শুনিয়া বসরার লোক অবাক হইয়া গেল, তাঁহাদের অনুরাগ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, অনুরাগ ভরে সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় শব্দ শুনা গেল—তিনি একটা হাদিস পাঠ করিলেন,—

حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بن رواد العتكي بلد نكم قال حدثنا ابي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن ابي الجعد عن انس بن مالك ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ الحديث

বলিলেন, আপনাদেরই সহরের আবদুল্লা, আপন পিতা ওসমান হইতে তিনি সোয়বা হইতে, সোয়বা মনছুর ইত্যাদি হইতে এই হাদিস আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ আপনাদের নিকট উহা মনছুরের রেওয়ায়েত নাই বরং অন্যের রেওয়ায়েতে আছে।

ইউছফ বেনে মুছা বলেন, এমাম সাহেব পূর্ণ একটি সভা কেবল হাদিস লেখাইলেন, এইরূপে প্রত্যেক হাদিসের শেষে বলিতেন, বসরাবাসি! আপনাদের নিকট এ হাদিস এ সনদে নাই অন্য সনদে আছে।

হজরত ওমার (রাঃ) আপন খেলাফতের সময় বসরা সহর বসাইয়াছিলেন। মক্কা ও মদিনার পর ইহা হাদিস ও এলেমের একটি প্রধান স্থান

ছিল। এমাম জাহবী এসলামের ২য় ও ৩য় যুগের হাদিসজ্ঞ পণ্ডিতগণের ইতিহাস বর্ণনায় বসরার মছরুফ, এমাম হাসান বসরী, কতাদাহ, সোয়েবা বেনে হাজ্জাজের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তত্রত্য স্বপ্নতত্ত্বে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এমাম মোহাম্মদ বেনে ছিরিনেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

এমাম বোখারী সাহেবের (রঃ) রায়, তদবির, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণদর্শিতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গুণ তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এমাম কোতায়বা বেনে ছায়িদ বলিতেন "আমি দীর্ঘকাল আলেমগণের সেবায় জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া বেড়াইয়াছি কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার জ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে, এমাম বোখারীর ন্যায় সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি দেখি নাই।" খলিফা হজরত ওমার (রাঃ) স্ব-সময়ের স্বরূপ লোক ছিলেন, এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) ও আপন সময়ের সেইরূপ লোক ছিলেন!

এমাম জাহাবী সাহেব তাজকেরাতল হোফ্ফাজ গ্রন্থে লিখিতেছেন;— وكان راسا في الذكاء راسا في العلم এমাম বোখারী সাহেব তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা ও এলেমে সকলের উচ্চ ছিলেন।

ইতিহাস লেখকগণ আলেমগণের বর্ণনায় তাঁহাদের মেধা (জেহেন) স্মৃতিশক্তি, পর-প্রত্যাশহীনতা, বিনয়, স্বল্পে সন্তোষ, অনাসক্তি ও ধর্ম্ম-ভীরুতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করেন কিন্তু ইহ সংসারের বিষয়ে তাঁহাদের বুদ্ধি, রায় তীক্ষ্ণদর্শিতা ও তদবিরের কোন উল্লেখ করেন না, এ সমস্ত বিষয় যেন কেবল দুনিয়াদার লোকেরই জন্য। আল্লামা এবনে খলদুন বলিয়াছেন,—"আলেম সম্প্রদায় সাংসারিক সুবন্দোবস্ত (এন্তেজাম) ও রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠতা একেবারেই রাখেন না" তাঁহার কথাও সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, আলেম সম্প্রদায়কে ঐ সকল গুণে গুণী হওয়াও একান্ত আবশ্যক। যেহেতু এস্লাম দিনের (ধর্ম্মের) সহিত দুনিয়ার সুব্যবস্থার আইন কানুন যেরূপ শিক্ষা দিয়াছে, জগতের অন্য কোন ধর্ম্ম সেরূপ শিক্ষা দেয় নাই। প্রাথমিক

অমৃত-ধারা।

(২)

হজরত এমাম হাসান নিজ মামু (১) প্রমুখাৎ শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব রসুল মকবুল (সঃ) তাঁহার ওম্মতদিগের জন্য প্রায়ই চিন্তিত এবং ব্যথিত থাকিতেন, কখনও তিনি শান্তি পাইতেন না। বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন কথাও কহিতেন না।

বরা এবনে আজেব নামক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন,—নবি করিম (সঃ) রাত্রে শয়ন করিতে শয্যায় যাইয়া এই দোওয়া করিতেন,—"আয় আল্লা, আমি এই শয়নশয্যা হইতে নিশ্চয়ই যে চৈতন্য লাভ করিব এ বিশ্বাস আমার আদৌ নাই, সুতরাং প্রার্থনা করিতেছি,—হিসাব নিকাশ গ্রহণ জন্য যেদিন তুমি তোমার বান্দাগণকে উত্থিত করিবে, সেদিনের আজাব হইতে আমাকে রক্ষা করিও।"

প্রিয় পাঠক! যিনি মাছুম, যাঁহার অগ্র পশ্চাতের সমুদয় গোনা মারাফ, 'শফিউন্ লিল্ মোজনেবীন' যাঁহার উপাধি, তিনি আবার আজাবের ভয়ে ভীত কেন? অবশ্য ইহার কোন তাৎপর্য্য আছেই। আমরা তাঁহার নির্ব্বোধ ওম্মত, আমাদের জ্ঞান চক্ষুদান স্বরূপই তিনি ঐরূপ শাস্তিভয়-ভীতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, নচেৎ তিনি যে আল্লার রসুল (সঃ) ইহা ত তাঁহার জ্ঞানগোচর ছিল না।

মগীরা নামক ছাহাবী হইতে বর্ণিত,—মহবুব ছোবহানী হজরত মোহাম্মাদ (সঃ) রাত্রে এতাধিককালব্যাপী নামাজ পাঠ করিতেন যে, তজ্জনিত কষ্টে তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া গিয়াছিল। লোক সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজরত! আপনি এত কষ্ট কি জন্য করিয়া থাকেন, আপনার ত কোন গোনা নাই! হজরত (সঃ) বলিলেন, আমি কি নিজেকে নিষ্পাপ মনে করিয়া আত্মগরিমায় খোদাতায়ালার অকৃতজ্ঞ হইব?

(১) দুধ মামু।

মোমেন জননী—আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত (সঃ) যে সময় ওফাৎ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি আমার বক্ষে ঠেস দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হজরত (সঃ) প্রস্রাবের জন্য একটী পাত্র লইয়া আসিতে বলেন, এবং সেই পাত্রে প্রস্রাব করনান্তর দোওয়া করিতে করিতেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন। জননী আয়শা বলিতে-ছেন, আমি দেখিয়াছিলাম হজরতের (সঃ) পীড়িত অবস্থায় (১) তাঁহার নিকটে একটী পেয়ালা ছিল। তিনি সেই পেয়ালায় হাত ডুবাইয়া মুখে পানি দিতেন। এবং দোওয়া করিতেন,—"হে খোদা! মৃত্যুর কষ্টে আমাকে সাহায্য করিও।" হজরতের (সঃ) এন্তেকালের পরক্ষণেই হজরত আবু-বাকর (সিঃ) বলিলেন, আমি নবি করিম (সঃ) প্রমুখাৎ একটী কথা শুনিয়াছিলাম, আজ পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হই নাই। হজরত (সঃ) বলিতেন যেস্থানে নিজের রসুল (সঃ)কে সমাহিত করা আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায় থাকে, ঠিক সেই খানেই তাঁহার প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। অতএব উচিৎ যে, এই স্থানেই হজরতের (সঃ) দেহ সমাহিত করি।

নবী-প্রিয়তমা আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—আমাদের প্রিয় নবী বলিতেন,—সকল তরকারি হইতে সেরকা উত্তম তরকারী। হজরতের অনুগত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন,—একদা এক দর্জ্জি, হজরত (সঃ)কে দাওয়ৎ (নিমন্ত্রণ) করিয়াছিল, তাঁহার সহিত আমিও সেই দর্জ্জি-বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেই ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে যবের রুটী, মাংস এবং লাউএর ঝোল (কদুর সুরুয়া) লইয়া আসিয়াছিল। আহার করিতে করিতে আমি দেখিলাম,—হজরত আগ্রহসহকারে সেই কদুর পেয়ালা হইতে কদু তুলিয়া তুলিয়া মুখাগ্রে দিতেছেন। আমি যখন হইতে হজরতের কদুর প্রতি এতাধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি, সেই হইতে সকল তরকারী অপেক্ষা আমি কদুর তরকারিই অধিক ভাল বাসিয়া থাকি।

(১) যে পীড়ায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

প্রিয় পাঠক! পবিত্রাত্মা ছাহাবাগণ, হজরতকে এতই ভালবাসিতেন যে, তাঁহারা সেই তরকারিই আগ্রহসহকারে খাইতেন, যাহা হজরত (সঃ) অধিকতর পছন্দ করিতেন। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের এইরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল বলিয়াই ত তাঁহারা আল্লার মকবুল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। পাঠক! তুমিও তাঁহাদের মত নবী করিম (সঃ)এর সহিত ভালবাসা রাখ, তাঁহার সোন্নত অনুসারে চলিতে থাক, নিশ্চয় তুমিও আল্লার পিয়ারা হইবে।

মোহাম্মদ মুছা, (ফরিদপুর)

রমজান-অল্-মোবারক।

মুসলমান! তোমার পাপ-কুলুষিত হৃদয় খানিকে নির্ম্মল করিবার জন্য, এগার টি মাস অতিক্রম করিয়া ভক্তি গদ গদ চিত্তে এসলামের বিশ্ব-বিজয়ী পতাকাহস্তে সাগর ভূবন গগন পবন বিলোড়িত করিতে করিতে তোমার চিরপ্রিয় "রমজান" আবার আসিতেছে। মুসলমান! তোমার বিশুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্রে সঞ্জীবনী সুধাবারি সিঞ্চন করিতে, তোমার অনুপম কর্কশপ্রাণে বেদনা ও অনুভূতির সার সংযুক্ত বীজ বপন করিতে তোমার পুরাতন পরিচিত রমজান নূতন করিয়া আবার আসিতেছে।

মুসলমান! তুমি, নশ্বর জগতের অনিশ্চিত সুখ সম্ভোগে বিভোর হইয়া রহিয়াছ, ক্ষণেকের জন্যও তোমার পীড়িত প্রতিবেশীর মুখপানে চাহিতেছ না! অনাহারে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত—অভাবের তীব্রতাড়নায় তাহারা জর্জ্জরিত। এমতাবস্থায় রমজান তোমাকে কি শিক্ষা দিবে? শিখাইবে রমজান তোমাকে এসলামের সেই পুণ্যময় বিধিনিচয়। তুমি সেখ অথবা সৈয়দ হও, মোগল কিম্বা পাঠান হও পক্ষান্তরে জমিদার হও নবাব হও অথবা বাদশাহ হও, রমজান তোমাকে এসলামের শাসনপাশে

বন্ধ করতঃ তোমার উপেক্ষিত সেই নগণ্যদিগের ক্ষুৎপিপাসা জনিত মহা কষ্টের কথা দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তোমাকে স্মরণ করিয়া দিবে। অভাব অনাটন তথা পেটের জ্বালা যে কি বস্তু, রমজান দুই পাঁচদিনের মধ্যে তাহা তোমাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিবে। আর শিক্ষা দিবে যাবতীয় কুক্রিয়া, কুবচন ও কুসংস্কার হইতে বিরত থাকিতে, শুদ্ধাশুদ্ধ (হালাল হারাম) মানিয়া চলিতে। দীর্ঘ এগার মাসের মধ্যে কোনও দিন একটী বারও যে সকল অনাথ অসহায় পথের কাঙ্গালদিগের মুখপানে চাহিবার তোমার সময় ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, রমজান নিরাপত্তে তোমাকে সে সুযোগ দান করিবে। এসলামের বজ্রশাসনাধীন থাকিয়া মুসলমান! এই রমজান মাসে তোমাকে প্রকৃত ধৈর্য্যধারণ ও আত্মসংযম শিক্ষা করিতে হইবে।

মোহাম্মদ মুছা।

ঘড়ির কাঁটা।

(১)

আমরা দুটী ঘড়ির কাঁটা, জীবন মোদের কর্ম্মময়
কাল-সাহেবের কার্য্যাধ্যক্ষ,—তুচ্ছ নয়গো তুচ্ছ নয়;
বিরাট মোদের কর্ম্মক্ষেত্র, চৌদিকে তার প্রাচীর-ঘের,
পথগুলি তার চিহ্ন করা, নাইক কোনই ঘুর্‌কি-ফের।
দিবানিশি আপন কাজে, রত থাকি দু'টি প্রাণ,
মোদের মাঝে নেই অবসাদ, মোরা কভু হইনে ম্লান।

পলের সহিত পল জুড়িয়ে, অনন্তকাল তুল্‌ছি গ'ড়ে,
একটী পলও এদিক ওদিক, থাক্‌ছে নাকো বাইরে প'ড়ে;
সূর্য্য মোদের লক্ষ্য-ধ্রুব, তারেই করি প্রদক্ষিণ
বাদল-দিনে, আঁধার-রেতে, পালা'তে সে শক্তিহীন।
মোদের হাতে জীবন-মরণ—লক্ষ লোকের ছুটী যে,
মোদের ছুটী কোন্ ঘড়িতে, বল্‌বে কে তা বল্‌বে কে?

(২)

আমরা দুটী ঘড়ির কাঁটা,—কাঁটা আমরা নইত রে,
প্রেমিক-চোখে যুগল-প্রেমিক, বাঁধা আছি প্রেম-ডোরে
একটী মোদের ঘোম্‌টা দেওয়া, নবীন বধুর বেশ-পরা,
চরণ তাহার সরম-ভরা, চল্‌তে গেলে হয় সারা!
বারটী মাস খাট্‌লে আমি, খাটবে সে যে একটী মাস,
তবু আমার সকল কর্ম্ম, তারি মাঝে পায় প্রকাশ।
ঘরে সে যে রয়গো ব'সে, বাইরে আমি সর্ব্বক্ষণ,
প্রতিবারে দেই গো তারে, সোহাগভরা আলিঙ্গন;
দুই হৃদয়ে একই-স্পন্দন, একই সুরে গান করি,
ম'র্‌তে হ'লে ম'রবো দুজন, পরস্পরে হাত ধরি।
জীবন মোদের নিয়ন্ত্রিত, আলস্য-হীন কর্ম্মময়,
কাঁটা,—তবু কাঁটার মত হৃদয় মোদের নীরস নয়।
ফুলের মত সরস সে যে, মধুর মতন মিষ্ট গো,
মোদের মাঝে কি সম্বন্ধ, জান্‌বে কে তা জান্‌বে গো!

গোলাম মোস্তাফা।

——•——

রমজানের পুণ্যকথা।

১। রমজানের রোজা মুসলমান মাত্রেরই উপর ফরজ। রমজান মাসে কেহ পীড়িত থাকিলে সুস্থান্তে এবং কেহ প্রবাসে থাকিলে স্বদেশে ফিরিয়া রোজা রাখিবে।

২। রোজা রাখা অবস্থায় যাহারা মিথ্যাকথা বলে, এবং অসৎকার্য্য করে, রসুলুল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, তাহাদের পানাহার বন্ধে আল্লাতায়ালার কোন আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ তাহারা আল্লার নিকটে রোজাদার শ্রেণী-ভূক্ত নহে।

৩। রমজানের চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখা এবং সওয়ালের চাঁদ দেখিয়া রোজা পরিত্যাগ করাই বিধি, কিন্তু আকাশের গোলযোগে রমজানের বা সওয়ালের চাঁদ দেখায় ব্যাঘাত ঘটিলে, সাবান ও রমজান ত্রিশ দিনে পূর্ণ করিবে। রমজানের রোজার পূর্ব্বদিবস "চাঁদ সালামী" বলিয়া কোন রোজা নাই। উহা বেদয়াতের মধ্যে গন্য।

৪। বমি হইলে বা স্বপ্নদোষ ঘটিলে অথবা প্রয়োজন বশতঃ শিং লাগাইয়া শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত বাহির করিয়া দিলে রোজাভঙ্গ হইবে না। কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক বমি করিলে রোজাভঙ্গ হইবে।

৫। স্ত্রী সহবাস জনিত অশুদ্ধাবস্থায় (নিদ্রাহেতু) সকাল হইয়া পড়িলে তখনই গোসল করিয়া রোজা রাখা চলিবে।

৬। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পূর্ব্বে রোজার নিয়ত না করিবে তাহার রোজা হইবে না।

৭। ফজরের নামাজের ওয়াক্তের (নির্দ্দিষ্ট কালের) পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেহেরী খাওয়া চলিবে। অর্থাৎ সেহেরী খাইয়া কোরাণের ৫০টী আয়েত পাঠ করিতেই ফজরের নামাজের সময় হয় এমন সময়ে সেহেরী খাওয়া সোন্নত।

৮। রসুলুল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ওম্মতের জন্য সেহরী খাওয়ার হুকুম ছিল না! উহা বরকত স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে দিয়াছেন।

৯। রসুলুল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, "কোরাণ ও রোজা" "বান্দার গোনা মায়াফের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করিবে।" অতএব মুসলমানদিগকে কোরাণ পাঠ করা ও রোজা রাখা কর্ত্তব্য।

১০। রসুলুল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, "বেহেস্তের আটটী দ্বার। তাহার একটীর নাম 'রায়য়্যান'। এই রায়য়্যান দ্বার দিয়া রোজাদার ব্যতীত কেহ বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

১১। রসুলুল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে বিশ্বাসের সহিত রমজানের রোজা রাখিবে, এবং যে ব্যক্তি সওয়াব-নিয়তে বিশ্বাস সহকারে রাত্রে নফল নামাজ পাঠ করিবে, এবং যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে বিশ্বাস সহকারে সবকদরের রাত্রে কেয়াম করিবে সেই সেই ব্যক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় গোনা মাফ করা হইবে।

১২। রসুলুল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, "রমজানের মাসে বেহেস্তের বা রহমতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় এবং দোজখের দ্বার রুদ্ধ ও শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

১৩। সহি হাদিসে উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সৎকার্য্যের জন্য দশগুণ হইতে সাত শত গুণ সওয়াব নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু রোজার সওয়াবের (পুরস্কারের) সীমা নাই।

১৪। বেলা ডুবিলেই এফতারের সময় আসিয়া পড়ে, ইহাই সহি হাদিসের উক্তি; হানিফী ভ্রাতা ভগ্নীগণ কিন্তু গায়ের পশম না ঢাকিলে, রোজা ছাড়েন না। "গায়ের পশম না ঢাকিলে রোজাভঙ্গ করিও না।" এরূপ কথা ত সহি হাদিসের কোথাও নাই।

মোহাম্মাদ মুছা।

সেই মুখ খানি।

[বিশ্বস্বামী জগতপাতার উদ্দেশ্যে লিখিত]

(১)

প্রভাতের অরুণ আলোকে,
জীবনের নূতন আশায়,
হরষে মাতিয়া উঠি যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(২)

দিবসের কর্ম্ম-পারাবারে,
অতল কর্ম্মেতে মগ্ন হয়ে,
আপনা ভুলিয়া যাই যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(৩)

সায়াহ্নের ক্লান্ত আকাশে,
দিবসের শ্রান্ত তপনে,
প্রকৃতি বরিয়া লয় যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(৪)

নিশীথের নীরব ছায়ায়,
নীরবতা মাখিয়া অন্তরে,
প্রকৃতি নীরব হয় যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(৫)

সুষুপ্তির কোমল অঙ্কেতে,
মানসের মলিনতা সহ,
চৈতন্য বিলুপ্ত হয় যবে,
স্বপ্নে দেখি সেই মুখ খানি।

(৬)

শরতের পূর্ণিমা নিশায়,
চাঁদিমার রজত কিরণে,
জগত হাসিতে থাকে যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(৭)

বসন্তের বিমল সন্ধ্যায়,
প্রসূনের কোমল সৌরভে,
হৃদয় উৎফুল্ল হয় যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(৮)

নিদাঘের প্রখর জ্বালায়,
না থাকিয়া কোমল শয্যায়,
তমাল ছায়ায় যাই যবে;
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(৯)

শ্রাবণের মুসল ধারায়,
সংসারের করম ত্যজিয়া,

গৃহের কোণেতে বসি যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(১০)

প্রবাসের স্বর্ণ পিঞ্জরে,
স্বদেশের বিরহ জ্বালায়,
হৃদয় কাঁদিয়া উঠে যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(১১)

সংসারের অলীক কুহকে,
বিলাসের মলয় চূড়ায়,
আনন্দে ভাসিয়া রই যবে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি।

(১২)

বিষাদের কঠোর পীড়নে,
হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি হারায়ে,
নীরব হইয়া বসি যবে,
মনে মড়ে সেই মুখ খানি।

সাহেব উদ্দীন আহমদ, মাদারিপুর।

তৌহিদ-গীতি।

আমি, তোমাকেই পূজিব, তোমাকেই ভজিব,
নিশিদিন লুটিব—চরণে তোমার।
তুমি, এসহে, এসহে, এসহে—স্বামি!
—হৃদয়ে আমার।

(২)

আমি, তোমাকেই স্মরিব, তোমাকেই বরিব,
তোমাকেই করিব—হৃদি-অলঙ্কার।
তুমি, এসহে, এসহে, এসহে—স্বামি!
—হৃদয়ে আমার।

(৩)

আমি, তোমাকেই তুষিব, তোমাকেই ভূষিব,
তব নাম(ই) ঘোষিব—ভবে অনিবার।
তুমি, এসহে, এসহে, এসহে—স্বামি!
—হৃদয়ে আমার।

(৪)

আমি, তোমাকেই যাচিব, তোমাকেই সাধিব,
তোমাকেই দানিব—যাকিছু আমার।
তুমি, এসহে, এসহে, এসহে—স্বামি!
—হৃদয়ে আমার।

(৫)

আমি, তোমারই মহিমা,—কীরতন করিব,
তোমারই গরিমা—নিয়ত প্রচারিব,
তব প্রীতি-গীতি নাথ!
—যথা তথা গাহিব;
হইব রহিব চিরই তোমার।
তুমি, এসহে, এসহে, এসহে—স্বামি!
—হৃদয়ে আমার।

(৬)

আমি, পরাণ ভরিয়া—তোমাকেই ডাকিব,
নয়ন ভরিয়া—তোমাকেই দেখিব,
এ হৃদয় মন্দিরে—তোমাকেই রাখিব,
আঁকিব মরমে—মুরতি তোমার।
তুমি, এসহে, এসহে, এসহে—স্বামি!
—হৃদয়ে আমার।

মোহাম্মাদ মুছা, ফাজিলপুর ২৪ পরগণা।

—০—

প্রচার সংবাদ।

বিগত ২রা চৈত্র মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বোরাকোপরা নামক গ্রামে মুনশী নাদের হোসেন সাহেব প্রভৃতির যত্ন ও চেষ্টায় একটি বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়া ছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে জনাব মৌলবী আবদুল ওহাব সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার সুযোগ্য প্রচারক দিনাজপুর রাণীরবন্দর নিবাসী জনাব মৌলবী আবুল ফজল মোহাম্মাদ মনিরউদ্দীন আনোয়ারী সাহেব ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, একতা প্রভৃতি সম্বন্ধে দীর্ঘ চারি ঘণ্টাকালব্যাপী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদানে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্থানীয় মৌলবী সাহেবানদিগের মধ্য হইতে জনাব মৌলবী শরিফ আহমদ সাহেব ও মৌলবী ইয়াসিন সাহেব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় অনেক হিন্দু ভদ্র সন্তানও যোগদান করিয়াছিলেন।

(২)

বিগত ৩রা চৈত্র মুর্শিদাবাদ লালগোলা সন্নিহিত শেখালীপুর জামে মসজেদ প্রাঙ্গণে জুমার নামাজান্তে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার প্রচারক জনাব মৌলবী আবুল ফজল মোহাম্মাদ মনিরউদ্দীন আনোয়ারী সাহেব "মানব জীবনের কর্ত্তব্য কি?" সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানে সভাস্থ সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। জনাব মৌলবী আবদুল ওহাব সাহেব ও মুনশী আবদুর রহমান সাহেব প্রভৃতির ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় অত্র সভার অধিবেশন হয়।

(৩)

গত ৪ঠা চৈত্র মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাইকপাড়া নামক স্থানে জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ হেদায়তউল্লা সাহেব, নসরৎউল্লা মোল্লা ও হাউস মণ্ডল ও স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের যত্নে একটি বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

সভায় দুই তিন হাজার হিন্দু ও মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে জনাব মৌলবী আনিসার রহমান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর জনাব মৌলবী আবুল ফজল মোহাম্মাদ মনিরউদ্দীন আনোয়ারী সাহেব মুসলমানদিগের পূর্ব্ব উন্নতি ও বর্ত্তমান অবনতি সম্বন্ধে, মৌলবী ইয়াসিন সাহেব ধর্ম্ম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মৌলবী শরীফ আহমদ সাহেব ও মৌলবী হেদায়েৎউল্লা সাহেব ও মৌলবী দেলওয়ার হোসেন সাহেব ও মৌলবী আবদুল ওহাব সাহেব ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় সভাপতি সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

রিপোর্টার—শরিফ আহমদ।

আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালা।

মেম্বরগণের চাঁদা ও এককালীন দান

প্রাপ্তি স্বীকার।

এককালীন দান—

মহিউদ্দীন ফকির সাহেব, লবকর, খুলনা ১৲ টাকা। নবাবজান মল্লিক সাহেব, নগদিপাড়া, হুগলী ২৲ টাকা। অছিমুল্লা সদাগর সাহেব, বড় মির্জ্জাপুর, রংপুর ॥০ আনা। জনৈক ব্যক্তি ।০ আনা। আতিউল্লা সাহেব, সাহজাদপুর, রংপুর ৶১০ আনা। মোহাম্মাদ আবদুর রহমান সাহেব, হাল সাং পানামা, আমেরিকা, ৩৲ টাকা। ডাঃ মোহাম্মাদ হোসেন সাহেব, সেক্রেটারী ধোপাপাড়া মাদ্রাসা স্কুল, ২৪ পরগণা ৪৲ টাকা।

মারফত মৌলবী আব্বাছ সাহেব আদায়—

মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব, কাকড়া, বর্দ্ধমান ১৲ টাকা। আবদুর রউফ মোল্লা সাহেব, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান ১৲ টাকা। ছোলেমান মুনশী সাহেব, নূরপুর, বীরভূম ॥০ আনা। মুনশী ইয়াসিন সাহেব, সুপড়, বীরভূম ।০ আনা।

মাসিক চাঁদা।

মুনশী মোহাম্মাদ করিম সাহেব, নূতনবাজার, কলিকাতা, দশ মাসের দঃ ১০৲ টাকা। হাজি মোহাম্মাদ হোসেন সাহেব, বাজিতপুর, হুগলী, দশ মাসের দঃ ৫।০ আনা। হাফেজ মোহাম্মাদ ইছা সাহেব, হাল সাং বড়ুয়া, হুগলী, ছয় মাসের দঃ ৬৲ টাকা। হাজি সাখাওয়াৎ আলি সাহেব, বড়ুয়া, হুগলী, দশ মাসের দঃ ২০৲ টাকা। হাজি তসিরউদ্দীন সাহেব, বড়ুয়া, হুগলী, দশ মাসের দঃ ২০৲ টাকা। হাফেজ মতিয়ার রহমান সাহেব, বড়ুয়া, হুগলী, দশ মাসের দঃ ২০৲ টাকা। হাজি আবদুর রহিম সাহেব, তেউরডাঙ্গী, হুগলী, দশ মাসের দঃ ২০৲ টাকা। হাজি আবদুল হক নায়েক সাহেব, মুশড়, হুগলী, দশ মাসের দঃ ১০৲ টাকা।

বার্ষিক চাঁদা।

কাঞ্চিয়া সরকার সাহেব, পশুরামপুর, দিনাজপুর ১৲ টাকা। খেদমতুল্লা প্রধান সাহেব, বড় মির্জ্জাপুর, রংপুর ১৲ টাকা। মুনশী বাবর আলী সাহেব, ৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲ টাকা।

কর্ম্মখালি।

হুগলী, বড়ুয়া মাদ্রাসার জন্য (ছরফ নহু ভালরূপ পড়াইতে পারেন এবং কোরাণ হাদিসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে এরূপ) একজন আহলে হাদিস মৌলবী সাহেবের আবশ্যক। মাসিক বেতন ২০৲ কুড়ি টাকা। আহার ও বাসস্থান ফ্রী। স্ব স্ব যোগ্যতার পরিচয় সহ নিম্ন ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

মোহাম্মাদ আবদুল লতিফ।

"সেক্রেটারী আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালা"

১ নং মারকুইস লেন. মিছরিগঞ্জ, কলিকাতা।

আত্ম-নিবেদন।

আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিকে পরিণত করিবার জন্য সহৃদয় গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের অনেকেই আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের আশারবাণী উৎসাহের কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গীয় বিরাট আহলে হাদিস জমাতের মধ্যে তাঁহাদের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা সুচারুরূপে চলিতে পারে, আমাদের এ বিশ্বাস বরাবরই আছে। তবে দিন, কাল ও অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া এতদিন আমরা সমাজ-সকাশে এতদ্‌সম্বন্ধীয় আত্ম নিবেদন করি নাই।

আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিকে পরিণত করিতে হইলে প্রেস সংক্রান্ত বহু সরঞ্জাম বাড়াইতে হইবে, তজ্জন্য ভ্রাতৃবর্গের যথোচিত সাহায্যের একান্ত আবশ্যক। কম পক্ষে গ্রাহক সংখ্যা দুই হাজারে পরিণত হইলেই আমরা আমাদের প্রিয় "আহলে হাদিস"কে সাপ্তাহিকে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইব। বাকী আল্লাহতায়ালার মর্জ্জি। অতএব আহলে হাদিসের প্রিয় গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠক পাঠিকাগণ অতঃপর ইহার গ্রাহক সংগ্রহ ও সাহায্য কল্পে বদ্ধপরিকর হইবেন বলিয়া আশা করি।

আহলে হাদিস সংক্রান্ত

নিয়মাবলী।

আহলে হাদিস প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধাদি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে হস্তগত না হইলে সে মাসের পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয় না। ধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদিই পত্রিকায় স্থান প্রাপ্ত হয়। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই। নিয়মিত লেখকবর্গকে পত্রিকার বর্ষ শেষে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর কবিতাবলী সাদরে গৃহীত হয়। মসলা মসায়েল সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর আহলে হাদিসে সকল সময়েই স্থান পাইয়া থাকে।

গ্রাহকগণের প্রতি।

নূতন গ্রাহকগণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। ভিঃ পিঃ গ্রহণান্তে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব বা ব্যাঘাৎ ঘটিলে, সেই পত্রিকার মোড়ক খানিসহ নিজ বক্তব্য জানাইবেন। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন, সেই মাস হইতেই তাঁহাকে একবৎসর পত্রিকা দেওয়া হইবে। পুরাতন পত্রিকার জন্য সংখ্যাপ্রতি।০ চারি আনা পাঠাইতে হয়।

পুরাতন গ্রাহকগণ আফিস সংক্রান্ত পত্রে গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না। ডাক পিওনের দোষে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব বা ব্যাঘাৎ ঘটিলে আমরা তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে বাধ্য। যিনি পত্রিকা লইতে অক্ষম হন, ভিঃ, পিঃ চিঠি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমাদিগকে ভিঃ পিঃ পাঠাইতে নিষেধ করেন। অনর্থক ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া কেহ যেন আহলে হাদিসের ক্ষতি চেষ্টা করিবেন না।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—ম্যানেজার।

নিবেদন।

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অতুলনীয় কৃপায় বিবিধ বাধা বিঘ্ন সত্বেও, আমরা "আহলে-হাদিস" লইয়া গ্রাহকগণের খেদমতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়েছি। যাঁহারা মূল্যদানে নিয়মিত গ্রাহক হইয়াছেন, পূর্ব্বের কোন সংখ্যা "আহলে-হাদিস" না পাইয়া থাকিলে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকগণ মনে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিবেন না।

যে যে মহাত্মা "আহলে-হাদিসে"র গ্রাহক হইয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা ইহার নিয়মিত গ্রাহক যোগাড় করিয়া ইহার প্রচারের ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী প্রকাশ করিবেন না। অধিকন্তু আমরা ইহাও আশা করি যে, প্রত্যেক ধর্ম্মশীল মুসলমান আঞ্জমনের কণ্ঠে আপনাপন শক্তি অনুসারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি।—

নিবেদক—মাওলানা মোহাম্মদ মুসা সাহেব, মাওলানা রহিম বখ্‌শ সাহেব, মাওলানা আবদুন্নুর সাহেব, মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেব, মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব, মৌলবী আব্বাস আলি সাহেব ও মৌলবী বাবর আলি সাহেব।

আঞ্জমনে আহলে-হাদিস।

১ নং মার্কুইস লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা, ১ নং মারকুইস লেন মির্জাপুর, মোহাম্মদী প্রেস হইতে
হাজী আবদুর রহিম সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিতীয় বর্ষ,] আষাঢ়, ১৩২৪। [দশম সংখ্যা।

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক পত্র।

সম্পাদকঃ—মোহাম্মাদ বাবর আলি।

মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায়—

"আঞ্জমনে আহলে-হাদিসে"র সেক্রেটারী

মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের

তত্ত্বাবধানে—

কলিকাতা, ১ নং মার্কুইস লেন, সিসবীগঞ্জ হইতে

হাজী আবদুর রহিম সাহেব কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২/০ আনা] [প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

দ্বিতীয় বর্ষ।	আষাঢ়, ১৩২৪।	দশম সংখ্যা

কোর্-আন।

বিভু-প্রেম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বপতি, সৌন্দর্য্যের আধার, গুণময় খোদাওন্দ আল্লাহ তায়ালার পবিত্র প্রেমামৃতের স্বর্গীয় আস্বাদ লাভের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে লালায়িত থাকাই মুমেনের কার্য্য; তাঁহার প্রেমসুধাপান-সুখে সুখী হইবার সৌভাগ্য যে লাভ করিয়াছে, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান ব্যক্তি আর কে আছে। প্রেম-

বিগলিত ব্যক্তি কি যেন এক অভিনব জগতে অভিনব প্রদেশে বিচরণ, অভিনব সৌন্দর্য্য দর্শন, অভিনব আস্বাদ গ্রহণ, অভিনব ও অনির্ব্বচনীয় সুখের সম্ভোগ করিতে থাকে। তাহার প্রেমের নিকট, জগতের সুখৈশ্বর্য্য এমন কি সমগ্র পৃথিবীর একাধিপত্যও তুচ্ছ। সে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও, ছেঁড়া ও মলিন বসন পরিয়াও, দিনান্তে একবার খাইয়াও, ধনমত্ত এবং পদগর্ব্বিতের নিকট হতাদর ও লাঞ্ছিত হইয়াও দুঃখিত হয় না, জগতের কোন শোক ও দুঃখ তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে অভিভূত করিতে পারে না, সে যেন শোক দুঃখের অতীত চিরসুখনিলয় স্বর্গরাজ্যের মানুষ হইয়া দাঁড়ায়।

কোর্-আন সুরা ইউনুস ;—

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

"জানিয়া লও নিশ্চয় আল্লার প্রেমিকগণ তাঁহাদের কোন ভয় নাই, তাঁহারা শোক প্রাপ্ত হন না, (তাঁহারা) সেই যাঁহারা ঈমান আনিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালার ভয় করিয়া (তাঁহার আদেশ নিষেধ মানিয়া) থাকেন, তাঁহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে সুসংবাদ, আল্লার কথা পরিবর্ত্তন হইবার নহে, ইহাই মহা সিদ্ধি লাভ।"

"ইহাই মহাসিদ্ধি লাভ" অর্থাৎ যে আল্লার প্রেমিক হইতে পারিয়াছে; প্রেমিকের যে গুণ থাকা চাই সে গুণে গুণী হইতে পারিয়াছে সেই সিদ্ধ-পুরুষ, সে অত্যুৎকৃষ্ট বাঞ্ছনীয় জিনিষ লাভ করিয়াছে।

কেবল ইচ্ছা করিলেই কাজ হয় না, বিনা উদ্যমে, বিনা যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমে কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না, বিভু-প্রেম লাভ করিবার অভিলাষী হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে কি আমরা তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারিব সমুদ্রের অতলতলে ডুব না দিলে কি শুক্তি-মুক্তা লাভ হয় ?

যত্ন করিয়া চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা তাঁহার প্রেমের কার্য্য করিয়া অন্তরে তাঁহার প্রেম জাগাইতে হইবে, তাঁহার প্রেম ও প্রীতির দিকে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার পরমবন্ধু হজরত মোহাম্মদের (সঃ) পশ্চাতে পশ্চাতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা যতই সেই প্রিয়বন্ধুর নিকটে যাইবার চেষ্টা করিব, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব, তিনি ততই আমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন, ততই তাঁহার ভালবাসা আমাদের অন্তরে জাগিবে, ততই তিনি আমাদের হৃদয়ের মণি হইয়া উঠিবেন।

মেস্কাত ১৯৬ পৃষ্ঠা ;—كتاب الدعوات في الذكر والتقرب اليه

আবুজর নামক হজরতের (সঃ) জনৈক সহচর হইতে বর্ণিত,—আল্লার রসুল (সঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি একটি পুণ্যের কার্য্য করে, আমি তাহাকে তাহার দশগুণ ও তদধিক পুণ্য দান করি, আর যে ব্যক্তি একটি পাপের কার্য্য করে, আমি তাহাকে কেবল সেই পাপের পরিমাণ প্রতিফল দান করি, অথবা তাহাকে ক্ষমা করি, যে আমার নিকটে আসিতে অর্দ্ধহাত অগ্রসর হয় আমি তাহার নিকটে যাইতে এক হাত অগ্রসর হই, যে আমার নিকট আসিতে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তাহার নিকট যাইতে বাহুভর (অর্থাৎ কাঁধের সোজাভাবে দুইহাত দুই দিকে লম্বা করিলে যত দূর হয় ততদূর) অগ্রসর হই, যে আমার নিকট চলিয়া আইসে, আমি তাহার নিকট দৌড়িয়া যাই, যে ব্যক্তি পৃথিবীভর অপরাধ লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে অথচ আমার সহিত কাহাকেও সরিক করে নাই, আমি তাহার সহিত পৃথিবী ভর ক্ষমা লইয়া সাক্ষাৎ করিব। মোছলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।"

আহা এমন প্রেমময় দয়াল বিভু আর কে আছে! আমরা চলিয়া তাঁহার নিকট যাইতে অগ্রসর হইলে, তিনি ছুটিয়া আমাদের নিকট আসিবেন, আহা প্রেমিক ও ভক্তের প্রতি গুণময়ের কি অপার করুণা! কি অমৃতময় আশ্বাসবাণি! হে প্রেমলিপ্সু প্রাণ! হে প্রেমাভিলাষী ব্যক্তি! আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া প্রেমের পথে অগ্রসর হও, ঐ দেখ বিভু তোমার সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য চাহিয়া আছেন, তোমার জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত, তিনি তোমার অগ্রসর হওয়ার অপেক্ষা করিতেছেন।

যে যাহাকে প্রেম করে, প্রাণের সহিত ভালবাসে, রাত্রদিন সেই বন্ধুর কথা তাহার প্রাণে জাগে, সেই বন্ধুই তাহার এক মাত্র ধ্যানজ্ঞান হইয়া পড়ে, সে সেই বন্ধু ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না, অন্য কাহারও ধ্যান করে না, বন্ধুর নামই তাহার জপমালা হইয়া থাকে; প্রেমিক কখনও বা প্রেমে গদ গদ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বন্ধুর নাম উচ্চারণ করে যদিও তাহার বন্ধু সেখানে না থাকে, যদিও তাহার বন্ধু তাহা কিছুমাত্র শুনিতে বা জানিতে না পারে, যেহেতু বন্ধুর স্মরণে ও তাঁহার নাম উচ্চা-রণেও সুখ।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রেমিক হইবে সেও অবশ্য তাঁহাকে স্মরণ করিবে, তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিবে আল্লাহ তায়ালার নাম সে রাতদিন জপ করিবে, তাঁহার গুণগান করিবে, যেহেতু প্রকৃত প্রেমিক আপন বন্ধুর স্মরণ, গুণকীর্ত্তন ও নামোচ্চারণ না করিয়া, প্রেমভরে তাঁহাকে না ডাকিয়া থাকিতে পারে না।

কোর্-আন্ ২য় পারা ;—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ -

"তোমরা আমায় স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তোমরা আমার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (অর্থাৎ উপকার স্মরণ করিয়া

ভক্তিভরে আমার গুণগান কর, আমার কথা মান), এবং আমার প্রতি কাফেরী—নেমক হারামী করিও না।”

মেস্কাত ঐ পৃষ্ঠা ;—আবু হোরায়রা (রাঃ) নামক হজরতের (সঃ) সহচর হইতে বর্ণিত ;—রসুল (সঃ) বলিয়াছেন,—“আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার সহিত বান্দা যে ধারণা রাখে, আমি তাহার সেই ধারণার নিকটে আছি, (যথা তাঁহাকে ক্ষমাশীল ধারণা করিয়া ক্ষমার আশা রাখিয়া কার্য্য করিলে তিনি ক্ষমা করিবেন) বান্দা যখন আমার জেকের অর্থাৎ স্মরণ করে, তখন আমি তাহারই সঙ্গে থাকি, যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি, যদি কোন সভায় আমার উল্লেখ করে, তবে আমিও তদপেক্ষা উত্তম সভায় তাহার উল্লেখ করিয়া থাকি। বোখারী ও মোসলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।”

কোর্-আন ২য় পারা ,—

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

“আমার বন্দাগণ যখন (হে মোহাম্মদ!) তোমাকে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে (বলিও) আমি নিকটেই আছি, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তাহার উত্তর দান করি (ডাক শুনি), অতএব তাহাদের কর্ত্তব্য যে, আমার আহ্বানের উত্তর দান করে (আমার কথা মানে), আমার উপর ঈমান আনয়ন করে, তাহা হইলে সে আধ্যাত্মিক মঙ্গললাভ করিবে।”

পরম বন্ধু আল্লাহ তায়ালা দূরে নাই তিনি তোমার সম্মুখেই আছেন, তুমি তাঁহার আহ্বান শুন, তাঁহার আদেশ মান, তাঁহাতে বিশ্বাস

স্থাপন কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল লাভ হইবে।

যে ব্যক্তি তাঁহাকে জেকের অর্থাৎ স্মরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই প্রকৃত জীবন লাভ করিয়াছে, যে তাহাতে বঞ্চিত, সে মৃত সে জীবন বিহীন।

মেস্কাত ঐ পৃষ্ঠা ;—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—আল্লার রসুল (সঃ) বলিয়াছেন,—

اَلَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ -

"যে ব্যক্তি আপন প্রভুর জেকের অর্থাৎ স্মরণ করে আর যে ব্যক্তি জেকের করে না, তাহাদের তুলনা যেমন একজন জীবিত আর একজন মৃত। বোখারী ও মোসলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।"

যদি প্রকৃত জীবন লাভ করিতে চাও, তবে তাঁহার প্রেমিক হইয়া তাঁহার জেকের, সোকর—স্মরণ ও ধ্যান কর।

মানুষ যাহার প্রেমপাশে বন্দী হয়, তাহার শত প্রহারেও সে কষ্ট অনুভব করে না বা অসন্তুষ্ট হয় না, বন্ধুর প্রদত্ত যাতনা সে বুক পাতিয়া সহ্য করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসিতে চায়, তাহাকেও খোদাতায়ালার প্রদত্ত বিপদাপদ বুক পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে, তাহাতে সে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইতে পারিবে না, যদি অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাহার প্রেমের দাবী ঠিক নহে। যদি তুমি তাঁহার প্রদত্ত বিপদে ধৈর্য্যবলম্বন কর, তবে স্বর্গ হইতে তোমার জন্য সুসংবাদ আসিবে, স্বর্গের শত আশীর্ব্বাদ ও করুণা তোমার জন্য নামিবে।

কোর-আন ২য় পারা ;—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ -
الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا
جِعُوْنَ - أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

"নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব—ভয় ও ক্ষুধা দিয়া এবং ধন, প্রাণ ও ফলের ক্ষতি দিয়া ; এবং সেই সহ্যকারীগণকে সুসংবাদ দাও যাহাদের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে বলে, আমরা আল্লারই এবং আমরা তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইব। সেই তাহাদেরই উপর তাহাদের প্রভু হইতে আশীর্ব্বাদসমূহ ও দয়া বর্ত্তায় এবং তাহারাই সুপথ প্রাপ্ত হয়।"

মানুষ যখন কাহারও প্রেমে একেবারে গলিয়া যায়, তখন সে আপনার স্বাধীনতা এমন কি নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকুও যেন হারাইয়া ফেলে বন্ধু তাহার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র মালিক হইয়া পড়ে, তাহার নিজের পৃথক কোন সন্তোষ অসন্তোষ ও অভিলাষ থাকে না, বন্ধুর সন্তোষে সে সন্তোষ, বন্ধুর অসন্তোষেই তাহার অসন্তোষ, বন্ধুর অভিলাষই তাহার অভিলাষ হইয়া দাঁড়ায়। বন্ধু যাহা শুনিতে চায়, দেখিতে চায়, বলিতে চায়, করিতে চায়, সে তাহাই দেখে, শুনে ও করে, তাহার হস্ত বন্ধুর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর, তাহার পদ বন্ধুর প্রিয়পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত, অন্যের প্রেম সম্বন্ধে যাহা, খোদার প্রেম সম্বন্ধেও তাহাই।

মেস্কাত,—كتاب الدعوات في الذكر والتقرب اليه মধ্যে ১৯৭ পৃষ্ঠায় হজরতের (সঃ) সহচর আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত; রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন যে ব্যক্তি আমার অলি অর্থাৎ প্রেমিক বন্ধুকে শত্রু ভাবে, আমি তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। আমি বান্দার উপর যে কার্য্য ফরজ করিয়াছি, তদপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় কোন কার্য্য করিয়া বান্দা আমার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করে নাই (অর্থাৎ ফরজ কাজ আদায় করিলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হই), বান্দা সদাসর্ব্বদা নফল অর্থাৎ ফরজের অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াও আমার নিকটবর্ত্তী হইতে চায়, এ পর্য্যন্ত যে আমি তাহাকে ভালবাসিতে থাকি, অনন্তর আমি যখন তাহাকে ভালবাসিতে থাকি, তখন সে যে কাণে শুনে আমি তাহার সেই কাণ হইয়া যাই, যে চক্ষে দেখে তাহার সেই চক্ষু হইয়া যাই, যে হাতে ধরে সেই হাত হইয়া যাই, যে পায়ে চলে সেই পা হইয়া যাই, সে আমার নিকট যদি কিছু দান প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে দান করি, কোন বিষয়ে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে আশ্রয় দান করি; মুমেনের প্রাণ (হরণ) বিষয়ে আমার যেরূপ দ্বিধা হয়, অন্য কোন বিষয়ে যাহা আমি করিব সেরূপ দ্বিধা করি না, মুমেন মৃত্যুকে ভালবাসে না, মুমেনের কষ্ট দেওয়াও আমার ভাল লাগে না অথচ মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য। বোখারী এই হাদিসকে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদিস হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, খোদাতায়ালার নৈকট্য قربت লাভ করিতে অর্থাৎ তাঁহার প্রিয় হইতে গেলে তিনি বান্দার উপর যে সকল কার্য্য ফরজ অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়াছেন, সেই গুলি অগ্রে সম্পন্ন করাই তাঁহার একান্ত প্রিয়, সুতরাং বান্দার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একান্ত কর্ত্তব্য যে ফরজ, তাহা আদায় করিবার পর, নফল অর্থাৎ তদতিরিক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ও খোদাতায়ালার প্রিয় হইবার জন্য তাঁহার সান্নিধ্য نزديكى লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এ হাদিস হইতে কেহ যেন ভ্রান্ত সুফী ও বিজাতিদের ন্যায় অন্তরে এ ধারণা পোষণ না করেন যে, আল্লাহ যখন প্রেমিক-অলীর হাত, পা হইয়া যান, তখন সেই বান্দা একেবারে খোদা হইয়া দাঁড়ান; খোদা তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করেন। হাদিসের মর্ম্ম কিছুতেই তাহা হইতে পারে না, হাদিসের শেষাংশে রহিয়াছে "আমার নিকটে যদি দান প্রার্থনা করে ত আমি তাহাকে দান করি, আশ্রয় প্রার্থনা করে ত আশ্রয় দিই।" যদি খোদার সহিত একেবারে মিশিয়া খোদা হইয়া গেল তবে এ দান ও আশ্রয় প্রার্থনা করে কে তাহা আবার দান করে বা কে?

এস্থলে খোদাতায়ালা প্রেমিকের প্রেমের অন্তিম উৎকর্ষে তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ হইবার অর্থ এই যে,—তৎকালে খোদাতায়ালাই তাহার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র বাদশাহ হন, প্রেমিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেবল খোদাতায়ালার মনোনীত ও প্রিয় কার্য্যের জন্য ধাবিত হয়, তাহার দর্শন, শ্রবণ, গমন ও হস্তপ্রসারণ সবই আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে, প্রেমিক যাহা করে, তাহাতেই পরমবন্ধু খোদাতায়ালাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

খোদাতায়ালার প্রেমিক হইতে গেলে যে সংসার ছাড়িয়া ফকীর, সন্ন্যাসী হইতে হইবে, মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে ছাড়িয়া কেবল দেশে দেশে বা বনে জঙ্গলে বেড়াইতে হইবে তাহা নহে, ইহা খোদাতায়ালার অভিপ্রেতও নহে, খোদার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারই প্রেমের অনুরোধে তাঁহার সৃষ্ট জীব মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র, পরিবার আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে দয়া ও পালন করিতে হইবে, বিশেষতঃ সেই অদ্বিতীয় প্রকৃত বন্ধুই আমাদিগকে দয়া করিয়া ঐ সমস্ত জিনিষ দান করিয়াছেন, ওগুলি তাঁহার দয়া ও প্রেমের পৃথক পৃথক মূর্ত্তি, ওগুলি তাঁহারই জিনিষ, ওগুলিকে অনাদর করিলে তাঁহাকে অনাদর করা হইবে, বস্তুতঃ পিতামাতার সেবা না করিয়া, স্ত্রীপুত্র পরিবারকে অনাথ করিয়া, পাগলের ন্যায় বেড়াইয়া বেড়ান প্রকৃত প্রেমিকের কার্য্য নহে, এসলাম এরূপ

কার্য্য করিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছে। হাঁ তবে স্ত্রীপুত্র পরিবারকে লইয়া খোদাকে ভুলিয়া যাওয়ার নামই সংসারাসক্তি; ইহাই নিষিদ্ধ।
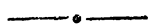
এসলাম জগতের গৌরব-রত্ন হাদিস-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় মহা-পণ্ডিত

জনাব এমাম বোখারী (রঃ)।

বর্ত্তমান সময়ে, এসলামের বিধিব্যবস্থা গুলি, জ্ঞান ও যুক্তিতর্কের অনুযায়ী করিয়া দেখান একটি অত্যুৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অনেকেই এখন এই দিকে মনোযোগী। সুধিবর এবনে তায়মিয়া ও পণ্ডিতপ্রবর এবনে হাজম এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। আজকাল মুসলমান পত্রিকাসমূহ এ বিষয়ের ত কণ্ট্রাক্ট অর্থাৎ ফুরাইয়া লইয়াছেন, আরও ইহাই এল্‌মে কালামের সার। অন্যান্য ধর্ম্মের উপর এসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব এই যে, এসলামের আইন কানুনসমূহ জ্ঞানের বিপরীত নহে। এমাম বোখারীর (রঃ) মনেও এই বিষয় বহুদিন পূর্ব্বে উদয় হইয়াছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানে যাহা বুঝা যায়, এমন অনেক কথা তিনি কোরাণ ও হাদিস হইতে বাহির করিয়া, ছহি বোখারীতে লিখিয়াছেন!

ইতিহাস লেখকগণ এমাম বোখারী সাহেবের অন্যান্য প্রশংসার কথা উল্লেখ করিবার সময় বিশেষ ভাবে তাঁহার স্মৃতিশক্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তির ঘটনা সমূহ হাদিস বিশারদ পণ্ডিতগণের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ।

এমাম সাহেব যখন অল্পবয়স্ক ছিলেন, তখন তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহার স্মৃতিশক্তি দেখিয়া বলিতেন, এ বড় উপযুক্ত বালক। আহমদ বেনে হাফাছ একদিন এমাম সাহেবকে দেখিয়া বলেন, "ইনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

হইবেন।" এমাম তেরমেজি (রঃ) বলেন, এমাম বোখারী (রঃ) সাহেব একদিন আবদুল্লা বেনে মনিরের নিকটে বসিয়াছিলেন, যখন এমাম সাহেব উঠিতে লাগিলেন, তখন আবদুল্লা বেনে মনির তাঁহাকে বলিলেন, "হে আবু আব্দোল্লা (বোখারী) ! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এই ওম্মতের অলঙ্কার করিবেন।" এমাম তেরমজী (রঃ) বলেন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দোওয়া কবুল কয়িয়া লইয়াছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা এমাম বোখারী (রঃ)কে এই ওম্মতের গৌরবের জিনিষ করিয়াছেন।

হামেদ বেনে এসমাইল বলেন, এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) আমাদের সহিত বোখারায় হাদিস অধ্যাপকগণের পঠনাগারে থাকিতেন, কিন্তু হাদিসে লিখিবার সহিত তাঁহার সংস্রব থাকিত না। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে আমরা বুঝাইতে লাগিলাম, আপনি অনর্থক নিজের সময় নষ্ট করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে এইরূপে বিরক্ত করিয়া তুলিলে, একদিন তিনি বলিলেন, তোমরা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলে, ভালই তোমরা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছ উপস্থিত কর, সকলেই আপন আপন লিপিখণ্ড বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন, যখন সকলের পড়া শেষ হইল, এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) এই সকল লিপিখণ্ড-লিখিত হাদিস গুলি অনর্গল মুখস্থ পড়িয়া গেলেন, তাহাছাড়া আরও পনের হাজার হাদিস পাঠ করিলেন, এমন কি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইতে আমাদের লেখার অনেক ভুল আমরা সংশোধন করিয়া লইলাম।

আজহার সজেস্তানী বলেন, আমরা এমাম ছোলায়মান বেনে হরবের নিকট হাদিস শিক্ষা করিতাম, এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) ও আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি হাদিস লিখিতেন না, কেবল শুনিয়া লইতেন। কেহ প্রশ্ন করিল ইনি লিখেন না কেন? অনুসন্ধানে জানা গেল যখন তিনি বোখারায় গমন করেন, তখন এস্থলের অর্থাৎ মক্কার হাদিস গুলি লিখিয়া লন, পড়িবার সময় ইহাঁর লিখিবার রীতি নাই।

ছোলায়মান বেনে হারাব আপন সময়ের উচ্চশ্রেণীর হাফেজে-হাদিস এবং মক্কার কাজী (বিচারপতি) ছিলেন। সোয়বা এবং জরির প্রভৃতি এমাম তাঁহার শিক্ষক ছিলেন, আরও এহিয়া কাত্তান, মোহাম্মদ বেনে জাফর প্রভৃতি হাদিস বিচারক এমামগণ তাঁহার পুরাতন শিষ্য। তিনি হস্তে কেতাব না লইয়া দশ হাজার হাদিস বর্ণনা করিতেন। আবু হাতেম বলেন, একবার বাগদাদে তাঁহাকে দেখিলাম হাদিস শিক্ষা দিতেছেন, চল্লিশ হাজার লোক তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষার জন্য উপস্থিত। তিনি এত বড় এমাম এবং এমাম বোখারী (রঃ) সাহেবের শিক্ষক হইয়াও এমাম বোখারী (রঃ) সাহেবকে বলিতেন,—بين لنا اغلاط شعبة "হাদিস বর্ণনা-কারী সোয়বার ভ্রম আমাকে বলিয়া দাও।"

এক ব্যক্তি, হাফেজ আবুল আব্বাস নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের হাদিস বিশারদ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমাম আবু জরয়া ও এমাম বোখারী (রঃ) এই দুই ব্যক্তির মধ্যে হাদিসের হাফেজ বড় কে? উত্তর দিলেন, এমাম বোখারীর (রঃ) সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই। আবুল আব্বাস বলেন, অতঃপর দৈবাৎ এমাম বোখারীর (রঃ) সহিত পথিমধ্যে আমার সাক্ষাৎ লাভ হইল ; আমি যথায় যাইতে ছিলাম তাহা ছাড়িয়া এমাম বোখারীর (রঃ) সঙ্গে সঙ্গে এক মঞ্জেল পর্য্যন্ত গমন করিলাম। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম যে, এমন একটি হাদিস তাঁহাকে শুনাইব যাহা তিনি জানেন না, আমি হার মানিলাম, কিছুতেই এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিলাম না, কিন্তু আবু জরয়ার সম্মুখে আমি তাঁহার মাথার যত চুল তত পরিমাণ এমন হাদিস এক এক করিয়া গণিয়া দিতে পারি, যাহা তিনি জানেন না।

অথচ এই এমাম আবু জরয়া একজন উচ্চশ্রেণীর এমাম এবং তের-মজী, নাসায়ী ও এবনে মাজার শিক্ষক এবং বোখারী সাহেবের (রঃ) সম-য়ের লোক ছিলেন।

বহুগ্রন্থে এমাম বোখারী সাহেবের (রঃ) স্মৃতিশক্তি-পরীক্ষার একটি আশ্চর্য্য ঘটনা লিখিত হইয়াছে।

এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) বিখ্যাত হইবার পর একবার আব্বাসীয় খলিফাগণের রাজধানী, সমগ্র বিদ্যার কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরীতে উপস্থিত হইলে তত্রত্য হাদিস বিশারদ পণ্ডিতগণ একযোগে এমাম বোখারী সাহেবের (রঃ) স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। একশতটি হাদিস লইয়া এরূপে উল্টাপাল্টা ও গোলমাল করিয়া দিলেন যে, এক হাদিসের সনদ লইয়া অন্য হাদিসের মতনে সংযোগ করিলেন, এইরূপ উল্টাপাল্টা হাদিস এক এক জনকে দশটি করিয়া দশ জনকে দিলেন। সাধারণ সভায় পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট হইল, সহরের সমগ্র পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর লোক উপস্থিত হইলেন। প্রথম এক ব্যক্তি এক এক করিয়া আপনার সেই উল্টাপাল্টা দশ হাদিস পাঠ করিল এবং প্রত্যেক হাদিসের শেষে এমাম বোখারী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এ হাদিস জানেন? এমাম সাহেব প্রত্যেকবার এই বলিতে লাগিলেন যে, "না আমি জানি না" ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া দশজন, দশ দশ করিয়া শত হাদিস পড়িয়া শেষ করিল, এমাম সাহেবের ঐ এক কথা—"না আমি জানি না।" সাধারণ লোকে মনে করিল এমাম বোখারী (রঃ) হারিয়াছেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু আলেমগণ বোখারী সাহেবের (রঃ) ঐ কথাতেই বুঝিতে ছিলেন যে, তিনি ইহা বুঝিয়া ফেলিয়াছেন।

এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) অবিলম্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম ব্যক্তির প্রথম হাদিস আগাগোড়া ঠিক যেমন শুনিয়া ছিলেন সেইরূপ পড়িয়া বলিলেন, তোমার এ হাদিসের এ সনদ ভুল; ইহার ছহি সনদ এই, এইরূপে এক দুই করিয়া পর পর ক্রমান্বয়ে দশজনের সমগ্র হাদিস পড়িয়া ভুল ধরিয়া ছহি সনদ ঠিক করিয়া দিলেন। এমাম সাহেব উল্টাপাল্টা করা শত হাদিস একবার মাত্র শুনিয়া পর পর যেরূপ ভাবে শুনিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন এবং প্রত্যেক হাদিসের ভুল ধরিয়া ছহি

বাছিয়া দিলেন। মেস্কাতের টীকাকার মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন, সকলে ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেম এবং তাঁহাকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া মান্য করিলেন।

এইরূপ এমাম বোখারী সাহেব, সমরকন্দে উপস্থিত হইলে তত্রত্য হাদিসজ্ঞ পণ্ডিতগণ নয় দিন পর্য্যন্ত সভা করতঃ কৌশলে এমাম বোখারী সাহেব (রঃ)কে হারাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, সামবাসীদের হাদিস এরাকবাসীদের সনদে, এরাকবাসীদের হাদিস সামবাসীদের সনদে, হেজাজের মতন ঈমন বাসীদের সনদে মিলাইয়া এইরূপে গোলমাল করিয়া এমাম বেখারীর (রঃ) নিকট উপস্থিত করিলেন, কিন্তু এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) সমস্ত ভুল ধরিয়া দিলেন, হাদিসের মতন ও সনদে কুত্রাপি কোন ভ্রম করিলেন না, অবশেষে সমরকন্দ বাসিগণ হার মানিলেন এবং অবনত মস্তকে তাঁহার আসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণদর্শিতার কথা মানিয়া লইলেন। মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখিয়াছেন "তথাপি সমরকন্দ বাসিগণ মতন ও সনদ কোন বিষয়ে তাঁহাকে ঠকাইয়া জয়লাভ করিতে পারিলেন না।

এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) নিজেই বলিয়াছেন যে, আমি একবার হজরত আনছ ছাহাবীর শিষ্যগণের গণনা করিলাম ত ক্ষণকালের মধ্যে একে একে তাঁহার তিনশত শিষ্য আমার মনে পড়িল।

ওররাক বলেন, একদিন রাত্রে এমাম বোখারী সাহেব গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন ত দুই লক্ষ হাদিস গণিলেন—যাহা তিনি আপনার প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন। আরও বলিলেন, আমাকে যদি কেহ বলে ত এখনই বসিয়া কেবল এক নামাজের বিষয়ে আমি দশ হাজার হাদিস বর্ণনা করিতে পারি।

ওররাক বলেন, এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) যখন 'কেতাবল হেবাহ' كتاب الهبة পুস্তক লিখেন তখন তাহাতে পাঁচশত হাদিস বর্ণনা করেন, অথচ এমাম অকি সাহেবের লিখিত 'কেতাবোল হেবা' পুস্তকে কেবল দুই তিনটি

মসনদ হাদিস আছে এমাম আবদুল্লা বেনে মোবারকের 'কেতাবোল হেবা' গ্রন্থে কেবল পাঁচ বা ছয়টি হাদিস আছে।

আবুবকর কলুজানি বলেন আমি এমাম বোখারীর মত লোক দেখি নাই, তিনি কোন কেতাব তুলিয়া একবার দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। (مقدمه فتح الباري و الفوائد الدراري)

অবরোধ-প্রথা (পর্দ্দা)

"আল্-এস্লাম" প্রতিবাদ।

কোর্-আন, সুরা আহজাব ২২ পারা ;—

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا - وَمَنْ يَّقْنُتْ
مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا - يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ
مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ
فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا - وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

"হে পয়গম্বর-রমণীগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্পষ্ট নির্লজ্জতার কার্য্য করিবে, তাহার জন্য দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং ইহা আল্লার পক্ষে সহজ। এবং তোমাদের মধ্যে যে, আল্লা ও তদীয় রসুলের (সঃ) আদেশ পালন (তাবেদারী) করিবে ও সুকার্য্য করিবে আমি তাহাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিব এবং তাহার জন্য (বেহেস্তে) উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (দ্বিগুণ শাস্তি ও দ্বিগুণ পুরস্কার পাইবার হেতু এই যে) তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় নহ, তোমরা যদি শুদ্ধাচার (পরহেজগার) হও তবে (ভিন্ন পুরুষের সহিত) নরমভাবে কথা কহিও না (যদি কও) তবে যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, তাহারা লোভ করিবে এবং তোমরা সরলভাবে কথা বল। আরও তোমরা আপন আপন গৃহের মধ্যে স্থির থাক, প্রথম মূর্খতার যুগের মত সাজ সাজিও না—সেরূপ বেপর্দ্দা বাহির হইও না।"

ঐ সুরা ঐ পারা :—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ

ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ط

"আর যখন তোমরা পয়গম্বর রমণীগণের নিকট কোন দ্রব্য চাও, তখন পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতে চাও, ইহা তোমাদের অন্তর ও তাহাদের অন্তরের জন্য পবিত্রকারী।

সাধারণ মোসলেম রমণীগণের কথা দূরে থাকুক পয়গম্বরের-রমণীগণের বিষয়ে এই সুরাতেই আল্লাতায়ালা বলিয়াছেন,— وازواجه امهاتهم আর পয়গম্বরের পত্নীগণ মুমেনগণের জননী, অর্থাৎ জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে বিবাহ করা ওম্মতের পক্ষে হারাম। তাঁহাদিগকেও গৃহের অভ্যন্তরে এবং পর্দ্দার আড়ালে থাকিবার জন্য আদেশ হইয়াছে।

এমন কি অন্য লোকের সহিত বিনয় ও নম্রভাবে নরমের সহিত কথা বলিতেও নিষেধ করা হইয়াছে, কেননা যাহার দেলে পাপ আছে, নারীর বিনয়বাক্যে কোমল ও মধুর বচনে তাহার পাপ-প্রলোভন বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। আরও মুমেনগণকে বলা হইয়াছে, উক্ত মাতৃস্বরূপিনী রমণীগণের নিকট জিনিষ চাহিতে গেলে পর্দ্দার পশ্চাতে থাকিয়া চাহিবে, ইহা তোমাদের ও তাঁহাদের অন্তরের পবিত্রতা খুব রক্ষা করিবে।

অতএব পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতির অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সাধারণ মোসলেম রমণীগণকে যে পর্দ্দার অন্তরালে গৃহের অভ্যন্তরে থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহারা যে কোমলকণ্ঠে কথা বলিতে গেলে পাপমতির পাপ-প্রলোভন যারপর নাই বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহাদিগকেও পয়গম্বর-পত্নীগণের ন্যায় অন্য পুরুষের সহিত কর্কশভাবে কথা কহিতে হইবে।

এসলাম প্রচারের পূর্ব্বে আরবের রমণীগণ বেপর্দ্দা হইয়া বাহিরে বেড়াইয়া বেড়াইত, লোকদিগকে নিজেদের সাজসজ্জা ও রূপ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিত না। আল্লাহ তায়ালা সেই ঘৃণিত প্রথাকে রহিত করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন;—"আরও তোমরা আপন আপন গৃহের মধ্যে থাক, প্রথম মূর্খতার যুগের মত সাজ সাজিও না সেরূপ বেপর্দ্দা বাহির হইও না।"

মেস্কাত,—كتاب النكاح في النظر الى المخطوبة ২৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত;—হজরত পয়গম্বর সাহেবের (সঃ) দুই পত্নী মুমেন জননী ওম্মে ছালমা ও মায়মুনা রসুলুল্লার (সঃ) নিকটে ছিলেন, এমন সময়ে এবনে ওম্মে মক্তুম নামক হজরতের (সঃ) জনৈক অন্ধ সাহাবী আসিয়া হজরতের (সঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন, অতঃপর রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে ঐ ব্যক্তি হইতে পর্দ্দার আড়ালে যাও, ওম্মে ছালমা বলিলেন ও অন্ধ নহে কি? ও ত আমাদিগকে দেখিতে পায় না, হজরত (সঃ) বলিলেন, তোমরা উভয়ে কি অন্ধ? তোমরা উভয়ে কি

উহাকে দেখিতে পাও না ? আহমদ তেরমজী এবং আবুদাউদ এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।" এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে, স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা অর্থাৎ স্ত্রীলোকগণকে বাটীর মধ্যে বাস করাই এসলাম তথা কোরাণ হাদিসের অনুমোদিত প্রথা, উহা আধুনিক মোল্লা মৌলবীগণের কল্পিত কোন নূতন প্রথা নহে।

পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয় জাতির মধ্যে পরস্পরে এমন এক স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তি আছে যে, পরস্পার দর্শন স্পর্শনে তদ্দ্বারা উভয়েই উভয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় ; সেই জন্য এসলাম, অন্য পুরুষ ও স্ত্রী, কি অন্তপুরে আর কি বাহিরে নির্জ্জনে পরস্পর মেশামেশি দূরে থাকুক, স্বেচ্ছায় দেখাদেখিও নিষেধ করিয়াছে।

কোর্-আন সুরা নুর ;—قل للمومنين يغضوا من ابصارهم الخ "তুমি মুসলমানগণকে বল, তাহারা আপন আঁখি বন্ধ করিয়া লউক (যাহা দেখা নিষেধ তাহা না দেখুক) এবং আপন লজ্জার অঙ্গকে রক্ষা করুক, ইহাই তাহাদের জন্য খুব বিশুদ্ধতা, তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহা অবগত আছেন। মুসলমান স্ত্রীলোকগণকে বল,—তাহারাও আপন আঁখি বন্ধ করিয়া লউক এবং আপন লজ্জার অঙ্গকে রক্ষা করুক।"

সুতরাং ইচ্ছা করিয়া পুরুষকে অপর স্ত্রীলোকের ও স্ত্রীলোককে অপর পুরুষের (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাহা দেখিলে মনে কামভাবের উদয় হইতে পারে, উহা) দেখা একেবারে হারাম ; বিশেষতঃ মুখই মানুষের সকল সৌন্দর্য্যের আধার। মুখ দেখিয়াই মানুষ, একজন অন্যের প্রতি আসক্ত হয়, সুতরাং ইচ্ছা করিয়া মুখ দেখাও নিষেধ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মুখই অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও কোমল।

এই জন্য স্ত্রীলোককে আবশ্যক স্থলে বাহির হইতে গেলে মুখে ঘোমটা দিয়া বাহির হইতে কোরাণে আদেশ হইয়াছে। আরও আপন লজ্জার অঙ্গকে রক্ষা অর্থাৎ জেনা ও ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিতে হইলে অগ্রে দর্শন বন্ধ করিতে হয়, কারণ দর্শন হইতেই স্পর্শনের ও আলিঙ্গনের

অনুরাগ জন্মে, সেই জন্যই তাহার আসল মূল—দর্শনকে বন্ধ করিয়াছে, স্ত্রীলোকের জন্য অবরোধ প্রথার—পর্দ্দার আড়ালে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

আল্-এস্লাম ১০ সংখ্যা ৬৫৯ পৃষ্ঠায় সেরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ কবি এসমাইল সাহেব অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে লিখিতেছেন,—"ব্যভিচার জিনিষটাই অবরোধের নিভৃত কক্ষেই হইয়া থাকে। প্রান্তরে, উদ্যানে, মসজেদে, ঈদগাহে, ধর্ম্মসভায়, প্রকাশ্যে বা জনসমাজের চোখের সম্মুখে কখনও এই মহাপাপের অনুষ্ঠান হয় না। ইহার অনুষ্ঠান অনেক সময়ই ঘোমটার ভিতরে এবং অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে।"

আমরা বলি—"মসজেদ, ঈদগাহ ও ধর্ম্মসভায় ব্যভিচার মহাপাপের অনুষ্ঠান হয় না" একথা সত্য, এমন কি তথায় পাপদৃষ্টিরও সুযোগ হয় না, কিন্তু নির্জ্জন প্রান্তরে ও উদ্যানের লতাকুঞ্জে এবং গাছপালার আড়ালে ঐ পাপানুষ্ঠানের সুযোগ খুবই ঘটিয়া থাকে, কলিকাতা ঈডনগার্ডেনে যে সকল মহিলা হওয়া খাইয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ান, উদ্যানের গাছপালার আড়ালে তাহাদের পাপাভিনয়ের বীভৎস দৃশ্য সময় সময় উদ্যান-পর্য্যাটকগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। যাহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই, তাহারা অবৈধ উপায়ে সুযোগমত যত্র তত্র পাপাভিলাষ পূর্ণ করিবার সুযোগ পায়, কাজেই তাহাদের মধ্যে বাজারে কুলটা বোধ হয় তত দেখা যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাদের মধ্যে কুলটার সংখ্যা বেশী নয় একথা কবি সাহেবকে কে বলিল?

স্ত্রীলোকের পর্দ্দা লইয়া এত টানাটানি কেন? পর্দ্দা তুলিয়া উদাস গরুর মত যত্র তত্র অবলা জাতিকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা যে, ঈমানের একটি শ্রেষ্ঠ শাখা লজ্জাসরমকে হারাইয়া ফেলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নব্য শিক্ষিত যুবকগণ হাত বগলে পুরিয়া রাস্তা ও ঘাট মাঠে বেড়াইতে চান, এমন কি স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সহিত মেশামেশি করিতেও রাজী, স্ত্রীকে ইচ্ছামত যেখানে

সেখানে যাইবার ও হাটে মাঠে, হাওয়া খাইয়া বেড়াইবার জন্যও রাজী তাঁহাদের নিকট ইহারই নাম উদারতা, ইহাই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা। এসলাম উদারতা ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু ওরূপ বীভৎস উদারতা ও স্বাধীনতাকে এসলাম ঘোর নির্লজ্জতা বলিয়া নিন্দা করে— এসলাম কখনই উহার সমর্থন করে না। সম্ভবতঃ কবি সিরাজী সাহেব স্ত্রীজাতির ওরূপ স্বাধীনতা দিতে নারাজ।

কবি সিরাজী সাহেব বলেন,—"এসলাম, স্ত্রীলোকদিগের অবরোধের বিরোধী এবং স্বাধীনতার পক্ষপাতী।" আমরা বলি, এসলাম স্বাধীনতার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু অবরোধের বিরোধী নহে। হাঁ তবে একান্ত আবশ্যক স্থলেও স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দার সহিত আদৌ বাহিরে যাইতে পারিবে না, এসলাম এরূপ অবরোধের বিরোধী বটে, কিন্তু এরূপ অবরোধ, অভিজ্ঞ মুসলমানদিগের কেহই স্বীকার করেন না।

আবশ্যক স্থলে চাদর গায়ে দিয়া বাহিরে যাওয়া, নামাজের জন্য মসজেদ ও ঈদগাহে যাওয়া, আহত সৈনিকদিগের সেবাশুশ্রূষা করা, হজরত আয়েশার (রাঃ) যুদ্ধে বহির্গত হওয়া, ছাহাবিয়া স্ত্রীলোকগণ হাদিস রেওয়ায়েত করা, এ সমস্ত বিষয়ে কবি সিরাজী সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু উহা অবরোধ প্রথার বিপক্ষে দলিল নহে, বরং তাহার অনেক কথাই অবরোধ-প্রথার স্বপক্ষের স্পষ্ট দলিল।

আবু দাউদ কেতাবোছছালাত ৮৪ পৃঃ ;—

لا تمنعو انسا ئكم المسا جد و بيو تهن خير لهن

"তোমরা স্ত্রীলোকগণকে মসজেদে যাইতে নিষেধ করিও না, বরং তাহাদের গৃহই তাহাদের পক্ষে উত্তম।"

আবু দাউদ ঐ পৃষ্ঠা ;—

لصلوة المرءة في بيتها افضل من صلو تها في حجر
تها و صلو تها في مخدعها افضل من صلو تها في بيتها

"স্ত্রীলোকের নামাজ আপন বাটীর ভিতর উঠানে পড়া অপেক্ষা তাহার নিজের ঘরের ভিতর পড়াই উত্তম, আরও সেই ঘরের ভিতর পড়া অপেক্ষা, সেই ঘরের মধ্যে তাহার নিজের যে কুঠরি আছে তাহার মধ্যে পড়াই উত্তম।"

দেখুন মসজেদ খোদার ঘর এবং তাঁহার উপাসনা গৃহ হইলেও স্ত্রীলোকগণকে আপন গৃহে এমন কি কুঠরির মধ্যে নামাজ পড়াই উত্তম, ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, স্ত্রীলোকগণকে একান্ত আবশ্যক ব্যতীত গৃহের বাহির হওয়া নিষিদ্ধ, তাহাদের জন্য অবরোধ-প্রথাই বিহিত।

আবু দাউদ ৮৪ পৃষ্ঠা ;—

لا تمنعوا اماء الله المساجد ولكن ليخرجن وهن تفلات

রসুল (সঃ) বলিয়াছেন, অল্লার বাঁদীগণকে মসজেদে যাইতে নিষেধ করিও না তবে তাহারা মলিনভাবে মলিন বেশে বাহির হউক, তাহারা সুগন্ধদ্রব্য মাখিয়া যেন বাহির না হয়।

ফতহোলবারি দ্বিতীয় জেলেদ ২৩৭ পৃঃ ;—

وفي بعض الرواية وليخرجن تفلات...اى غير مطيبات ويقال امرأة تفلة اذا كانت متغيرة الريح ويلحق بالطيب ما في معناه لان سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال

সার মর্ম্ম "খোসবু মাখিয়া সুন্দর কাপড় পরিয়া, (পায়ে বালা ইত্যাদি) যে গহনা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পরিয়া উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সাজিয়া স্ত্রীলোককে ঘরের বাহির হওয়া নিষিদ্ধ এবং বাহির হইয়া পুরুষদের

সহিত মেলামেশাও নিষিদ্ধ। নিতান্ত আবশ্যক স্থলে এমন কি নামাজের জন্য মসজেদ যাইতে হইলেও ঘোমটায় মুখ ঢাঁকিয়া চাদরে সমগ্র দেহ ঢাঁকিয়া, সুগন্ধ বিহীন, মলিন বেশ লইয়া যাইতে হইবে, এরূপে গেলেও পুরুষদের সহিত মেশামিশি করিতে পারিবে না।" আধুনিক সভ্যতায় অন্ধ নির্লজ্জ গুলার মত বিবিকে সাজাইয়া গুজাইয়া বাহিরে ছাড়িয়া দিতে পবিত্র এসলাম আদৌ সমর্থন করে না।

আরও স্ত্রীলোককে আবশ্যক স্থলে বাহিরে যাইতে হইলে, এমন কি মসজেদে নামাজ পড়িতে গেলেও স্বামীর নিকট অনুমতী লইয়া তবে যাইতে হইবে। বোখারী কেতাবোচ্ছালাত—

باب استيذان المرأة زوجها با الخروج الي المسجد

মেস্কাত কেতাবোচ্ছালাত মধ্যে ঈদের নামাজের বর্ণনা ১২৬ পৃষ্ঠা;—ওম্মে আতিয়্যা বলিতেছেন, আমাদিগকে আদেশ হইয়াছিল যে, উভয় ঈদে ঋতুবতী রমণী ও পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকগণকে বাহির করি, তাহারা মুসলমানের দলে ও দোওয়ায় উপস্থিত থাকিবে তবে ঋতুবতীগণ নামাজের স্থান হইতে দূরে থাকিবে। ওম্মে আতিয়্যা বলেন, আমাদের মধ্য হইতে জনৈকা রমণী বলিল হে আল্লার রসুল! যদি আমাদের একজনার চাদর না থাকে, (তবে সে কিরূপে বাহির হইবে) বলিলেন, তাহার সঙ্গিনী তাহাকে আপন চাদরের মধ্যে লইবে। বোখারী ও মোসলেম।"

এই হাদিস যেমন একদিকে স্ত্রীলোকগণকে ঈদের দিনে বাহির হইবার আদেশ করিতেছে সেইরূপ স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথার অর্থাৎ পর্দ্দার বাটীর মধ্যে থাকারও সমর্থন করিতেছে, যেহেতু অবরোধ-প্রথা না থাকিলে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিল?

বোখারীর এক রেওয়ায়েতে আছে,—حتي تخرج البكر من خدرها "কুমারীগণকেও তাহাদের পর্দ্দার আড়াল হইতে বাহিরে আনিবার হুকুক হইয়াছিল; আর এক রেওয়েতে আছে:—

ان نخرج العواتق ذوات الخدور

"পর্দ্দানশীন নবযুবতীগণকেও বাহির করিবার হুকুম হইয়াছিল।"

প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী ও নবযুবতীগণ যদি পর্দ্দার ভিতরে না থাকিত তবে তাহাদিগকে পর্দ্দার বাহির করিবার অর্থ কি?

ফৎহোলবারি ২য় খণ্ড ৩২০ পৃঃ,—

وفيه ان من شان العواتق والمخدرات عدم البروز الي فيما اذن لهن فيه

এই হাদিস অনুসারে নবযুবতী ও পর্দ্দনশীন রমণীগণকে বাহির হওয়া নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইতেছে, হাঁ ঈদ প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ে অনুমতি আছে, সেজন্য বাহির হইতে পারে!"

বলা বাহুল্য বয়স্কা কুমারী, যুবতী ও সুন্দরী রমণীকে সাধারণ কার্য্যে পরদার বাহির হওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ, বৃদ্ধ স্ত্রীলোকগণ যাইলে দোষ নাই। তবে স্ত্রীলোককে জেহাদের জন্য সমুদ্রপথে গমন, যুদ্ধে পানি সরবরাহ, আহত ও পীড়িতের শুশ্রূষা করা, রণভূমি হইতে আহত ও নিহত ব্যক্তিকে উঠাইয়া আনা সবই সিদ্ধ, (বোখারী বাবোল জেহাদ)।

বোখারা কেতাবোল ঈদায়েন,—باب اذا لم يكن جلباب في العيد মধ্যে আছে;—

فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبي صلي الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة فكانت اختها معه في ست غزوات قالت فكنا نقوم علي المرضي ونداوي الكلمي

"একজন স্ত্রীলোক বলিলেন আমার ভগ্নিপতি ১২ বারটি যুদ্ধে হজরতের (সঃ) সহিত ছিলেন, আমার ভগ্নী ৬ ছয়টি যুদ্ধে তাহার সহিত ছিল। স্ত্রীলোকটি বলিলেন, আমরা পীড়িতের সেবা ও আহত লোকের ঔষধ প্রদান করিতাম।"

ফতহোলবারি ২য় জেলেদ ৩২০ পৃঃ ;—

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الاجانب اذا كانت باحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة الا ان احتيج اليها عند امن الفتنة

"এই হাদিস অনুসারে স্ত্রীলোক পরপুরুষের ঔষধ তাহার নিকটে উপস্থিত করিয়া দিতে পারে, স্পর্শ না করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারে, তবে সে জন্য স্পর্শ করিবার একান্ত আবশ্যক হইলে স্পর্শ করা যায়, আশঙ্কা যদি না থাকে তবেই, নচেৎ নহে।"

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الخروج الا مضطرة يعني ليس لها خادم الا في العيدين الاضحى والفطر—مجمع الزوائد صفحه ٢٢١ رواه الطبراني في الكبير

"রসুল (সঃ) বলিয়াছেন, নিতান্ত নিরুপায় না হইলে স্ত্রীলোক বাহিরে যাইতে পারে না, অর্থাৎ তাহার যদি কার্য্য করিবার কোন খাদেম না থাকে, তবেই আবশ্যক হেতু বাহিরে যাইবে, কিন্তু যাহার খাদিম আছে সে যাইতে পারিবে না, হাঁ তবে দুই ঈদে স্ত্রীলোক মাত্রেই বাহির হইবে। তব্‌রানি এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।"

মেস্কাত,—كتاب النكاح ২৬৯ পৃঃ ;—স্ত্রীলোক মাত্রই আওরত অর্থাৎ পর্দ্দার ভিতর রাখিবার জিনিষ ; স্ত্রীলোক যখন ঘরের বাহির হয়, তখন শয়তান তাহার দিকে ঝাঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখে, তেরমজী এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

বোখারী কেতাবোন্নেকাহ,—باب خروج النساء لحوائجهن স্ত্রীলোককে আপন আবশ্যক নির্ব্বাহের জন্য বাহির হওয়ার বাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

হজরত আয়েশা (রাঃ) পয়গম্বর সাহেবের (সঃ) অন্য পত্নী সওদার সহিত একরাত্রে বাহির হইলে, হজরত ওমার (রাঃ) দেখিয়া চিনিয়া বলিলেন, সওদাহ! তুমি আমার নিকট লুকাইয়া থাকিতে পার না, (আমি তোমাকে চিনিয়া লই) আয়েশা বলেন, আমি ফিরিয়া হজরতের (সঃ) নিকট বলিলাম, তিনি আমার বাটীতে রাত্রে খানা খাইতে ছিলেন, তাঁহার হস্তে অস্থিময় মাংসখণ্ড ছিল, আমি তাঁহাকে উক্ত ঘটনার কথা বলিলাম, তাঁহার উপর অহি নাজেল হইতে লাগিল, পরে তিনি বলিলেন,— قد اذن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن "তোমাদিগকে আল্লাহ অনুমতি দিয়াছেন যে, তোমরা আপন আপন আবশ্যক নির্ব্বাহের জন্য বাহিরে যাইবে।"

"এই স্থানের ব্যাখ্যায় ফতহোলবারিতে আছে যে, হজরতের (সঃ) জীবিতকালে ও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিবিগণ হজ্জ ও তওয়াফ করিতে, মসজেদে নামাজ পড়িতে বাহির হইতেন।"

বোখারী, সফরের জন্য কছর নামাজের বর্ণনায় যে হাদিস আনিয়াছেন, তাহার সহিত মোসলেম ও আবুদাউদের হাদিস মিলাইয়া এই অর্থ হয় যে, স্ত্রীলোককে একদিনরাতের পথে যাইতে হইলে, আপন স্বামী বা পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয় (যাহাদের সহিত নেকা হারাম) সঙ্গে লইয়া যাইবে, নচেৎ যাওয়া দোরস্ত নহে।" ফতহোলবারি ২য় খণ্ড ৩৮৪ পৃঃ।

ফলকথা স্ত্রীলোকেরা আবশ্যক স্থলে চাদর গায়ে দিয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বাহিরে যাইতে পারে। নচেৎ তাহাদের জন্য অবরোধ-প্রথার অর্থাৎ পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া শিক্ষায় বঞ্চিত থাকিবার কোন কারণ নাই, তাহারা মোক্তব ও বিদ্যালয়ে যাইতে পারে। তবে বয়োবৃদ্ধির সহিত বয়সের তারতম্য অনুসারে পর্দ্দার সহিত বাহির হইতে হইবে।"

সুরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ সিদ্ধ নহে।

আমাদের হানিফী ভ্রাতৃগণ বলিয়া থাকেন, নামাজ মধ্যে মোক্তাদীগণ সুরা ফাতেহা পাঠ করিলে, তাহাদের সেই নামাজ খোদার নিকট কবুল হইবে না। সুরা ফাতেহা পাঠ করিলে পরকালে খোদার আদেশে ফাতেহা সুরা পাঠকারী মোক্তাদীর মুখে অগ্নিশিখা প্রবেশ করান যাইবে, এবং সত্যান্বেষী আহলে হাদিসগণ বলিয়া থাকেন, একেলা হউক, কিম্বা মোক্তাদি অবস্থায় হউক, যে কোন অবস্থায় নামাজে সুরা ফাতেহা পাঠ পরিত্যাগ করিলে, তাহার নামাজ খোদার নিকট গ্রহনীয় নহে। এই উভয় সূত্র উত্থাপন করতঃ সূক্ষ্মভাবে তৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, বেনামাজী নাম ধারণ অপেক্ষা মুখে অগ্নিশিখা ধারণকারী নামাজী হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু বেনামাজীবৃন্দ এসলাম ধর্ম্মের বহির্ভূত এবং খোদার প্রবলতম শত্রু। পরকালে খোদার আদেশে বেনামাজী চিরকাল দোজখানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকিবে। সত্যই কি মোক্তাদিবৃন্দ সুরা ফাতেহাযোগে নামাজ পাঠ করিলে তাহাদের মুখে অগ্নিশিখা ধারণ করিতে হইবে? বাস্তবিক কি ফাতেহা সুরা সংযোগে নামাজ পাঠকারী মোক্তাদী, ন্যায় বিচারক খোদাতায়ালার কোপাদেশে ঈদৃশ ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে? না, কখনই না। এমত অসঙ্গত শাস্তির বিষয় উল্লেখ করা দূরের কথা, কল্পনায় ধারণা করিতেও পারা যায় না। আমরা সহি মরফু হাদিস হইতে প্রমাণ করতঃ শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দকে দেখাইতে চেষ্টা করিবে যে, সুরা ফাতেহা সংযোগে নামাজ পাঠ না করিলে কাহারও নামাজ সিদ্ধ হইবে না। পরম কারুণিক আল্লাহ তায়ালা সততই সত্যের সাহায্যকারী।

১। সাহাবী মহাত্মা ওবায়দা বিন ছামেতের উক্তি,—প্রেরিত পুরুষ (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা সংযোগে নামাজ পাঠ আবস্ত না

করে, তাহার নামাজ খোদার নিকট গ্রহণ যোগ্য নহে।

(বোখারী ও মোসলেম)

২। সাহাবী ওবায়দা বেনে ছামেত হইতে বর্ণিত,—তিনি বলিতেছেন একদা আমরা প্রেরিত পুরুষ পয়গম্বর (সঃ) সাহেবের পশ্চাতে ফজরের নামাজ পাঠ করিতেছিলাম, প্রেরিত পুরুষ (সঃ) কোরাণ শরিফের কিয়দংশ পাঠ করিতে সাতিশয় কষ্টানুভব করিলেন। নামাজ পাঠ সাঙ্গ হইলে, রসুলুল্লাহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বোধহয় নামাজ পাঠকালে তোমরা আমার পশ্চাতে পাঠ করিতেছিলে? আমরা বলিলাম, হাঁ রসুলুল্লা নিশ্চয় আমরা পাঠ করিতেছিলাম। আমাদিগকে রসুলুল্লাহ আদেশ প্রদান করিলেন, হে মোক্তাদিবৃন্দ! তোমরা এমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা ব্যতীত অন্য কিছুই পাঠ করিও না। নিশ্চয় (জ্ঞাত থাক) যে নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহা পাঠ না করে, তাহার নামাজ হইবে না। (আবুদাউদ, তৃমিজি ও নাসাই)

৩। সাহাবী মহাত্মা আবুহোরায়রার উক্তি,—পয়গম্বর সাহেব আদেশ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নামাজ পাঠ করিল, অথচ নামাজে সুরা ফাতেহা পাঠে বিরত রহিল, তাহার নামাজ অসম্পূর্ণ! অসম্পূর্ণ!! অসম্পূর্ণ!!! (মোসলেম, তৃমিজি, নাসাই, বোখারী ও জুজুল্ কেরাত)

৪। মহাত্মা সাহাবী আবুহোরায়রা হইতে বর্ণিত,—প্রেরিত পুরুষ পয়গম্বর (সঃ) সাহেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ পাঠ সাঙ্গ করিল, তাহার নামাজ বিনষ্ট! বিনষ্ট!! বিনষ্ট!!!

(মোসলেম)

৫। মহাত্মা ওমর বেনে ছোহয়ামের উক্তি;—সাহাবী আবদুল্লা বেনে মোগাফ্‌ফাল বলিয়াছেন,—নামাজি জোহর ও আছর নামাজদ্বয় পাঠাবস্থায় ১ম দুই রেকাতের প্রত্যেক রেকাতে সুরা ফাতেহা ও তৎসহ অন্য একটি সুরা পাঠ করিবে এবং শেষ রেকাতদ্বয়ের প্রত্যেক রেকাতে কেবলমাত্র সুরা ফাতেহা পাঠ করিবে। (এমাম বয়হকি—কেতাবুল কেরাত)

৬। মহাত্মা এমরান বেনে হোসাইনের উক্তি,—তিনি বলিতেছেন, "সেই পর্য্যন্ত মুসলমানের নামাজ পবিত্র নহে, যে পর্য্যন্ত নামাজী স্বীয় নামাজ মধ্যে অজু, রুকু, সেজদা আদায় না করিবে এবং সুরা ফাতেহা পাঠ না করিবে", সেই নামাজী একাকী অবস্থায় হউক, অথবা মোক্তাদি অবস্থায় হউক। নিশ্চয় অপবিত্র নামাজ পরকালের সম্বল নহে।

৭। সাহাবী মহাত্মা আবুদদ্দা বলিয়াছেন,—একাকী অবস্থায় হও, অথবা মোক্তাদি অবস্থায় হও, কখনও নামাজ পাঠ মধ্যে সুরা ফাতেহা পাঠ পরিত্যাগ করিও না।

মহোদয়গণ! মোক্তাদির সুরা ফাতেহা পাঠ করা সম্বন্ধীয় প্রাগুক্ত প্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য যথেষ্ট প্রমাণ ও মরফু হাদিস বিদ্যমান। পুণ্যাত্মা মোসলেমাচার্য্যহজরত ওমর, ওসমান, আলি, আব্বাছ, মাআজ (রাঃ) প্রভৃতি মরফু হাদিস অন্বেষণকারী মনিষীবৃন্দও এমামের পশ্চাদ্বর্ত্তী মোক্তাদিকে সুরা ফাতেহা পাঠ করা সম্বন্ধীয় বহুবিধ হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, এবং মোক্তাদিকে সুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজেব বলিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ পরিত্যাগ করা হইল।

এই উত্তমাদেশ এমাম শাফেয়ীর ও এমাম আওজায়ীর। তৎপর পৃথিবীস্থ হানিফী ভ্রাতৃবৃন্দ যে মহাপুরুষকে জগতের পীররূপে মান্য করিয়া থাকেন, সেই খোদার প্রিয়ভক্ত শ্রেষ্ঠ দাস মহাত্মা হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) সাহেব 'গনিয়াতুত্তালেবিন' নামীয় স্বীয় আরবী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন;—

অর্থাৎ ১৫টী কার্য্য নামাজ পাঠের অঙ্গীভূত। অর্থাৎ যে ১৫টি কার্য্য দ্বারা আরম্ভ না করিলে নামাজ সিদ্ধ হইবে না, তন্মধ্যে সুস্থাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পাঠ করা, আল্লাহোআকবর শব্দে নামাজে এহরাম বন্ধন করা, এবং সুরা ফাতেহা সংযোগে নামাজ পাঠকরা ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সুরা ফাতেহা পাঠ পরিত্যাগ করিলে কি এমাম কি মোক্তাদি কাহারও নামাজ খোদার নিকট

গৃহীত হইবে না। প্রিয় পাঠক! আহলে হাদিসগণ যে সমস্ত অকাট্য প্রমাণ দ্বারা মোক্তাদিকে সুরা ফাতেহা পাঠ করিতে সদযুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। উপরে তাহার কতিপয় প্রমাণ প্রদত্ত হইল। এক্ষণে হানিফী মোজহাবধারীবৃন্দ, যে যে প্রমাণের উপর (অজ্ঞাত বশতঃ) নির্ভর করিয়া মোক্তাদিকে সুরা ফাতেহা পাঠ করিতে নিষেধ করেন, ইন্‌শাল্ল তাহার কতিপয় মসলা আগামীতে উদ্ধৃত করিয়া তৎসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অসত্য বিনাশ পূর্ব্বক সত্যকে বঙ্গীয় মুসলমান সম্মুখে সংস্থাপিত করিব।

(ক্রমশঃ)

খাদেমুল আহলে হাদিস—

মোহাম্মাদ আবদুর রজ্জাক সওদাগর।

জামালগঞ্জ, বগুড়া।

তারাবির তাহকিক।

প্রিয় পাঠক! পবিত্র রমজান উপস্থিত। আসুন আজ আমরা তারাবীর তাহকিকে প্রবৃত্ত হই। ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) ও তদীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ সাহাবাগণ কত রেকাত তারাবিহ পড়িয়াছেন, রমজান মাসে আমাদিগকে কত রেকাত পড়িতে আদেশ করিয়াছেন, আসুন আমরা তৎ তাহকিকে আত্মনিয়োগ করি। হাদিস-বিশারদ মহাত্মাগণের গ্রন্থাবলী হইতে তারাবিহ সংক্রান্ত সহি সনদযুক্ত হাদিসগুলির অন্বেষণ করিয়া দেখি—আমাদিগকে কত রেকাত তারাবিহ পড়িতে হইবে! সহি হাদিসগুলি আমাদিগকে প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিত আভাষে যে কয় রেকাত তারাবিহ পাঠের শিক্ষা দিবে আমরা সেই কয় রেকাতই পড়িব।

মিসরের ছাপা সহি বোখারী শরিফের ১ম খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং দিল্লীর ছাপা সহি মোসলেম শরিফের ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠায় তারাবীহ সংক্রান্ত অত্র সহি হাদিসটী পরিদৃশ্য হয়,—

عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهٗ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهٖ عَلٰي اِحْدٰي عَشْرَةَ رَكْعَةً اَلْحَدِيْث -

অর্থ—"আবু সাল্‌মাহ বেনে আবদুররহমান হইতে বর্ণিত,—তিনি হজরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমজান শরিফে হজরত রসুলুল্লার (সঃ) নামাজ কিরূপ ছিল ?" উত্তরে হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন,—তিনি রমজানে ও অন্য সময়ে এগার রেকাতের বেশী পড়িতেন না।"

পাঠক! আবু ছালমার প্রশ্নে জননী আয়েশা (রাঃ) যে উত্তর দিয়াছেন, তদ্দারা এগার রেকাত তারাবিই সহি সাব্যস্ত হইতেছে। হজরত কি রমজান কি গায়ের রমজান সকল সময়েই এগার রেকাত পড়িতেন; তাঁহার সেই নামাজ, রমজানে তারাবিহ এবং গায়ের রমজানে তাহাজ্জদ্ বলিয়া কথিত।

দিল্লীর ছাপা মোয়াত্তা এমাম মালেকের ৪০ পৃষ্ঠায় তারাবিহ সংক্রান্ত অত্র সহি হাদিসটি উক্ত হইয়াছে,—

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهٗ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا نِ الدَّارِيَّ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ

بِإِحْدٰي عَشْرَةَ رَكْعَةً اَلْحَدِيْثَ -

মহাত্মা সায়েব হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন,—"ওবাই এবনে কাআব এবং তামিম দারীর প্রতি হজরত ওমর (রাঃ) আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন সকলকে এগার রেকাত (তারাবিহ) পড়ান।"

পাঠক ! ইত্যাগ্রে আবু ছাল্‌মার বর্ণিত হাদিসে জননী আয়েশার (রাঃ) উক্তিতে স্বয়ং রসুলুল্লার (সঃ) এগার রেকাত তারাবিহ পাঠের কথা শুনিয়াছেন। এক্ষণ সেই মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মাদ (সঃ) এর অন্যতম (পার্শ্বচর) খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) স্বয়ং এগার রেকাত তারাবিহ পড়া ও সকলকে পড়াইতে এমাম দ্বয়কে আদেশ দেওয়ার সহি প্রমাণ উপরুক্ত মহাত্মা ছায়েবের বর্ণিত হাদিস হইতে গ্রহণ করুন ! এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—ছায়েবের হাদিসে স্বয়ং হজরত ওমরের (রাঃ) এগার রেকাত তারাবিহ পড়ার ত কোন উল্লেখ নাই, বরং হজরত ওমর (রাঃ), ওবাই এবনে কাআব ও তমিম দ্বারী (এমামদ্বয়)কে আদেশ করিয়াছিলেন, তোমরা সকলকে এগার রেকাত তারাবির নামাজ পড়াইও। পাঠক ! অত্র প্রশ্নের দ্বারা আমরা কি সন্দিহান হইব যে, হজরত ওরম (রাঃ) হয়ত এগার রেকাত পড়িতেন না ? না, কখনই না। তিনি যদি এগার রেকাত তারাবিহ পড়া সহি না জানিতেন এবং স্বয়ং না পড়িতেন, তবে কখনই এমামদ্বয়কে তদ্রূপ আদেশ করিতেন না। আমাদের হানিফী ভ্রাতৃগণ কোন্ সহি দলিল অনুসারে যে কুড়ি রেকাত তারাবিহ-প্রথা-প্রচলন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। কুড়ি রেকাত তারাবিহ পড়িবার কোন সহি সনদযুক্ত হাদিস নাই, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

মোহাম্মাদ মুছা।

জাগাও আমায় স্বামি !

বিশ্ব-জগত পূজিছে তোমায়,
ঘুমায়ে শুধু আমি !
জাগাও আমায় স্বামি !

(২)

ঘুমায়ে ঘুমায়ে কাটিল বেলা,
হ'লনাত নাথ আমার খেলা,
কি মুখ লইয়ে দাঁড়াব সামনে,
ভাবি দিবস যামি।
জাগাও আমায় স্বামি !

(৩)

খেলার সঙ্গী আছিল যারা,
খেলিয়া চলিয়া যেতেছে তারা,
বিভোর নিদ্রায় একাকী পড়িয়া
রব কি শুধু আমি,
জাগাও আমায় স্বামি !

(৪)

পূজিতে ভজিতে সেবিতে তোমায়,
দয়া ক'রে নাথ,—জাগাও আমায়,
আর—খেলিতে তোমায় প্রেমের খেলা ;
—তাহারি আমি কামী।
জাগাও আমায় স্বামি !

মোহাম্মাদ সাদরুল ওলা !

মসায়েলে ঈদল ফেতর।

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر و يوم الاضحي

এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন,—"নবি করিম (সঃ) ঈদোল ফেতেরের ও ঈদোজ্জোহার দিনে গোসল করিতেন।" অত্র হাদিস দ্বারা উভয় ঈদের দিনে ঈদের নামাজের পূর্ব্বে গোসল করা সোন্নত সাব্যস্ত হইতেছে।

عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلي ركعتين لم يصل قبلها ولا بعد ها و معه بلال

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,—"নবি করিম (সঃ) ঈদের দিবস বাহির হইয়া (ঈদগাহে যাইয়া) দুই রেকাত নামাজ পড়িলেন; উহার অগ্রে ও পরে কোন নামাজ পড়েন নাই। তাঁহার সহিত হজরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন। অত্র হাদিস দ্বারা উভয় ঈদের নামাজের পূর্ব্বে বা পরে সোন্নত কি নফল কোন নামাজ নাই সাব্যস্ত হইতেছে।

عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى العيد ما شيا و يرجع ما شيا

হজরত এবনে ওমর হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন,—"নবি করিম (সঃ) ঈদগাহে পদব্রজে গমন করিতেন এবং পদব্রজে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন।" অত্র হাদিস দ্বারা হাঁটিয়া ঈদগাহে যাওয়া ও প্রত্যাবর্ত্তন করা সোন্নত সাব্যস্ত হইতেছে।

عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير اذان ولا اقامة

ভাবার্থ—হজরত জাবের বেনে ছাম্‌রাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন,—"আমি নবি করিমের (সঃ) সহিত উভয় ঈদের নামাজ বহুবার পড়িয়াছি। কিন্তু আজান ও তকবিরের সহিত কখনও পড়ি নাই।" ঈদের নামাজের পূর্ব্বে আজান বা তকবির নাই, তাহা অত্র হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে।

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعد هما كلتيهما

ওমর বেনে সোওয়ায়েব হইতে বর্ণিত, তিনি নিজের পিতা হইতে তিনি উহার পিতামহ (দাদা) হইতে, তিনি বলিয়াছেন,—আল্লার নবি (হজরত মোহাম্মদ (সঃ)) বলিয়াছেন,—ঈদোল ফেতেরে সাত তক্‌বির প্রথম রেকাতে কেরাতের পূর্ব্বে, ও পাঁচ তকবির দ্বিতীয় রেকাতে কেরাতের আগে।"

عن عبيد الله بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر

ওমর খাত্তাব, আবু অকেদ লায়ছিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রসুলুল্লাহ (সঃ) ঈদোজ্জোহা ও ঈদোলফেতেরের নামাজে কোন সুরা পাঠ করিতেন ?

(উত্তরে) তিনি বলিলেন,—১ম রেকাতে সুরা 'কাফ' ও ২য় রেকাতে সুরা 'কামার'। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে,—হজরত ১ম রেকাতে 'ছাব্বেহেছমা' ও ২য় রেকাতে 'হাল্আতাকা' সুরা পাঠ করিতেন।

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر

হজরত ওমর হইতে বর্ণিত,—রসুলুল্লাহ (সঃ) ঈদের দিনে এক রাস্তা দিয়া যাইতেন এবং দ্বিতীয় রাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।"

عن انس (ر) قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتي ياكل تمرات روه البخاري

হজরত আনেছ হইতে বর্ণিত,—রসুলুল্লাহ (সঃ) ঈদোলফেতরের দিনে (ঈদগাহে) খোরমা না খাইয়া যাইতেন না। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, তিনি বিজোড় খোরমা খাইতেন।

ছাদকা ফেতরের বিবরণ।

عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكوة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين الخ

হজরত এবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত,—তিনি বলিয়াছেন,—রোজাদারগণকে বেহুদা এবং ফাহেশ কথা হইতে পাক করিবার ও মিছকিনদিগকে আহার দিবার জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ) ছাদ্কা ফেতর ফরজ করিয়াছেন। (হাদিসের শেষ পর্য্যন্ত) অত্র হাদিস দ্বারা ছাদ্কায়ে ফেতর, রোজাদারের বেহুদা ও ফাহেশ কথার কাফ্ফারা সাব্যস্ত হইতেছে।

عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكوة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير

علي العبد والحر والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامربها ان نودي قبل خروج الناس الى الصلوة

মহাত্মা এবনে ওমর হইতে বর্ণিত,—রসুলুল্লা (সঃ), এক 'ছা' পরিমাণ খেজুর অথবা যব প্রত্যেক মোসলমান আজাদের, গোলামের, পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের ছেলের ও বয়প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য "ছাদকায়ে ফেতর" করজ করিয়াছেন এবং ঈদের নামাজে লোক সকলের বহির্গত হওয়ার পূর্ব্বে ছাদ্‌কা ফেতর আদায় দিতে আদেশ করিয়াছেন। অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, ফেতরা ঈদের নামাজের এক বা দুই দিবস পূর্ব্বেও আদায় দেওয়া যাইতে পারে। ('ছা' প্রচলিত ৮০ সিক্কা সেরের পৌনে তিন সেরের যৎ সামান্য কম) ঈদের নামাজান্তে যাঁহারা ফেতরা দেন, তাঁহাদের ফেতরা আদায়ই হয় না।

শওয়ালের ছয় রোজার ফজিলত।

عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم

হজরত আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবি করিম (সঃ) ফরমাইয়াছেন,—"যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখিল এবং (তৎপরবর্ত্তী) শওয়ালের ছয় রোজা রাখিল, সেই ব্যক্তি যেন এক বৎসর রোজা রাখিল।" ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এরূপ নেকীর কার্য্য হইতে বিরত থাকা কখনই উচিত নহে।

হাফেজ মোহাম্মদ ইছা।
হাল সাং বড়ুয়া মাদ্রাসা, হুগলি।

আবার।

একে একে বারটী মাস অতিক্রম করিয়া ঐ দেখ ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রিয়তম ঈদ আবার আসিতেছে। অগণিত পুণ্য-সুশোভিত পুণ্যময় ঈদ, সহস্র পুণ্যের ডালি বক্ষে ধরিয়া দেখ দেখ, কেমন মৃদুমান্দ্য-গতিতে আসিতেছে! এসলাম-জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে মহা সম্মিলনীর ঘোষণা পত্র বিতরণ করিতে করিতে আজ রমজান-অল্‌-মোবারক তোমার সম্মুখে উপস্থিত, দেখ ভ্রাতৃগণ, সেই আড়ম্বরপূর্ণ পুণ্যময় ঈদ, রমজান দূতের পশ্চাৎ পশ্চাতেই আসিতেছে! ঈদ আসিতেছে, ভ্রাতৃগণ—তৎপর হও! আমাদের পাপ-পঙ্কিল-প্রলেপিত হৃদয়খানিকে এসলামের পূতধারায় বিধৌত করিতে করুণাময় খোদাওয়া-ন্দের অনন্ত আশীর্ব্বাদসহ ঈদ আসিতেছে। অনুপম স্বর্গীয় আনন্দরাশি সঙ্গে করিয়া প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমাদের হৃদি-ক্ষেত্রে সেই মহা-নন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতে ঈদ আসিতেছে। প্রস্তুত হও ভ্রাতৃগণ, সেই জগদ্ব্যাপী আলোড়ন বিলোড়নের দিন আবার আসিতেছে, এসলামের ভক্ত অনুরক্ত মুসলমান আমরা—আমাদের বার্ষিক সম্মিলন তথা মহা-সম্মিলনের দিন আসিতেছে। এ মহামিলনক্ষেত্রে আমাদের সর্ব্বসাধা-রণকেই যোগ দিতে হইবে। ভ্রাতৃগণ, আমরা যদি মুসলমান হই, পবিত্র কোরাণের প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস এবং সনাতন এসলামের প্রতি যদি আমাদের আস্থা থাকে, তবে এ মহামিলনক্ষেত্রে আমাদিগকে একত্রি-ভূত হইতেই হইবে। এ শুভ সম্মিলনে যোগ না দিয়া আমরা থাকিতেই পারি না। ঈদ আসিতেছে ভ্রাতৃগণ, মহাপুণ্যের দিন আসিতেছে। এ দিনের দান, খয়রাত, আমাদিগকে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী করিবে, আমাদের হৃদয়ের সহস্র পাপ দূরীভূত করিবে। অতএব আমাদের ভরা একটী মাসের রোজা, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নভাবে বিভু সকাশে গৃহীত হয়,

ভ্রাতৃগণ! তজ্জন্য আমাদিগকে সাদকায়ে ফেতরার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। অন্যথায় আমাদিগে বিফল মনোরথ হইতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ, এই পবিত্র ঈদ উপলক্ষে, আসুন আমরা আমাদের একমাত্র দিনি আঞ্জমন, "আঞ্জমনে আহলে হাদিস"কে জাকাত, ফেতরা, ওসর, মুষ্টি ইত্যাদি সর্ব্ববিধ বায়তোলমাল হইতে সাহায্য প্রদান করি। শত বাহাছ সহস্র দিনি কেতাব রচনার কাজ, যে আঞ্জমন দ্বারা সমাধা হইবে, আসুন আমরা সেই "আঞ্জমনে আহলে হাদিস"কে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি,—নিশ্চয়ই আল্লাপাক আমাদিগকে আজ্‌রে আজীম দান করিবেন।

বিপক্ষ, বিধর্ম্মীর দংশনকারী বিষদন্তগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করণ উদ্দেশ্যে যে "আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালা" বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছে, আসুন,—বঙ্গীয় আহলে হাদিস ধনকুবেরভ্রাতৃগণ, আমরা একবার সমষ্টি-ভাবে তাহার দিকে চলিয়া পড়ি! তাহার স্থিতি স্থায়ীত্বের জন্য কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করি। সুবিশাল বঙ্গে আমাদের এতগুলি জমাত বিদ্যমান থাকিতে, আমাদের একমাত্র পত্রিকা একমাত্র আঞ্জমন যদি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে না পারিল, তবে আমাদের এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান কোথায়? দয়াময় খোদা! আঞ্জমনে আহলে হাদিস যদি তোমার প্রকৃত তত্ত্ববাহক হয়, আহলে হাদিস পত্রিকা সত্য সত্যই যদি তোমার অনুরক্ত হয়, তবে তুমিই তাহাদের সহায় সম্বল হইও। আমিন! আমিন!! আমিন!!!

মোহাম্মাদ মুছা।

ঈমান

"ঈমান" শব্দটির অর্থ কি? বিশ্বপাতা করুণাময় খোদাতায়ালা ও তাঁহার অকৃত্রিম-সুহৃদ হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফার (দঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মুখে তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করাকে "ঈমান" বলে।

বেইমান অর্থাৎ বিশ্বাসশূন্য দেহ জগতের অনর্থক ভার ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, তাহাদিগকে নাস্তিক বলে। খোদাতায়ালা নাস্তিকদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তাহাদেয় গোনাহ কখনই মার্জ্জনা করিবেন না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই এই কলেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

তাহা এই। "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদর রাসুলুল্লাহ" এখন দেখা যাউক ইহার অর্থ কি? "খোদাতায়ালা ব্যতীত উপাস্য নাই, হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত!"

করুণা পারাবার অশেষ গুণসিন্ধু হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) নবুওত পাইয়া দিগ্বিদিক্ এই মহানীতির প্রচার করিলেন। মক্কার অধিবাসীগণ যখন পৌত্তলিকতা অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন ছিল, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তখন জ্ঞান-জ্যোতিঃ-প্রভাবে ইসলামের এই মূল মন্ত্র সাহায্যে সমস্ত আরববাসীকে ইসলামের শান্তিনিকেতনে আনয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্বাসেরই শান্তিময় ক্রোড়ে শয়নকরা সকলেরই কর্ত্তব্য।

২। যাহার হৃদয়ে বিশ্বাস নাই, তাহার ধর্ম্মও নাই, যাহার ধর্ম্ম নাই তাহার ভক্তি নাই। সে পাষণ্ডের জীবন যাপন যে অনর্থক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে খোদাকে ভয় করে না, সে জগতে সকলকেই তৃণবৎ জ্ঞান করে; অক্লেশে পশুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। সে জগতে কাহারও নিকট ভাল হইতে পারে না; কেননা সে সর্ব্বদা তাহার দুশ্চরিত্রতার তীব্র তাড়নায় উদ্বেলিত হইয়া সর্ব্বদা অসৎপথে ধাবমান হয়।

তাই বলিতেছি অসাধু ব্যক্তির জীবনে নিরন্তর অশান্তি। যে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সে ভাবিতেছে, কবে ধরা পড়িবে, কবে তাহাকে জেলে যাইতে হইবে, কবে তাহার কপাল ভাঙ্গিবে, এইরূপে তার সাধের চুরি, দুঃখের ছুরি হইয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে থাকে। আবার পানাসক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সাংসারিক সুখ কাহাকে বলে, সে তাহার লেশ মাত্রও বুঝিতে পারে না। স্নেহের পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, পিতা, মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহবাসে যে বিশুদ্ধ আনন্দ, তাহা তাহার কপালে জুটে না। আত্মীয় স্বজনের সহিত দুইদণ্ড সদালাপের সুযোগ তাহার ঘটিয়া উঠে না। সকলেই যখন তাহার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতে থাকে, তখন সে আপনাকে সংসংসর্গের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া সুরাপায়ী দলে যোগ দেয়। যেরূপ কোন মলভাণ্ডবিহারী মক্ষিকা কোন মিষ্টান্ন-পাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না; মল-গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সে ক্ষণকাল পরে আবার মলভাণ্ডবাহীর সহিত শুভাগমন করে, উহাদের অবস্থাও তদ্রূপ।

ফলতঃ কোন প্রকার পাপাচারণে প্রকৃত সুখ নাই। উন্মেষে যদিও বা বিন্দুমাত্র সুখ থাকে, তাহা পরিশেষে পরিতাপে, অনুতাপে শুকাইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মনীতি যাহাতে দূষিত হয়, পাপপ্রবৃত্তি যাহাতে স্ফূর্ত্তি পায় পাপাচারে যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে—তাদৃশ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত।

৩। প্রকৃত খোদা প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শক্তি অতি প্রবল। খোদা প্রতি ভক্তি থাকিলে কোনও শত্রু আমাদের অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে ঈমান আছে, যেখানে ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মই লোকের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। টাকাকড়ি ধনজন ঘর বাড়ী কিছুই আমাদের সঙ্গে যাইবে না। যদি তোমার ঘনতিমিরাচ্ছন্ন কবরকে স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত করিতে চাও, তবে ঐ পরম কারুণিক বিশ্বপতি খোদাতায়ালার পবিত্র কোরাণ ও তৎপ্রেরিত পয়গম্বর হজরত

মোহাম্মদের (দঃ) প্রচলিত বিধিব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও ; নতুবা পরিত্রাণ নাই।

খোদাতায়ালার সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেম ও খোদাতায়ালার প্রতি অনুরাগ, এই দুইটিই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। যাহাতে এই দুইটী গুণের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তজ্জন্য সবিশেষ যত্ন করা উচিত। মুখে শুধু খোদাকে বিশ্বাস করি বলিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। খোদাতায়ালার প্রদর্শিত সোজা পথে চলিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে হইবে।

৪। খোদা প্রতি ভক্তি মানব প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তি। ভক্তি মনুষ্যের হৃদয়কন্দর হইতে অস্ফুট মধুর প্রার্থনার শব্দে নিঃসৃত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, এবং আপনার পথে—প্রীতি, দয়া, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি বিবিধ পবিত্রভাবের সুখ-মিলনে শক্তি ও বিস্তার লাভ করিয়া সেই জগৎপাতা করুণা নিদানের অনন্ত-প্রেমসাগরে ঢলিয়া পড়ে। জগতে তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা আজীবন খোদার অনন্ত প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত। কিন্তু ভাই মোসলেম! এই অমূল্য বস্তু খোদাতায়ালার সকল জীবের হৃদয়ে পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিজ্ঞ মনিষীগণের মত এই যে, মনুষ্যই ভক্তিমান্ জীব। মনুষ্য ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়নিহিত ভক্তির স্ফুরণে আপনার সৃষ্টিকর্ত্তার অনুসন্ধানে একটু একটু আকুলতা অনুভব করে, এবং ক্রমে ক্রমে "বিশ্বাস" আসিয়া তাহার সেই ভক্তির মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। (ক্রমশঃ)

আবদুল করিম, মুকন্দপুর।

পুথি-সাহিত্য।

বিগত ১৩২১ সাল হইতে, আমি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের পুথি-সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি, এবং প্রায় সাড়ে আট সহস্র পুথির মধ্যে আট শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। সংগৃহীত পুথি সমূহের মধ্যে মুনশী মোহাম্মাদ ইয়াকুব আলী মরহুম বিরচিত "জঙ্গনামা" পুথি খানিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।

বর্ত্তমান সময়, কলিকাতায় পুথি-সাহিত্যের বাজারে যে সকল মুদ্রিত "জঙ্গনামা" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত মুনশী সাহেব মরহুমের আদি-জঙ্গনামার অনেক প্রভেদ। "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়া, আসল-জঙ্গনামার সহিত, আধুনিক 'জঙ্গনামার' ভাষা ও ভাবের অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতীত আসল 'জঙ্গনামার' 'সায়েরের পরিচয়' পরিচ্ছেদটী, আধুনিক 'জঙ্গনামায়' নাই।

আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সম্প্রতি তুলট কাগজে লিখিত এক-খানি 'আসল-জঙ্গনামার' উদ্ধার সাধন করিয়াছি। পুস্তকখানি অতি জীর্ণ দশায় প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু উহা মুনশী সাহেব মরহুমের স্বহস্ত লিখিত, কি কোন নকল-নবীশের হস্ত লিখিত, তাহা বলা যায় না।

উক্ত 'জঙ্গনামার' সায়েরের পরিচয় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১১০১ বঙ্গাব্দের মাঘমাস শুক্রবারে তিনি জঙ্গনামা রচনার পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন।

কবি মুনশী সাহেব মরহুম, পুথির এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা মেরা হয়।
মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়॥
রচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাহি জানি।
আসল কেতাব যাঁর জানেন যে তিনি॥"

মুনশী মরহুম সাহেবের উপরুক্ত উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি 'জঙ্গনামায়' বর্ণিত সমস্ত বিবরণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই এবং তিনি ফার্সী ভাষায় লিখিত 'জঙ্গনামা' অর্থাৎ মক্তাল হোসেন নামক পুস্তকের অনুবাদ করিয়া, এই জঙ্গনামা রচনা করিয়াছিলেন।

মুনশী সাহেব, তাঁহার রচিত জঙ্গনামার অনেক স্থানে বড়েখাঁন্ গাজীকে তাঁহার মুর্শিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাপস প্রবর বড়েখাঁন গাজীর সময়, মুনশী সাহেব মরহুমের সময়ের বহুপূর্ব্বে ছিল। ইতিহাস পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, "বড়েখাঁন গাজী সাহেব" বঙ্গাধিপতি সেকান্দর শাহের মধ্যম পুত্র ছিলেন, এবং তিনি মহারাজা মুটুকেশ্বর রায়ের পুত্র—শাহ ঠাকুরবর এবং কন্যা চম্পাবতীকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং চম্পাবতীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি চম্পাবতীকে বিবাহও করিয়াছিলেন। এতদসম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিয়া, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

আবেগ।

(১)

জুড়াইতে প্রাণ শীতলিতে মন
এস প্রিয়তমে এসহে !
চাহ যদি মোরে থাক কেন দূরে
বস' হৃদে এসে বসহে !!

(২)

বিরহে তোমার এ হৃদি আমার
হয়ে গেছে পুড়ে ছাইহে।

বিচলিত মনে ফিরি বনে বনে
কোথা গেলে তোমা পাইহে !!

(৩)

যদি তলহীন সাগরেতে লীন
হ'য়ে যায় যদি ভূমিহে !
তথাপি তাহারে উঠাইতে পারে
নাহি কেহ বিনা তুমিহে !!

(৪)

দেখিয়াছি কত, সহিয়াছি কত
এরূপ কোথাও নাই হে !
চাহি যেই দিকে নয়ন সমুখে
তোমারে দেখিতে পাই হে !!

(৫)

মরমে আমার স্মরণ তোমার
যখন জাগিয়া উঠেহে !
জগৎ ভুলিয়া সকল ফেলিয়া
তোমাতেই মন ছুটেছে !!

(৬)

তোমার মিলনে যবে মোর মনে
মলয়-মারুত বয়হে !
তাহার সুবাসে মাতি যে হরষে
তাহা কত মধুময় হে !!

(৭)

তব প্রেমে পড়ে বাহিরে ভিতরে
যত কিছু দৃষ্ট হয়েছে !

সবে সর্ব্বক্ষণ আমারি মতন
দেখিতেছি প্রেমময় হে !!

(৮)

আমি, হ'য়ে প্রেমাহত চরাচর যত
সবি দেখি প্রেমময় হে !
ওহে প্রেমনিধি প্রেমময় বিধি
তোমারি প্রেমের জয় হে !!

(৯)

বল প্রেম সখে মোরে একা রে'খে
তুমি র'য়েছ কোথায় হে !
তোমার অভাবে সকলি এভবে
দেখি যে আঁধারময় হে !!

(১০)

পাগলের বেশে বল দেশে দেশে
ফিরিব কতেক কালহে !
হরষিত প্রাণে আছ কোন্ থানে
দেখ নাকি মোর হালহে !!

(১১)

বিরহ তোমার সহিতে যে আর
পারিনা পরাণ যায় হে !
আসিয়া বারেক প্রেম সুধা দানে
তুমি বাঁচাও আমায় হে !!

সাহের উদ্দীন আহমদ।
মাদারিপুর।

ঊষা।

উঠরে সকলে নয়ন মেলিয়া
আলস্য চরণে দলিয়া।
ওই যে উঠিছে—পূরব গগনে
—রবি;—তমোরাশি ভেদিয়া।

ছড়াইছে জ্যোতি বিদ্যুত-বেগে,
অপূর্ব্ব লহরী তুলিয়া;—
দেখাইছে পথ করমীর তরে;
সাধহে করম জাগিয়া।

সবাই জাগিছে আলস্য ত্যজিয়া
উঠিতে উন্নতি শিখরে;—
তোরা কেন এই করমের যুগে
ঘুমঘোরে পড়ি রবিরে।

আলস্যের কাল নাহি ওরে আর
হ'য়েছে প্রভাত উঠ একবার,
উঠিয়া সকলে একসাথী হ'য়ে

যাও, করম ক্ষেত্রে চলিয়া।
উঠরে সকলে নয়ন মেলিয়া
আলস্য চরণে দলিয়া।

জয়নাব খাতুন।
আশীনারপাড়া, রংপুর।

সিন্ধু-যাত্রা।

ভেসেছি যদিরে এতদিন পরে
তটিনীর কোলে আসিয়া,
সুদূর-সুনীল—সিন্ধু-সকাশে
ছুটে যাই তবে ভাসিয়া।

আমি যে রে এক তুচ্ছ ধূলিকণা
পড়ে ছিনু পথে প্রেম-বারি-হীনা;
কত, কলুষ-চরণ-পরশ-বেদনা
বক্ষে ছিলগো মিশিয়া!

যবে, প্রভাত-রাঙ্গিমা পূরব আকাশে
জাগা'য়ে তুলিল সুপ্ত-বাতাসে;—
সে যে, উড়ায়ে আনিল হেথায় নিমেষে
মর্ম্মর-তান তুলিয়া;—

আমি, দেখিনু চাহিয়া ক্ষণপরে যে রে
নাচিছে হৃদয় লহরে লহরে,
কে যেন কোথায় ডাকিছে আমারে
'আয় বুকে আয়' বলিয়া!

হে মোর অপার করুণা-সিন্ধু!
ভাসিয়া চলিল আজি এ বিন্দু,
রেখগো তাহারে বুকের মাঝারে
সকল অশুভ নাশিয়া!

গোলাম মোস্তাফা।

কবে ?

(১)

কবে তোমার করুণা-নীরে,
ভরাবে আমার বুক।
কবে তোমার হাসির রোলে,
হাসাবে আমার মুখ।

(২)

কবে তোমার শান্ত্বনা গো,
মুছাবে আমার দুখ।
কবে তোমার দরশনে,
বাড়িবে আমার সুখ।

(৩)

ভাবিব তোমার মোহন ছবি,
আর কতকাল বসি।
তর্ সহেনা ভর্ সহেনা,
এস হৃদয় শশী।

(৪)

জীবন-দিবা ফুরিয়ে এল,
ঐ ডুবে যায় বেলা।
এই বেলা আয়, এই বেলা আয়
ভাঙ্গলো সাধের মেলা।

এ, কে, সাহী—খুলনা।

——০——

রমজান উপলক্ষে

আহলে হাদিসের গ্রাহকদিগের জন্য ৩০শে রমজান পর্য্যন্ত

বিরাট উপহার।

আলতাফী প্রেসের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে উপহার দেওয়া যাইবে গ্রাহকগণ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না।

সুপারয়েল কোরাণ ৩০ পারা	৭৷৷৹	স্থলে	৬৲
" ১৫ "	৩৸৹	"	৩৲
" পাকা ৩০ "	৯৲	"	৭৸৹
" ১৫ "	৫৲	"	৪৷৷৹
বঙ্গানুবাদ আমপারা	৷৹	"	৶৹
ফতুহশ্বাম	১৷৷৹	"	১৵৹
ফতুহল আজম	৷৷৹	"	১৵৹
" মেছের	৷৷৹	"	৷৵৹
" এরাক	২৲	"	৸৹
বঙ্গানুবাদ খোতবা	৵৹	"	৴১০
বিষাদ সিন্ধু	৩৲	"	১৷৷৹
পৃথিবীর ভবিষ্যৎ	৷৹	"	৷৵৹
মেফতাহল এছলাম	৷৵৹	"	৷৹
মছাএলে জরুরিয়া	৷৹		৷৵৹
" ২য় খণ্ড	৷৹	"	৷৵৹
রমজান মাহাত্ম্য	৴৹	"	৴১০
আরব অমিয়া	৶৹	"	৵৹
নেজামুদ্দিন আউলিয়া	৷৷৹	"	৷৵৹
" বিলাতী বাঁধাই	৸৹	"	৷৷৴৹
নাছিরল এছলাম	৷৷৹	"	৷৵৹
কানুনে কোরবানী	৵৹	"	৴১০
বিদায়	৵৹	"	৴১০
বাইবেলে মহাম্মাদ	৷৹	"	৶৹
মনিরল হোদা	৷৷৹	"	৷৵৹
পারিজাত দ্বিতীয় সংস্করণ			
বিলাতী বাঁধাই	৷৷৵৹	"	৷৷৹

মহাম্মাদ আব্বাছ আলি।

৩৩নং বেণেপুকুর রোড, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, মৌলবী রুহল আমিন নামক জনৈক হানিফী মৌলবী সাহেব, মহাম্মাদী আহলে হাদিসদিগের প্রতি অযথা অপবাদ দিয়া সাধারণ মোছলমানদিগকে ধোকা দিবার জন্য ছায়েকাতোল মোসলেমীন ইত্যাদি কয়েক খণ্ড পুস্তক লিখিয়া ধোকা জাল বিস্তার করিয়াছেন। এক্ষণে খোদার ফজলে ঐ সমস্ত কেতাবের দাঁত ভাঙ্গা প্রতিবাদ কয়েক দফতর লেখা হইয়াছে, প্রত্যেক দফতর অনুমান পঞ্চাশ ফর্ম্মায় শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অতএব সাধারণের সুবিধার জন্য খণ্ডে খণ্ডে বাহির করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপাততঃ ছায়েকাতল মোসলেমিনের তৃতীয় অংশের একাংশ প্রতিবাদ প্রথম খণ্ডাকারে ছাপাইয়া প্রকাশ করা হইল, এই খণ্ডের মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান।

ম্যানেজার আলতাফী প্রেস,

৩৩নং বেণেপুকুর রোড, কলিকাতা

কোরাণশরিফ।

বিশুদ্ধ উর্দ্দু বাংলা অনুবাদ সহ

যাহা ইতিঃপূর্ব্বে অকখনও হয় নাই, যাহা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া সকলে মনে করিয়া আসিতেছেন, দয়াময় আল্লাহতায়ালার কৃপায় আজ তাহাই সম্ভব হইয়াছে। এই কোরাণ শরিফের ১ম লাইনে মূল আরবী, অতঃপর শাহ রফিউদ্দীন সাহেবের উর্দ্দু তরজমা, তন্নিম্নে বিশুদ্ধ সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ। প্রত্যেক লাইনে যতটুকু আরবী, তাহার উর্দ্দু ও বাঙ্গালা তরজমা ঠিক ততটুকু।

মূল্য সুপাররেল বড় সাইজে খোলা ১৫ পারা ৩৸৹, পাকা বাঁধা ১৫ পারা ৫৲ খোলা ৩০ পারা ৭৷৹ পাকা ৯৲,

রয়েল ছোট সাইজে খোলা ১৫ পারা ২৸৹ পাকা ১৫ পারা ৩৶৹ খোলা ৩০ পারা ৬৸৵৹ আনা আমপারা ভিন্ন কোন পারা পৃথক পৃথক দেওয়া হয় না মূল্য ।৹

কলিকাতার ছাপা

হামায়েল শরিফ।

পরিষ্কার টাইপে প্রস্তুত করাইয়া মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য পাকা ১৷৹

খোতবা।

উর্দ্দু ও সরল বাংলা অনুবাদ সহ মূল্য ৵৹

পরিষ্কার নূতন অক্ষরে উত্তম কাগজে সহজ মুসলমানি বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ ৩ জেলেদ প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৷৹ ফতুহল মেছের মূল্য ৷৹ ফতুহল আজম মূল্য ৷৹ ফতুহল এরাক ১৲ টাকা।

মছায়েলে জরুরিয়া

ইহাতে মুসলমান ভ্রাতাদিগের উপকারের জন্য পানির বয়ান হইতে অজু গোছল ও নামাজের সমস্ত মছলা এবং কাফন দফন জানাজা কবর জেয়ারত রমজান হজ জাকাত নেকা অলিমা তালাক খোলা আকিকা খাতনা ইত্যাদি যাবতীয় দরকারী মছলা প্রত্যেক মছলা হাদিছের ঠিকানা দিয়া এছলামি ভাষায় খোলাসা করিয়া এরূপ পরিষ্কার ভাবে লেখা হইয়াছে যে, ইহার একখানি কেতাব কাছে থাকিলে আর কাহারও মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না। প্রথম খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা। দ্বিতীয় খণ্ড ॥০ আনা।

কুলসুনা বর্দ্ধমান নিবাসী জনাব মোলানা মহাম্মাদ নিয়ামাতুল্লাহ সাহেব প্রনীত

ধোকা-ভঞ্জন !

ময়মনসিং টাঙ্গাইল নিবাসী মৌঃ নইমউদ্দিন মরহুমের "বাদিউল এদাএন" নামক কেতাবের বিস্তারিত যুক্তি তর্ক ও কোরআণ হাদিসের দলিল প্রমাণ সম্বলিত অকাট্য— প্রতিবাদ। মূল্য দশ আনা।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও—

ইমাম মেহেদির আবির্ভাব

মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বাভাস, মনুষ্য জাতির আসন্ন মহা পরিবর্ত্তন, হজরৎ ইমাম মেহেদির আবির্ভাব, প্রভৃতি বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ত্তমান বিপ্লবযুগের পরিনাম জানিতে হইলে ইহা পড়ুন—ভবিষ্যতের ভাবী ঘটনায় আপনাকে অবাক হইতে হইবে। মূল্য ॥০ আট আনা।

বিষাদ-সিন্ধু !

ত্রয়োদশ সংস্করণ নুতন সাজে নুতন কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠায় পবিত্র মদিনা নগরস্থিত রওজার প্রাকৃতিক তিন রঙের রঞ্জিত চিত্র সহ দেখিয়া লইবেন। মূল্য কভর মোড়া ১॥০ বিলাতী বাঁধাই ১৸০ আনা।

খাজা নেজামুদ্দিন আওলিয়া।

তাপস খাজা নেজামুদ্দিন আওলিয়ার অপূর্ব্ব আদর্শ জীবন চরিত কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট মূল্য ।০ আনা, বিলাতি বাধাই, সোনার জলে নাম লিখা ৸০।

আকর্ষণ।

কেমন করিয়া মুসলমান সমাজ দিন দিন অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিতেছে পড়িতে পড়িতে আনন্দে বিস্ময়ে, ক্রোধে ও ঘৃনায় আত্মহারা হইতে হইবে। ঘটনা রহস্যময়। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইবে না মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

আরবে অমিয় ৶৹ আনোয়ার বাঁধাই ১৷৹ মেফতাহল এছলাম।৵ গোলজারে মোমেনিন ও হলাহলে মোসরেকিন।৹ মনিরুল হোদা ৷৷৹ মছিরল এছলাম ৷৷৹ কান্থনে কোরবানী ৵৹ বিদায় ৵ রমজান মহাত্মা ৴১৹ চিন্তার চাষ।৹ বারকোল মোওাহেদিন।৹ হেকমতে জানানা ৸৹ বাইবেল মোহাম্মদ।৹ বিষাদ সিন্ধু ১৷৷ তালিমে উর্দ্দু ৵৹ সরল উর্দ্দু শিক্ষা ১৲ শিক্ষা সোপান ৷৷৹ যমজ ভগ্নি কাব্য ১৲ স্বর্গারোহণ কাব্য ১৷৹ জীবন্তি পুতুল কাব্য ১৸৹ ইংলিশ টিচার।৹ মক্কা শরিফের ইতিহাস ৸৹ মদিনা শরিফের ইতিহাস ১৲ বয়তল মোকাদ্দছের ইতিহাস ৷৷৹ দেবী রাবিয়া ৷৷৹ হজরত মোহাম্মদের জীবনি ৩৲ এসলামের জয় ১৸ বাঙ্গালা গোলেস্তা ১৲ সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত ২৲ মোসলেম শিক্ষা বা সমাজ দর্পন।৹ কল্পকাহিনী।৵ ইসলামআলো।৹ রায় নন্দিনী ১৲ ঐ পাকা ১৷৹ বাঙ্গালা সরে বেকায়া ২৷৷৹ পাকা ৩৲ পিযুষ প্লাবনী।৹ আবেহায়াত ৵ কারবালা ১৲ ভারতে মুসলমান সভ্যতা ১৲ কনষ্টাণ্টিনোপল।৵ ভুগোল শাস্ত্রে মুসলমান ৵৹ খগোল শাস্ত্রে মুসলমান।৹ স্ত্রী শিক্ষা ৵১৹ আদব কায়দা শিক্ষা ৷৷৹ স্পেনিয় মুসলমান সভ্যতা ৶ তুর্কি নারি জীবন ৶৹ স্পেনবিজয় কাব্য ৸৹ শেষ নবি ৸৹ জোলেখা ১৲ তফসির রুহল বয়ান।৵ সতির পতিভক্তি।৹ কছিহতল মোলাচা।৵ লায়লি মজনু ১৷৹ খাজা মইনদ্দিন চিঃ জীবনি ১৲ শ্লোকমালা।৹ উর্দ্দু শিক্ষক ৷৷৵ গিরিশ বাবু কৃত বঙ্গানুবাদ কোরাণ শরিফ ৪৲ মেস্কাত শরিফ পূর্ব্ব বিভাগ ৪৲ ঐ উত্তর বিভাগ ৬খণ্ড ৩৲ তাপশ মালা ৩৲ চারিটী মুসলমান সাধ্বী নারি।৹ হাফেজের বঙ্গানুবাদ ।৹ চারিজন ধর্ম্মনেতা ৷৷৹ জোব্দাতল মসায়েল ১ম খণ্ড ১। ঐ ২য় খণ্ড ১৷৹ মেহেরুল এসলাম।৹ পদ্যানুবাদ পন্দেনামা।৹ খোকা ভঞ্জন ৷৷৵ পারিজাত ৷৷৹ আকর্ষণ ১৷৷৹ এসলামের জয় ১৸৹ মোসলেম বীরত্ব ৸৹ হারুণ-অল-রাসদের গল্প ৷৷৹ চিন্তার চাষ।৹ রায়নন্দিনী বা ঈশা খাঁ ১৲ ঐ বিলাতি বাঁধাই ১৷৹ গ্রীষ তুরস্ক যুদ্ধ ১ম খণ্ড ১। ঐ ২য় খণ্ড ১৷৹ আমার সংসার জীবন ১৷৷ ফুলেস্তান ৷৷৵ এসলামের সভ্যতা।৹ ইসলামি বক্তৃতা।৹ শ্লোকমালা।৹ হাসন গঙ্গা বাহমনী ১৷৹ পরির কাহিনী।৵৹ মহর্ষি মনসুর ১৲

এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু আরবি ফারসি বাংলা প্রভৃতি সকল প্রকার পুস্তক পাওয়া যায় পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে আমাদের বৃহৎ ক্যাটালগ পাঠান হয়।

মৌলবী মোহাম্মদ আব্বাস আলী ৩৩ বেনেপুকুর রোড কলিকাতা।

আমাদের ঔষধ বিভাগ

রূপ্রেস

ইহা ধাতুদৌর্ব্বল্যনাশক, বল, রক্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, পরম কামোদ্দীপক, বীর্য্যস্তম্ভক। পুরুষত্বহানি ও শুক্রতারল্য, ধারণাশক্তির অভাব, শুক্রক্ষয়াদি জনিত শিরঃপীড়া, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, এবং তজ্জনিত বুক জ্বালা, পুরাতন বাত ও পক্ষাঘাত, স্ত্রীলোকের আর্ত্তবহীনতা, অম্লউদ্গার, দম্‌কাভেদ, বৃদ্ধ বয়সের বা অধিক কফযুক্ত হাঁপানি কাশি ও সর্দ্দি প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ফলেন পরিচিয়তে। মূল্য—৮ রত্তি ঔষধের এক কৌটা ২৲ একত্রে ৩ কৌটা ৫॥০ ডাকমাশুল।০ আনা।

কনক তৈল

অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কু-অভ্যাসে রত থাকিলে ক্রমে পুরুষাঙ্গের গোড়াসরু, অবয়বক্ষীণ, শিরোভাগ স্থূল, মধ্যপ্রদেশে কিম্বা দক্ষিণ বা বামদিকে বক্রভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ইন্দ্রিয়শিথিলতা উৎপন্ন করে; এরূপ অবস্থায় "রূপ্রেস" সেবন ও তৎসহ এই তৈল স্থানীয় মালিশরূপে ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ১৫ দিনের ব্যবহারোপযোগী ১ শিশি ১॥০।

দন্ত মঞ্জন

ইহা ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয় ও দাঁতের গোড়া ফুলা, বেদনা, ঘা, কনকনানি, রক্ত পূজপড়া এবং পারদ ও উপদংশজনিত যাবতীয় দন্তরোগ ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা ব্যবহারে নড়া দাঁত বসিয়া যায় ও দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। মূল্য ১ কৌটা।০ ডজন ২॥০।

লোমনাশক চূর্ণ

ইহা লোমযুক্ত স্থানে একটু জলে গুলিয়া বেশী পাতলা না হয় লাগাইয়া ২।৩ মিনিট পরে ধুইয়া ফেলিলে সহজেই লোম উঠিয়া যাইবে। লোমযুক্ত স্থান ইহার দ্বারা একবার নির্লোম করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেখানে লোম উঠেনা। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রনার আশঙ্কা নাই, ১শিশি।০ ডজন ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মৌঃ মহাম্মদ আব্বাছ আলি।

৩৩নং বেনিয়া পুকুর রোড—কলিকাতা।

আহলে হাদিস সংক্রান্ত

নিয়মাবলী।

আহলে হাদিস প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধাদি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে হস্তগত না হইলে সে মাসের পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয় না। ধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদিই পত্রিকায় স্থান প্রাপ্ত হয়। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই। নিয়মিত লেখকবর্গকে পত্রিকার বর্ষ শেষে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর কবিতাবলী সাদরে গৃহীত হয়। মসলা মসায়েল সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর আহলে হাদিসে সকল সময়েই স্থান পাইয়া থাকে।

গ্রাহকগণের প্রতি।

নূতন গ্রাহকগণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। ভিঃ পিঃ গ্রহণান্তে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব বা ব্যাঘাৎ ঘটিলে, সেই পত্রিকার মোড়ক খানিসহ নিজ বক্তব্য জানাইবেন। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন, সেই মাস হইতেই তাঁহাকে একবৎসর পত্রিকা দেওয়া হইবে। পুরাতন পত্রিকার জন্য সংখ্যাপ্রতি ।০ চারি আনা পাঠাইতে হয়।

পুরাতন গ্রাহকগণ আফিস সংক্রান্ত পত্রে গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না। ডাক পিওনের দোষে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব বা ব্যাঘাৎ ঘটিলে আমরা তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে বাধ্য। যিনি পত্রিকা লইতে অক্ষম হন, ভিঃ, পিঃ চিঠি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমাদিগকে ভিঃ পিঃ পাঠাইতে নিষেধ করেন। অনর্থক ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া কেহ দরিদ্র আহলে হাদিসের ক্ষতি চেষ্টা করিবেন না।

বশম্বদ—ম্যানেজার।

নিবেদন।

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অতুলনীয় কৃপায় বিবিধ বাধা বিঘ্ন সত্বেও, আমরা "আহলে-হাদিস" লইয়া গ্রাহকগণের খেদমতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইতেছি। যাঁহারা মূল্যদানে নিয়মিত গ্রাহক হইয়াছেন, পূর্ব্বের কোন সংখ্যা "আহলে-হাদিস" না পাইয়া থাকিলে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকগণ মনে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিবেন না।

যে যে মহাত্মা "আহলে-হাদিসে"র গ্রাহক হইয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা ইহার নিয়মিত গ্রাহক যোগাড় করিয়া ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী প্রকাশ করিবেন না। অধিকন্তু আমরা ইহাও আশা করি যে, প্রত্যেক ধর্ম্মশীল মুসলমান আঞ্জমনের ফণ্ডে আপনাপন শক্তি অনুসারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি।—

নিবেদক—মাওলানা মোহাম্মাদ মুসা সাহেব, মাওলানা রহিম বখশ সাহেব, মাওলানা আবদুন্নূর সাহেব, মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেব, মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব, মৌলবী আব্বাস আলি সাহেব ও মৌলবী বাবর আলি সাহেব।

আঞ্জমনে আহলে-হাদিস।

১ নং মার্কুইস লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা, ১ নং মারকুইস লেন মিসরীগঞ্জ, মোহাম্মাদী প্রেস হইতে
হাজী আবদুর রহিম সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিতীয় বর্ষ,] শ্রাবণ, ১৩২৪ [একাদশ সংখ্যা।

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক পত্র।

সম্পাদকঃ—মোহাম্মাদ বাবর আলি।

মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায়—

"আঞ্জমনে আহলে-হাদিসে"র সেক্রেটারী

মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের

তত্ত্বাবধানে—

কলিকাতা, ১ নং মার্কুইস লেন, মিসরীগঞ্জ হইতে

হাজী আবদুর রহিম সাহেব কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।০ আনা] [প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

দ্বিতীয় বর্ষ।	শ্রাবণ, ১৩২৪।	একাদশ সংখ্যা

কোর্-আন।

বিভু-প্রেম
ও
তাসায়্যুফ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চিরবিরাজমান অজর অমর সর্ব্বগুণাকর দয়ার আধার প্রেমময় বিশ্ব-স্বামী আল্লাহ তায়ালাই প্রেমের প্রকৃত পাত্র, তিনিই আমাদের প্রগাঢ় প্রেমের একমাত্র অধিকারী—তাঁহারই প্রেমে মানবের প্রকৃত সুখশান্তি

এবং মুক্তি। তাঁহারে প্রেমের ভাণ করিয়া সংসার বিরাগী হওয়া অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রপরিবার, ঘরসংসার না করা, কেবল ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে যাওয়া বা বনে বসিয়া আল্লাহ! আল্লাহ! করিতে থাকা বাতুলতা মাত্র। এই জন্যই ত لا رهبانية في الاسلام এস্‌লাম ধর্ম্মে বৈরাগ্য ব্রত নাই, এসলাম সন্ন্যাসব্রতকে ধর্ম্মের মধ্যে গণ্যই করে না, বরং উহা পাপ বলিয়া ঘোষণা করে। সন্ন্যাসব্রত মাতাপিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রশ্রয় দেয় এরূপ ব্যবহার কখনই খোদাতায়ালার মনোনীত নহে। খোদার প্রেমের জন্য যদি সকল লোকেই স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে বা বিবাহ না করে, ঘরসংসার ছাড়িয়া দেয়, তবে অচিরে এ সোণার সংসার, এ সুন্দর লোকালয় ভীষণ শ্মশানে বা বন্যপশুপূর্ণ বিজন আরণ্যে পরিণত হইয়া উঠে, সৃষ্টির সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ মানবের নামগন্ধও থাকে না। খোদাতায়ালা ও তদীয় সৃষ্ট সংসার—যাহা তাঁহারই জিনিষ আমাদের উপর প্রত্যেকেরই নির্দ্দিষ্ট হক অর্থাৎ ন্যায্য প্রাপ্য আছে এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। আল্লার প্রকৃত প্রেমিক হইতে গেলে সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে, একটি ছাড়িয়া বা কোনটির হক (ন্যায্য প্রাপ্য) আদায়ে ত্রুটি করিয়া অন্যটি অতিমাত্রায় ধরিতে গেলে চলিবে না।

মেস্কাত ২৭ পৃঃ ;—

كتاب الايمان في الاعتصام بالكتاب والسنة

عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَلُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ

نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّي اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَّلَا اُفْطِرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللهِ اِنِّيْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

হজরতের প্রিয় সহচর ও অনুগত ভৃত্য আনচ (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—তিনি বলিলেন তিনজন লোক নবি সাহেবের (সঃ) (পুণ্য স্বভাবা) রমণী-গণের নিকট উপস্থিত হইয়া নবি সাহেবের (সঃ) উপাসনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন তাঁহাদিগকে রসুল মকবুলের উপাসনার বিষয়ে জ্ঞাপন করা হইল, তখন তাঁহারা সেই উপাসনাকে অল্প বলিয়া মনে করিলেন, (তাঁহাদের ধারণা ছিল, তিনি যখন আল্লার প্রিয় ও প্রেরিত পুরুষ তখন তাঁহার উপাসনার মাত্রা নাজানি কতই হইবে) পরে তাঁহারা বলিলেন, হজরতের সহিত আমাদের কি তুলনা ? (তিনি

উপাসনা কম করিলেও করিতে পারেন), যেহেতু আল্লাহ তাঁহার পূর্ব্ব ও পর সমগ্র অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন। একজন বলিলেন আমি কিন্তু সর্ব্বদা রাত্রে নামাজ পাঠ করিব, আর একজন বলিলেন আমি সর্ব্বদা দিনের বেলা রোজা রাখিব, কখনও রোজাভঙ্গ করিব না, আর একজন বলিলেন আমি নারী হইতে দূরে থাকিব কখনও বিবাহ করিব না, পরে নবি (সঃ) তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন তোমরা এইরূপ এইরূপ বলিয়াছ, আমি আল্লার শপথ (কছম) করিয়া বলিতেছি যে, আমি তোমাদের সর্ব্বজন অপেক্ষা অধিক আল্লাহ তায়ালার ভয়কারী এবং তোমাদের সর্ব্বজন অপেক্ষা আল্লার জন্য অধিক পরহেজগার অর্থাৎ ধর্ম্মভীরু ও শুদ্ধাচারী (তোমাদের কেহই আমার ন্যায় শুদ্ধাচারী ধর্ম্মভীরু নহে, কেহই আমার ন্যায় খোদার ভয় রাখে না) অথচ আমি রোজা রাখি আবার (কখন) রোজা ভঙ্গ করি (রোজা রাখি না), আমি (রাত্রে) নামাজ পাঠ করি আবার নিদ্রা যাই এবং নারী বিবাহ (স্ত্রী সহবাস) করি, অতঃপর যে আমার সোন্নত অর্থাৎ রীতি পদ্ধতি হইতে বিমুখ হইবে সে আমার অন্তর্গত নহে (আমার অনুগামী নহে) বোখারী ও মোসলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

রাত্রি জাগিয়া নামাজ পাঠ, ভাতপানী ছাড়িয়া সমস্ত দিন রোজাব্রত পালন করা যে প্রকৃত প্রেমিক ও খোদাভীরুর কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতে গেলে, বার মাস প্রত্যহ রোজা রাখিতে গেলে, শরীর ও আত্মা অত্যন্ত ক্লেশ পাইবে। দেহ ক্রমে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া খোদাতায়ালার অন্যান্য প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন এমন কি ঐ নামাজ রোজা ইত্যাদি উপাসনা করিতে ক্রমে অক্ষম, ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, ইহার কোনটিই খোদাতায়ালার বাঞ্ছনীয় নহে। এ দেহ এবং প্রাণও তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ ইহারও হক আছে, ইহার হক আদায় না করিয়া এরূপ কষ্ট দেওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীজাতির

জন্যই পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, সংসার আশ্রমের জন্যই নরনারীর মিলন। আল্লাহ তায়ালা উভয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কামনা এরূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা একজনকে অন্যের সহিত বৈধভাবে মিলিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে, একজনকে অন্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের সুশীতল ছায়ায় পরস্পরকে সুখও শান্তিদানে, প্রত্যেককে অন্যের অভাব মোচনে আহ্বান করিতেছে। উভয়ের মিলনে তিনি কত জীবের পালন ও সৃজনের ইচ্ছা করিতেছেন, নরনারীর সৃষ্টিতে স্রষ্টার এই যে আহ্বান ও ইচ্ছা তাহা পদদলিত করা কিছুতেই প্রেমিকের কার্য্য নহে। বন্ধুর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুর ভালবাসার জন্য বন্ধুর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা, বন্ধুর আহ্বানে কর্ণপাত করা প্রকৃত প্রেমিকের কার্য্য। তবে নারী-সম্মিলন, সংসারাশ্রম ও বিষয় আশয়ে মুগ্ধ হইয়া মূল লক্ষ্য যে খোদা-তায়ালার প্রেম তাহা হইতে যেন বিচ্যুত না হয়, তাহা হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী এই জন্যই রসুল মকবুল (সঃ) বলিয়াগিয়াছেন;—

মেস্কাত ১৪ পৃঃ;—

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ

اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ -

"যে ব্যক্তি আল্লারই জন্য ভালবাসে, আল্লারই জন্য শত্রুতা রাখে, আল্লারই জন্য দান করে, আল্লারই জন্য দানে বিরত থাকে, সে ঈমান পূর্ণ করিয়াছে, অর্থাৎ পূরা মুমেন হইয়াছে, (আবু দাউদে আবু ওমামা নামক ছাহাবী হইতে বর্ণিত)"

হাদিসের মর্ম্ম এই যে, সে ব্যক্তি যাহা করে খোদাতায়ালার সন্তোষের জন্যই করে, তাহার সকল কার্য্য ভবপতির প্রীত্যর্থে পর্য্যবসিত হয়, সে তাঁহার প্রেমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার ইচ্ছা ও ইঙ্গিত অনুসারে কার্য্য করে। জনৈক কবি এ বিষয়ে কেমন সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—

وطن برائے تو گیرم سفر برائے تو جویم
خمش برائے تو باشم سخن برائے تو گویم

"তোমারই জন্য ঘরসংসার করি, তোমারই জন্য বিদেশে যাই, তোমারই জন্য চুপে থাকি, আবার তোমারই জন্য কথা বলি।"

এসলাম ও ঈমানের অর্থাৎ মুসলমানের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রত্যেক রীতি নীতির মূলে খোদাতায়ালা ও তদীয় সৃষ্ট জিনিষের প্রতি প্রেম যেস্থলে যেরূপ হওয়া উচিত নিহিত আছে, ইহসংসার ও পরকালের জন্য সর্ব্ববিষয়ে মানবের যেরূপ স্বভাব ও আচার ব্যবহার খোদাতায়ালা ভালবাসেন, এসলাম তাহা তন্ন তন্ন করিয়া সুন্দররূপে দেখাইয়া দিয়াছে। এসলামের নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, গার্হস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, চরিত্রগঠন যেটি লইয়া চিন্তা করনা কেন, দেখিবে তাহার ভিতর খোদাতায়ালা ও তাঁহার সৃষ্টজীবের প্রতি ন্যায্য প্রেম রহিয়াছে, এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ;—

কোরআন তিন পারা ২ রুকু ও ৯ রুকু ;—

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ.......... وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

"আল্লার নিকট এসলামই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি এসলাম ব্যতীত ধর্ম্ম অন্বেষণ করে, তাহার তাহা কখনই (খোদাতায়ালার) মনোনীত হইবার নহে, এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হইবে।"

আরও বলিয়াছেন ;—

কোরআন ৩ পারা আল এমরান ;—

وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর আল্লাহ তায়ালা মুমেনগণের বন্ধু" আরও সে-ই আয়াতের কথা স্মরণ করুন যাহা আমি ৯ম সংখ্যায় এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছি ;—

২য় পারা ;—

ومن الناس.........والذين امنوا اشد حبا لله

"কোন কোন লোকে আল্লাহ ব্যতীত অনেককে তাঁহার স্বরূপ গ্রহণ করে, আল্লার প্রেমের ন্যায় তাহাদিগকে প্রেম করে, আর যাহারা মুমেন হইয়াছে, আল্লার প্রতি তাহাদের প্রেম অত্যন্ত প্রবল।"

যাঁহার ঈমান ও এসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি পূরা পূরা মুমেন মোসলেম হইতে পারিয়াছেন! ধর্ম্মপ্রাণ, খোদাভীরু হইয়াছেন, যাঁহার আচার ব্যবহার ও স্বভাব অর্থাৎ অন্তর ও বাহির পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছে, যিনি খোদাতায়ালার প্রেম ও প্রীতির জন্য তাঁহারই আদেশ ও ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য সম্পান্ন করেন, সেই আল্লার পূরা অলি, প্রকৃত বন্ধু।

এই সকল পবিত্র বিষয়ে আমাদের যে বিস্তর অভাব ও ত্রুটি দেখিতেছি, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের এসলাম ও ঈমানে ত্রুটি আছে।

হজরত মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লার প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি, এবং এসলামের জ্বলন্তছবি ছিলেন। তিনি ক্ষণকালের জন্যও খোদাতায়ালাকে ভুলিয়া থাকিতেন না, সর্ব্বদা তাঁহার জেকের (স্মরণ) করিতেন। রাত্রির নির্জ্জন উপাসনায় তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া গিয়াছিল, নির্দ্ধারিত নামাজ রোজাদি উপাসনা ব্যতীত পানভোজন, শয়ন, জাগরণ, নব-বস্ত্র পরিধান, ভ্রমণ, উচ্চস্থানে আরোহণ, নিম্নে অবতরণ, রাত্রি-প্রভাত নিশা-আগমন এমন কি

মলমূত্রত্যাগ সকল সময়ে তিনি এক একটি দোওয়া (প্রার্থনা) ও জেকের করিতেন। তিনি নিষ্পাপ হইয়াও প্রত্যহ ৭০ সত্তর বার খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেন।

হজরতের শিষ্য সাহাবাগণেরও এই দশা ছিল। তাঁহারা এসলামের উচ্চ আদর্শ ছিলেন, তাঁহারা হজরতের সহবাসে থাকিয়া, তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অনেকাংশে তাঁহার গুণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হজরত আবুবকর ওমর প্রভৃতি সাহাবা (রাঃ) প্রত্যেকেই কামেল অলি ছিলেন আল্লার প্রেমিক ছিলেন।

কোরআন স্থরা জোমর ;—

لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ - (قران سورة زمر)

বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় তাঁহাদিগকে আল্লার জেকের (স্মরণ), নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত দান ভুলাইতে পারে না" অর্থাৎ তাঁহারা সংসারে লিপ্ত থাকিয়াও সর্ব্বদা আল্লার স্মরণ করেন, যথা সময়ে নামাজ ও জাকাত আদায় করেন।"

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا - لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

"নিশ্চয় মুমেন সেই—আল্লার জেকের (উল্লেখ) করা হইলে যাহাদের অন্তর কাঁপিয়া উঠে এবং যাহাদের নিকট আল্লার আয়াত পাঠ করা হইলে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং যাহারা আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখে, সেই যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে, তাহারাই প্রকৃত মুমেন, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর কাছে অনেক পদ আছে, ক্ষমা আছে এবং সম্মানের সহিত খাদ্য আছে।

এই প্রকারের বহু আয়াত যাহা প্রকৃত মুমিন মোত্তাকি অর্থাৎ অলীর বিষয়ে বর্ণিত তাহা সম্পূর্ণ রূপে ঐ সকল সাহাবাগণের উপর খাটিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান ছুফী সম্প্রদায় সমূহের কল্পিত চিস্তিয়া, কাদেরিয়া প্রভৃতি শত শত তাসায়্যুফ তরিকার কোনটির অনুগামী ছিলেন না। তৎকালে তাসায়্যুফ নামের উৎপত্তিই হয় নাই। সাহাবাগণের বহু পশ্চাতে আল্লার প্রেম, প্রীতি, ভয় ও ভক্তির প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া সংসারে থাকিয়াও সংসারে অনাসক্ত হইয়া কঠোরভাবে সরিয়ত পালনে বাধ্য থাকা, নামাজ রোজা ইত্যাদি বন্দেগী ও অন্যান্য কার্য্যে বিশেষভাবে খোদার প্রতি ঐকান্তিকতা অবলম্বন করা, কামক্রোধাদি রিপুগুলিকে দমন, সংস্বভাব সদাচার সমূহ গ্রহণ, সাধু ও সজ্জন হইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করণ, পূর্ণভাবে হজরতের অনুসরণ, লোকের হেদায়েত করণ অর্থাৎ এসলামের বহিরঙ্গের সহিত প্রধানভাবে অন্তরঙ্গগুলি লইয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা উপস্থিত হয়, তাহারই নাম রাখা হয় তাসায়্যুফ। যিনি ঐ আলোচনায় থাকিতেন বা ঐ সকল গুণে গুণী হইতেন, তাঁহার নাম হইত ছুফী। কেহ কেহ সাহাবা ও তাবেয়ীনগণকেও ছুফী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, যেহেতু তাসায়্যুফের আলোচিত বিষয় ও গুণগুলি তাঁহাদেরই মধ্যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল, আরও সে তাসায়্যুফ কোন নূতন জিনিষ ছিল না, তাহার কথা চিরকাল কোরাণ হাদিসে বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল গুণ ও গুণাবলম্বী ব্যক্তি অর্থাৎ ছুফী বা অলী, মুমেন মুসলমান মাত্রেরই

আদরণীয় কোন মুসলমান উহা ঘৃণা করিতে পারে না। তবে ঐ সকল গুণে গুণী হওয়া ঐ গুলিকে কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজ নহে।

این سعادت بزور بازو نیست

تا نه بخشد خدای بخشنده

এজন্য ক্রমাগত চেষ্টা পরিশ্রম অনেক সাধ্যসাধনা অনেক অভ্যাস চাই। এজন্য রসুল (সঃ) ও সাহাবার মজহাবধারী ঐরূপ কামেল মুমেন ছুফী সাধুর সহবাস চাই।

কোরাণ,—

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যাহারা আমার পথে প্রাণপণ পরিশ্রম করে আমি তাহাদিগকে আমার পথগুলি দেখাইয়া দিই।"

এ কার্য্যের জন্য অনেক জেহাদ চাই ;—ধর্ম্মের জন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা যেমন জেহাদ, খোদাতায়ালার জন্য আপন নফ্‌ছ অর্থাৎ কামক্রোধ লোভাদি রিপু এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ স্বীয় প্রাণের যে ইচ্ছা তাহার সহিত যুদ্ধ করাও জেহাদ।

এ কার্য্যের জন্য হেজরত চাই ;—

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

"হেজরত কারী সেই যে আল্লার নিষিদ্ধ বিষয়কে হেজরত অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছে।"

সাহাবা, তাবেয়ীন ও এমাম সমূহ ব্যতীত জোনায়েদ বাগদাদী, আবুবকর সিবলী, এমাম বোখারী, আবদুল কাদের জিলানী, এমাম গাজালী, বাহাউদ্দীন নক্সবন্দ, সায়খ আহমদ সরহন্দী, মিরজা মজহার জানজানান মাওলানা এস্‌মাইল দহলবী সৈয়দ আহমদ বেরেলউবি প্রভৃতি মহাত্মাগণ

(রঃ) এই প্রকারের অলী বা ছুফী ছিলেন, তাঁহারা সোন্নতের তাবেদার কোরাণ হাদিসের খাদেম ছিলেন।

কালক্রমে সেই তাসায়্যুফ অনেক রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে নানামুনির নানামত নানাবেদাত প্রবেশ করিয়াছে, ইউনানের ফলছফা হইতে অনেক কূটতর্ক তাসায়্যুফে গ্রহণ করা হইয়াছে, রোমান ক্যাথলিক প্রভৃতি খ্রীষ্টানদের অনেক বিষয় লওয়া হইয়াছে, ভারতের হিন্দু যোগী বৈরাগীও বাদ যান নাই; তাঁহাদের ভিতর হইতে অনেক কথা গৃহীত হইয়াছে।

অথচ বলা হয় রসুল হইতে আবুবকর, আবুবকর হইতে ছিনা বাছিনা এই গুপ্ত এলেম চলিয়া আসিয়াছে। এইরূপে তাসায়্যুফের নামে শত শত শয়তানী মত বাহির হইয়াছে, কবর পোরস্তি, পীর পোরস্তি, কাওয়ালি, ওরুস প্রভৃতি শত শত সেরেক বেদাতের সৃষ্টি হইয়া দিন এসলামকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে।
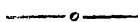
মসজেদ হানিফির প্রতিবাদ।

খুলনা সাতক্ষীরা হইতে "মসজেদ হানিফি" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে, ইহা আঞ্জমনে স্থফিয়াএ বাঙ্গালার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং সাতক্ষীরার মুনশী গোলাম রহমান সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে অনেক নূতনভাব আছে, নূতন ব্যাখ্যা আছে, অদ্ভুত গল্প আছে ও আজগৈবী খেয়াল আছে।

প্রথম,—পত্রিকার নামটি "মসজেদ হানিফি" নামটি যেমন নূতন তেমনি কিম্ভূত কিমাকার, ইহার ব্যুৎপত্তি অর্থ যে কি, তাহা খোদাতাযালাই

জানেন। সম্ভবতঃ পরম শ্রদ্ধেয় জনাব এমাম আবুহানিফা সাহেবের মোকাল্লেদগণকেই লক্ষ্য করিয়াই 'হানিফি' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, অথচ তাঁহার মোকাল্লেদগণ আরবী ভাষায় 'হানাফী' নামে অভিহিত সুতরাং তাঁহাদিগকে ঐ অর্থে হানিফি বলা বা লেখা একটা মস্ত ভুল। 'মসজেদ' শব্দের অর্থ সেজদার যায়গা। অতএব "মসজেদ হানিফির" অর্থ হানাফীর সেজদার যায়গা হইতে পারে। অতএব পত্রিকাখানি হানাফীদের সেজদার যায়গা নাকি? হানাফীগণকে ইহার উপর সেজদা করিতে হইবে নাকি? তজ্জন্য কি ইহার নাম মসজেদ হানিফি রাখা হইয়াছে? অনেক হানাফি, সুফী পীরের পায় সেজদা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, কদমবুছি ত তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সুতরাং সুফিয়াএ বাঙ্গালার পরিচালিত পত্রিকাখানিকেও সেজদা করা হানাফী সুফীদের পক্ষে তদ্দূর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যদিও খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহাকে সেজদা করা সেরেক ও হারাম মধ্যে পরিগণিত।

হানাফীদের মসজেদে যে সমস্ত এবাদত উপাসনার আবশ্যক, ইহাতে কেবল সেই সকল জিনিষের আলোচনা হইবে বলিয়া কি ইহার নাম "মসজেদ হানিফি" রাখা হইয়াছে। তাহা হইলে মসজেদ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে যাহার আবশ্যক সে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা কি ইহাতে হইবে না? আরও মসজেদ ত সাধারণ মুসলমানের জন্য খোদার উপাসনাগৃহ, মুমেন মাত্রেরই তথায় নামাজে অধিকার, তথায় হানাফী কি আর মোহাম্মাদী কি? শিয়া কি আর সুন্নী কি? সুতরাং মসজেদ হানিফি অর্থাৎ হানিফির মসজেদ একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? হাঁ অনেক হানাফী মোহাম্মাদীগণকে আপনাদের অধিকৃত মসজেদে নামাজ পড়িতে দেন না আমিন রফাদায়েন করিলে মসজেদ হইতে বাহির করিয়া দেন তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা;—হানাফীর মসজেদে মোহাম্মাদীগণ নামাজ পড়িলে মসজেদ নাপাক হইয়া যায়, "মসজেদ হানিফি" নামে সেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূচনা করা হইয়াছে নাকি?

বয়য়ত সম্বন্ধে আমাদের কথা ;—রসুলে করিম (সঃ) দিন ঈমানে স্থির থাকিবার জন্য, সেরেক এবং জেনা চুরি ইত্যাদি পাপ হইতে ক্ষান্ত এবং সৎকার্য্যে ব্রতী থাকিবার জন্য বয়েত লইতেন ইহা সত্য এরূপ বয়ত চিরকালই আছে। হজরতের পর আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি হইলেন, সকলেই তাঁহার নিকট বয়য়ত হইলেন ইহার নাম বয়য়ত খেলাফত।

খলিফাদিগের সময় এই খেলাফতীর বয়য়ত ও আমিরীর বয়য়ত ছিল, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নাম ছিল আমির (!)। সেই খলিফা ও এমাম বা আমিরের নিকটই লোকে কুকার্য্যে ক্ষান্ত ও সৎকার্য্যে ব্রতী থাকিবে বলিয়া বয়য়ত অর্থাৎ হাত ধরিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইত, কিন্তু মুসলমান মাত্রেকেই যে এই শেষোক্ত বয়য়ত হইতে হইত তাহা নহে, শেষোক্ত বয়য়তের নাম বয়য়তে তওবা। আরও বয়য়তের জন্য তৎকালে চারপীর চৌদ্দ খান্দান কিছুই ছিল না। ইনি অমুকের হস্তে, তিনি অমুকের হস্তে বয়য়ত হইয়াছেন, এইরূপ কোন ধারাবাহিক পীরের খান্দান ছিল না। সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনগণের পর যখন খেলাফতের নামে কেবল পার্থিব রাজত্ব চলিতে লাগিল তখন লোকে সৎকার্য্যে ব্রতী ও কুকার্য্যে ক্ষান্ত অর্থাৎ তওবার জন্য দিনদার মোত্তাকি আলেমের নিকট বয়য়ত হইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালেও বর্ত্তমান যুগের ন্যায় ধারাবাহিক পীরের খান্দানের সৃষ্টি হয় নাই, লোকে যে কোন দিনদার আলেম মোত্তাকির নিকট তওবা করিত। কালক্রমে এক একটি পীরের এক একটি ধারাবাহিক খান্দান চার পীর চৌদ্দ খান্দান এবং তদধিক হইয়া পড়িয়াছে, প্রত্যেক পীরের এক এক গদি ও খানকা হইয়াছে, প্রত্যেকের অজিফা আমল ও তরিকা ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক গদিনশীন আপন আপন রুচি অনুসারে যাহা ইচ্ছা আপন আপন মুরিদানের মধ্যে জারি করিয়াছেন, কালক্রমে তাহাই নির্দ্ধারিত খোদাই দিন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, বুঝিয়াছে উহার কোন একটি গ্রহণ না করিলে তিনি প্রকৃত বা

পূরা মুসলমান নহে। উহা যে একটি ঘোরতর বেদাত এবং উহা হইতে যে পীর পোরস্তি ও কবর পোরস্তি আসিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দুদের গুপ্ত গুরুমন্ত্রের ন্যায় মুসলমানদের কোন গুপ্ত গুরুমন্ত্র নাই যে সে জন্য গুরুদীক্ষা লইতেই হইবে। হাঁ ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মপ্রাণ মুমেন মোত্তাকি আলেমের সহবাস যে, জীবন পবিত্র ও ধর্ম্মময় করিবার পক্ষে ফলদায়ক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আবতুল কাদের জিলানী জোনায়েদ বাগদাদী, শায়খ আহমদ সরহেন্দী প্রভৃতি আল্লার অলি ও মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র, যেহেতু তাঁহারা প্রাণপণে কোরাণ হাদিসের ও নবীর সোন্নতের অনুসরণ করিয়াছেন, করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

সাহাবাগণ যে ধার্ম্মিক ছিলেন, এমন কি তাঁহারাই আল্লার অলী কামেল, এবং সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর মুসলমান ছিলেন, এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের তরিকাই প্রকৃত এসলাম, প্রকৃত দিন মোহাম্মাদী, তাহাই আমাদের বাঞ্ছনীয় ;—তাহাই আমাদের মজহাব।

পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় মৌলবী মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ এম, এ, বি, এল সাহেব, শরিয়ত ব্যতীত তাসায়্যুফ নামক একটী বাতেনী এলেম প্রমাণিত করিবার জন্য অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা তিনিই জানেন, আমরা কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহার কৃত ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারিলাম না!

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعلمون خبير-

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমাণ আনয়ন করিয়াছে এবং যাহাদিগকে এলেম (জ্ঞান) দেওয়া হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদের পদ উন্নত করিবেন।"

এস্থলে তিনি এলেম শব্দ হইতে কেবল মাত্র বাতেনী এলেম বা তাসায়্যুফ অর্থ বুঝিয়াছেন, তাঁহার মতে এস্থলে এলেম—অর্থে জাহেরী এলেম; কোরাণ, হাদিস ও তফসির নহে। পণ্ডিত সাহেবের এ ব্যাখ্যা যে কেবল তাঁহার নিজেরই মনগড়া, আলেম মাত্রেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আরও তিনি এস্থলে স্বীয় বাক্যের সমর্থন জন্য যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রকৃষ্ট নহে।

তিনি আপন কথার পোষকতায় আয়ত উল্লেখ করিয়াছেন;—

وقل رب زدني علما

"এবং (হে মোহাম্মাদ) বল, হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান (এলেম) বৃদ্ধি কর।" (তাহা, র ৬)।

"আল্লাহ তায়ালা" হজরতকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে আদেশ দিতেছেন। এস্থলে এলমে জাহিরী লক্ষ্য হইতে পারে না। হজরত দ্বারা শরিয়ত প্রচলিত হইয়াছে, শরিয়ত সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের ক্রুটী থাকিতে পারে না। অবশ্য অনন্ত জ্ঞান (এলমে বাতেনী) হজরতের প্রার্থনার কার্য্য ছিল।"

পণ্ডিত প্রবরের এই উক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, পণ্ডিত সাহেবের বর্ণিত তাসায়্যুফ নামক এলমে বাতেনী হজরত দ্বারা প্রচলিত হয় নাই, সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের ক্রুটি ছিল। তজ্জন্য সেই জ্ঞান হজরতের প্রার্থনার কার্য্য ছিল, যেহেতু পণ্ডিত সাহেবের কথামত হজরত দ্বারা যাহা প্রচলিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের ক্রুটি থাকিতে পারে না, সে সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য হজরত (সঃ) প্রার্থনা করিতে পারেন না।

হজরত (সঃ) এককালে শরিয়তের সমগ্র এলেম প্রাপ্ত হন নাই। ২৩ তেইশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপর অহি নাজেল হয়। সুতরাং শরিয়তের এলেমই ত হজরতের (সঃ) প্রার্থনার কার্য্য ছিল, একথা বলা

অযৌক্তিক হইবে না। বিশেষতঃ তিনি নিস্পাপ হইয়াও ওম্মতের শিক্ষার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ শরিয়তের আলেম হইয়াও ওম্মতের শিক্ষার জন্য ঐরূপ প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব এই প্রার্থনার জন্য শরিয়ত ব্যতীত অন্য একটি এলেমের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই।

আরও হজরতের (সঃ) দ্বারা যে তাসায়্যুফ বা এলেমে বাতেনী প্রচলিত হয় নাই, তাহা কিছুতেই দিন এস্‌লামের অঙ্গ হইতে পারে না।

মুছা (আঃ) হজরত খেজরের নিকট যাহা শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন, তাহাই যে তাসায়্যুফ, তাহাই যে পূর্ণ মোহাম্মাদী এসলামের অঙ্গ এবং কোর্‌আন শরীফ ও হাদিস শরিফে লিপিবদ্ধ, একথা পণ্ডিত শহীদুল্লাহ সাহেব কোরআন হাদিসের কোন্‌স্থলে পাইয়াছেন ?

বোখারী মোসলেমে বর্ণিত জিবরাইলের হাদিসে হজরত (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এহসান কি, তদুত্তরে তিনি বলিলেন এরূপে আল্লার উপাসনা করিবে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, কিন্তু যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখিবেন। এই হাদিসের বর্ণিত এহসান যে, কোরাণ হাদিস সঙ্গত প্রকৃত খাঁটি, তাসায়্যুফের লক্ষ্য শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ সাহেবের একথা শিরোধার্য্য, তবে একথা বিগত বোজর্গগণও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এই প্রকারের তাসায়্যুফ যাহা কোরাণ হাদিস সমর্থণ করে তাহাই খাঁটি, হজরত মোহাম্মাদ (সঃ) এ বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন, উহা স্পস্টভাবে কোরাণ হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি সে জন্য আপন ওম্মতগণকে আদেশ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কোন মুমেন মুসলমান তাহার বিরোধী নহে।

সাতক্ষীরার জনাব মুনশী গোলামরহমান সাহেব, খান্‌কা প্রসঙ্গে অনেক আজগৈবী কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—"আল্লাতে অবস্থান বা বকা-উল-বকা দশা প্রাপ্তিই মানব জীবনের এক ও চরম লক্ষ্য। এলমে লাদুন্নীর সাধন দ্বারা বুদ্ধি স্থির হয়, এবং আল্লাহ বুদ্ধির

গম্য হন। অপিচ বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ দ্বয়ের সমস্ত তত্ত্ব জানা যায় এবং সাধকের দিব্য দৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, অন্তর্ধান, অন্তর্যামিত্ব ও অমরত্বাদি প্রাপ্তি ঘটে।" (১ম সংখ্যা)

আমরা বলি, আমাদের হজরত মোহাম্মাদ (সঃ) জগতের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে কোরাণ বলে,—না তিনি তাহা প্রাপ্ত হন নাই, এবং কেহ পাইতেই পারেন না।

قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا -

"হে মোহাম্মাদ (সঃ) তুমি বল আত্মা আল্লার আদেশে হইয়াছে, আমি যৎসামান্য বৈ এলেম (জ্ঞান) প্রদত্ত হই নাই।"

আরও আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ;—

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ -

"আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে যে কেহ আছে, কোন ব্যক্তি গাএব—গুপ্ত বিষয় জানে না।"

হজরত সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হইলেও জগতের সমগ্র তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, এবং কোন নবী অলীও পারেন না, তবে আল্লাহ তায়ালা যতটুকু জানাইয়াছেন, জানিয়াছেন। আরও কোরাণ হাদিসের কুত্রাপি এমন কথা নাই যে, হজরত অন্তর্য্যামী ছিলেন, স্বেচ্ছামত অন্তর্ধান হইতেন। সুতরাং জনাব মুনশী সাহেবের এলমে লাদুন্নি যে বাস্তবিকই আজগৈবী খেয়াল এবং কোরাণ হাদিস ও এসলাম বিরুদ্ধমত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

হজরত মুনশী সাহেব লিখিয়াছেন ;—

"এল্‌মে লাদুন্নি একরূপ নিশ্চিত বিজ্ঞান বর্ত্তমানযুগে মার্কিন প্রভৃতি দেশে থিওসফিষ্টগণ কর্ত্তৃক থিওসফি বিজ্ঞান হইতে মনঃশক্তি দ্বারা আরোগ্যকারী, বিশ্বাসে আরোগ্যকারী, প্রেততত্ত্ব, যোগনিদ্রা প্রভৃতি যে সকল অদ্ভুত বিদ্যার প্রচলন ও আলোচনা হইতেছে, এবং যাহার দ্বারা তাঁহারা সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ করিয়া কেবলমাত্র তৎসাধন প্রণালী শিক্ষাদিয়া বহুমানবকে থিওসফিষ্ট দলভুক্ত করিতেছেন,—বলা বাহুল্য, সে সকল এই এলমে লাদুন্নিরই অন্তর্গত। থিওসফি তাসায়্যুফ হইতে উৎপন্ন।

আমরা বলি,—অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় থিওসফি ও মেস্‌মিরাজাম এক প্রকার বিজ্ঞান হইলেও উহার সহিত ধর্ম্মের কোনই সংস্রব নাই, আল্লার অলী হইবার পক্ষে উহা কিছুই নহে। উহা কোরাণ হাদিস ও দিন এসলাম সম্মত যে তাসায়্যুফ—যাহার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র খোদার নৈকট্যলাভ, যাহাদ্বারায় লোকে আল্লার অলী হয় উহা সে তাসায়্যুফ নহে। যেহেতু কাফের মোসরেক বেদিন শয়তান নাস্তিকেও উহা শিক্ষা করিলে ত ঐরূপ করিতে পারে। ঐ প্রকারের তাসায়্যুফ বা এলমে লাদুন্নি যাহা বর্ত্তমানে ছুফী সাহেবগণ এসলাম এমন কি এসলামের প্রাণ ও আসল বলিয়া দাবী করেন, উহা নবি করিম, তদীয় সাহাবা এমন কি চার এমাম কুত্রাপি দিন ও পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন নাই, যদি করিয়া থাকেন তবে মুনশী সাহেব ও তাঁহার গুরুগণ অনুগ্রহ করিয়া কোরাণ হাদিস বা চার এমামের কওল হইতে প্রমাণিত করতঃ বাধিত করুন নচেৎ শুনুন হজরত (সঃ) কি বলিতেছেন ;—

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমার দিন এসলামে কোন নূতন বিষয় যোজনা করিবে, যাহা তাহার অন্তর্গত নহে, সে মরদুদ।" বোখারী ও মোসলেম হইতে বর্ণিত ;—

خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد

আরও বলিয়াছেন ;—

شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

"আল্লার কেতাবই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কথা, মোহাম্মাদের (সঃ) তরিকাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তরিকা, নূতন কার্য্য সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ, সমগ্র নূতনই বেদাত এবং সমগ্র বেদাতই গোমরাহি (পথভ্রষ্টতা)।

হজরত মুন্সি সাহেবের কথিত "লাট প্রাসাদে ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কির অঙ্গুলি হইতে জ্যোতিঃ নিঃসরণ ম্যাডাম পাইপরের পুলিসের আদেশে পুলিশের সম্মুখেই কয়েক মিনিটের মধ্যে শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া অসামী গেরেফ্তার ও টেলিগ্রাম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন এ সমস্ত অতি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিতেছে যে, উহার সহিত ধর্ম্ম ও দিন ঈমানের কোনই সম্বন্ধ নাই। আরও উহাই যদি ছুফী ও অলির কার্য্য এবং তাসায়্যুফ বা এলমে লাদুন্নি হয়, তাহা হইলে ঐ সকল অমুসলমানকে কামেল ছুফী ও অলী বলিতে হইবে তাঁহাদের নিকট এলমে লাদুন্নি তাসায়্যুফ গ্রহণ করিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই যে, বঙ্গীয় হানাফী ভ্রাতৃগণের তাপস কুলরত্ন শাহ ছুফী জনাব মৌলবী আবুবকর সাহেব ঐরূপ অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকেন, সুতরাং সুফিয়াএ বঙ্গালার হানাফীগণ তাঁহাকে বিদায় দিয়া অবিলম্বে ঐ সকল অমুসলমানের মুরিদ হউন, নচেৎ তাঁহাদের কল্পিত তাসায়্যুফ বা এলমে লাদুন্নি পূর্ণরূপে লাভ করা যাইবে না।

نعوذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة

একেত পীর পূজা, কবর পূজায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে, তাহার উপর মুনশী সাহেবের ব্যবস্থা শুনুন ;—"অসংখ্য সমাধি তৃণ জঙ্গলাচ্ছাদিত হইয়া

নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে গুলির উদ্ধার সাধন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

আরও এই জন্য মুনশী সাহেব নানী দাদীর কেচ্ছা কাহিনী বা গল্প গুজবের ন্যায় মাইচাম্পার লম্বাচওড়া কাহিনী প্রবন্ধাকারে লিখিয়াছেন, তাহার একস্থলে লিখিতেছেন ;—"তাঁহার বিড়াল কখন বাঘ হয়, তাঁহার চরকা নৌকায় পরিণত হয়, তাঁহার ফুৎকারে সর্ব্বরোগের অবসান হয়, আরও তিনি ভূতভবিষ্যৎ বর্ণনা করেন।" এ সমস্ত কি তাঁহার কেরামতি নহে ?

আরও মাইচাম্পার অভিসম্পাতে বুড়নের পুরুষদের নাকি পূর্ণগর্ভ ও প্রসবের কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সাবাস ! বেশ ত পুরুষদের মলদ্বার দিয়া সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করিলেই ত হইত। মুনশী সাহেবের খেয়াল গুলি বাস্তবিক আজগৈবিই বটে, শুনিলে হাসি পায়, আবার কান্নাও আসে। যেহেতু তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গদেশে কবর পূজায় ছাইয়া যাইবে।

হজরত মুনশী সাহেবের পাণ্ডিত্য শুনুন,—"মহা কোরাণে আত্মজ্ঞান বিহীন দিগকে মোনাফেক বলে। মোনাফেকেরাই আধ্যাত্ম বিদ্যা মানিত না। প্রথম খলিফা মহামান্য ছিদ্দিক (রাঃ) তাহাদের ধ্বংস সাধন করেন। পরে দুরাত্মা ওয়াহাব মোনাফেকদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া একটি আধ্যাত্ম জ্ঞান বর্জ্জিত মোজহাব সৃষ্টি করে, অদ্যাপিও এদেশেও ওয়াহাবী মতের লোকেরা এলমে লাদুন্নীর প্রতিকূলে বাহাস করিতে দল পাকায়।

জনাব মুনশী সাহেব ! আপনি মহা কোরাণের ক জানেন কি না সন্দেহ, জনাব ! "মোনাফেকের" এ আজগৈবী ব্যাখ্যা কোথায় পাইয়াছেন ? আপনাদের কল্পিত এলমে [illegible] হইতে পাইয়াছেন না কি ? হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ত জাকাত অমান্য কারীদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আপনাদের কল্পিত আধ্যাত্মবিদ্যা না মানিয়াই যে তাহারা

মোনাফেক ও সে জন্য প্রথম খলিফা কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল একথা আপনার গুরু মৌলবী রুহল আমিন ও জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ আবুবকর সাহেব কোরাণ হাদিস হইতে প্রতিপন্ন করুন। জনাব মুনশী সাহেব! 'ওয়াহাব' ত আল্লাহ তায়ালারই নাম, সুতরাং আপনি "দুরাত্মা ওয়াহাব" লিখিয়া যে কি গুরুতর অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আপনার নাম গোলামরহমান, কেহ যদি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া দুরাত্মা রহমান বলে তাহাও বোধ হয় আপনার মতে সঙ্গত হইবে। বেচারা মৌলবী আবদুল ওয়াহাব ত হাম্বলী মজহাবের মোকাল্লেদ ছিলেন, আপনাদের ন্যায় যাহারা সেইরূপ মোকাল্লেদ তাহারাই ওয়াহাবী হইলে হইতে পারেন! আমরা ত গায়এর মোকাল্লেদ কোরাণ হাদিসের তাবেদার আমরা কোরাণ হাদিস সম্মত প্রকৃত তাসায়্যুফের মনকের নহি, আপনি যে তাসায়্যুফ বা এলমে লাদুন্নির বর্ণনা করিয়াছেন, কোরাণ হাদিস দূরে থাকুক, চারি এমামের কওল হইতে উহা দিন এসলামের অঙ্গ বলিয়া প্রমাণ করুন, নচেৎ ওরূপ শব্দ আর মুখে উচ্চারণ করিবেন না।

———০———
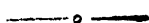
নিবেদন—

পবিত্র রমজান ও ঈদল-ফেতের উপলক্ষে আমরা আমাদের অনুগ্রাহক ও গ্রাহকবর্গসমীপে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন এ সময়ে কমপক্ষে ৫ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে মর্জ্জি করেন। আরজ—

ঈমান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫। এখন দেখা যাউক, এই হৃদয় নিহিত ভক্তির ক্রিয়া কি? ইহার প্রাথমিক স্ফূরণে সকলকে আহার, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ সব ভুলাইয়া দিয়া ঐ আদি ও অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালারদিকে টানিয়া লইয়া যায়। সকলে ভক্তির স্ফূরণের প্রথম আকুলতার কঠোর অঙ্কুশতাড়নে আপনার সৃষ্টিকর্ত্তার অনুসন্ধানে ধাবিত হয়। ঐ যে মরীচিমালী দূরাকাশে ঝল্ মল্ করিতেছে, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে যে, এক মহান প্রবল প্রতাপশালী প্রভুর কঠোর আদেশে আদিষ্ট হইয়া প্রতিদিন জগন্মণ্ডলে উদীয়মান হইয়া নিদ্রিত জগৎবাসীকে সজাগ করিয়া তুলিতেছে। ঐ যে সৌন্দর্য্যাধার শশধর তারকা-সমভিব্যাহারে নীলাকাশে উদিত হইয়া সরসীবক্ষস্থ কুমুদবধুর সহিত কৌতুক করিতেছে; উহাকেও জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে—অপূর্ব্ব রূপের আঁধার, গুণের আকর, দয়াময় খোদাওন্দ করিমের এক সামান্য পদধূলিকণাবৎ সুষমা লাভ করিয়া জগৎবাসীকে এককালে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে বারিধির প্রশস্তবক্ষে উর্ম্মিমালা উন্মত্ত হইয়া কি এক অনন্তের পানে উদাস মনে ছুটিয়াছে! তাহাদিগকে সুধাও, তাহারা অবাধে, অকাতরে বলিবে যে—ঐ এক মহাতেজশালী করুণা-পারাবার খোদাতায়ালার শক্তিকরে পড়িয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। আবার এদিকে পবিত্রবাণী কোরাণ শরিফ ঘোষণা করিতেছে,—

وان من شي الا يسبح بحمده

"বিশ্ব-সংসারের সকল বস্তুই খোদাতায়ালার গুণগান করিতেছে।"

৬। আমরা যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখিতে পাই, চারিদিকে খোদাতায়ালার অসীম করুণা-নিদর্শন শোভা পাইতেছে। জীবন ধারণের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক, তিনি অকাতরে তাহা আমাদিগকে দান করিতেছেন। "কত পাষণ্ড" সাধু সাজিয়া ক্ষুদ্রমতি মানবের বক্ষঃস্থলে বসিয়া রক্তপিপাসু-জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করিতেছে। আবার ওদিকে ধর্ম্মের মাথা খাইয়া চোরেরা পরস্ব হরণ করিতে বাহির হইয়াছে! আবার শত শত নরনারী বিপথগামী হইয়া সত্য সনাতন এসলামকে ভুলিয়া দেবতা পূজায় ভর দিয়াছে! কিন্তু কৈ খোদাতায়ালা ত তাহাদের প্রতি বিরূপ হন নাই? তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ত বন্ধ হয় নাই।

হায় জ্ঞানান্ধ মানব! তিনি তোমাদিগকে নিত্য আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, তিনি তোমার হৃদয়ে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতেছেন, তাঁহার কৃপাতে তোমরা চলিতে সক্ষম, পশুপক্ষিগণ অবিরত যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে, তোমরা কি মায়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছ যে, চাহিয়াও ভাল করিয়া চাহিতেছ না, জানিয়াও ভালভাবে সন্ধান লইতেছ না। ইহা তোমাদের বিষম ভ্রম। খোদাওন্দ করিম যে বিপথগামীদিগের মনে মোহর করিয়া দিয়াছেন; আর তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব জাগিয়া উঠিবে না। কোরাণের মহা আলোক তাহাদিগকে আর আলোকিত করিতে পারিবে না; কেননা তাহারা ঘোর কালিমা-লেপিত। আদি নিয়তির দিনই স্থির হইয়া গিয়াছে; তাহারা (ধর্ম্ম) বুঝিবে না, শুনিবে না, মানিবে না; তাহারা বেইমান অর্থাৎ "অবিশ্বাস কারী"।

৭। পরম করুণাময় খোদাওন্দ করিমের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে, তখন তাঁহার বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে স্বতঃই বাসনা জাগিয়া উঠিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলে। কেননা যদি প্রভু সদয়, সাধু বলিয়া জানা যায়, তবে তাঁহার পদে জীবন সমর্পণ করিতেও প্রাণ কুণ্ঠিত

হয় না। সেইরূপ সেই অনাদি, অনন্ত বিশ্বপাতা জগদীশপ্রতি প্রগাঢ় অটল "বিশ্বাস" আমাদিগকে সংসারের সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, ধন, মান সব ভুলাইয়া, সেই অনন্ত দেবের অনন্ত পথের ভিখারী করিয়া তুলে। তখন সেই অনন্ত দেবের মনস্তুষ্টি সাধনই জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। নিম্নলিখিত সাতটী বিষয়ে বিশ্বাস (ঈমান) রাখাই তাঁহার অনুগ্রহলাভের উপায়!

(১) খোদাতায়ালার প্রতি; (২) তাঁহার ফেরেস্তাগণ প্রতি; (৩) তৎপ্রেরিত কেতাবসমূহ প্রতি; (৪) নবীগণের প্রতি; (৫) শেষ দিবসের প্রতি; (৬) খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক শুভাশুভ অদৃষ্ট বিধানের প্রতি; (৭) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

যদি খোদার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস থাকে, তবে উপর্য্যুক্ত অন্যান্য বিষয় গুলির উপর বিশ্বাস রাখিয়া ধর্ম্ম কার্য্যে মনোযোগ দেওয়া উচিত। নতুবা বিশ্বাস বিহীন ধর্ম্ম কার্য্যে কোন লাভ দর্শিবে না; সমস্তই যে পণ্ডশ্রম হইবে; ইহাতে আর সন্দেহ নাই। "গড়ে ধর্ম্ম করি" বলিয়া অনেকে পাপও করিয়া থাকেন। যদি ২।১ স্থানে ফাঁক রাখিয়া ২।১ স্থানে ডবল করিয়া বেড়া দেওয়া যায়, তবে তাহাতে কিছুতেই গরু বাছুরের উপদ্রব কম পড়িবে না; সেইরূপ গড়ে ধর্ম্ম করার কোন ফল নাই। অনেকে ভাবেন ২।৪টা বেশী পুণ্যের কাজ করিলাম, কিন্তু ২।১টী সামান্য পাপের কাজ করিলাম। ইহাতে আমার বেশী পুণ্য হইতে সামান্য পাপের দরুণ কিছু বাদ গেল; কিন্তু কিছু পুণ্য ত থাকিল; ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা বই আর কিছুই নহে।

৮। এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন আমরা একেবারে খোদাতয়ালার সমীপে উপস্থিত হইতে পারি না। কেননা গাছে উঠিতে হইলে গোড়া হইতে না উঠিলে কেমন করিয়া গাছের অগ্রভাগে উঠা যাইবে? ছোট আদালতে নালিশ না করিয়া একেবারে হাইকোর্টে যাওয়া যায়? ইহা ঠিক, কিন্তু খোদাতায়ালার সহিত মানবের এটুকু তফাৎ। যদি তাঁহাকে

অসীম গুণশালী, অসীম শক্তিমান বলিতে চাও, যদি তাঁহাকে আদি, অনন্ত বলিতে চাও, যদি তাঁহাকে জীবন-মরণের কর্ত্তা বলিতে চাও, তবে ক্ষুদ্রমতি মানবের সহিত খোদাওন্দ করিমের তুলনা করিও না। কেননা তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতালা। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের আহ্বানও তিনি শুনেন। তাঁহার সহিত যদি মানবের তুলনা করিতে চাও, তবে সপ্তম স্তবক আকাশ শূন্যে রাখিয়া; মৃতদেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়া; অতি ক্ষুদ্র বীজে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া অগ্রসর হও; নতুবা পূর্ব্বোক্ত ভাণ করিয়া বিশ্বপাতা করুণাময়ের উপাসনায় অবহেলা করিও না। তিনিই একমাত্র উপাসনার পাত্র।

৯। প্রাগুক্ত বিশ্বাসে অটল থাকিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইলে দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া অনুভূত হইবে না। তাহা পরম কারুণিক বিশ্ব-পতির দান বলিয়া হৃদয় পাতিয়া লইবে। কথিত আছে,—হজরত আইয়ুব (সঃ) ক্রমাগত অষ্টাদশ বসকাল অশেষ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি এক মুহূর্ত্তের তরে খোদা প্রতি অবিশ্বাসী হয়েন নাই; সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপসনায় তন্ময়-চিত্ত থাকিতেন। হায় অন্ধ বিশ্বাসী মানব! ২।১ দিন বৃষ্টি না হইলে আর তোমাদের ঈমান, তোমা-দিগকে খোদার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবেনা। অমনি শয়তান নানা প্রলোভনে মাতাইয়া, তোমাদের হৃদয়াসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইবে এবং তোমাদিগকে নানাবিধ বেদাত কার্য্যে উৎসাহিত করিবে। যদি কাহার সন্তানাদি না হয়, তবে কালী, দুর্গা প্রভৃতির পূজা করিতেও কুণ্ঠিত হও না। এইরূপ সামান্য সামান্য বিপদেই তোমরা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া একে-বারে ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া মূল্যবান জীবন নষ্ট করিও না; পরিণামে অনুতাপ করিতে হইবে। মূল কথা—মনে যদি ধর্ম্মবল থাকে, খোদা প্রতি মহান্ সুবিশ্বাস থাকে, তবে মৃত্যুকে মৃত্যু বলিয়া বোধ হয় না, তাই ধার্ম্মিক লোকেরাই হর্ষিত অন্তরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

মোহাম্মদ আবদুল করিম।

মুকুন্দপুর, খুলনা।

মসলা তলব।

মাননীয় জনাব সম্পাদক সাহেব!

নিম্নোক্ত মসলাটী আহলে হাদিস পত্রিকায় প্রকাশ পূর্ব্বক যথাযথ উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

বশম্বদ

আহমদ গালি মুনশী, হাবিল মোহাম্মদ মুনশী।

হরিপুর, রংপুর

প্রশ্ন—কোন ব্যক্তি নিজ শ্বাশুড়ীর সহিত জেনা করিলে তাহার স্ত্রী হারাম হইবে কি না এবং সেই ব্যক্তির সহিত খাওয়া পেওয়া সিদ্ধ কি না?

উত্তর:—শ্বাশুড়ীর সহিত জেনাকারী ব্যক্তির জন্য তাহার স্ত্রী হারাম হইতে পারে না। দারকুতনি নামক হাদিসের কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে;—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ ـ

হজরত আয়েশা হইতে বর্ণিত;—রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন;— "হারাম কার্য্যের দ্বারা হালাল নষ্ট অর্থাৎ হারাম হইবে না"।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

হজরত আবদুল্লা এবনে ওমর, নবী করিম (সঃ) হইতে বর্ণনা করিতে-

ছেন ;—নবী সাহেব ফরমাইয়াছেন যে, "হারাম কার্য্য" হালালকে হারাম করিতে পারে না"।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَا بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ ابْنَتَهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ الخ

হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—একদা হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে,—"যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করিল, এবং সেই স্ত্রীলোককে বা তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিল, সেই ব্যক্তির সহিত সেই স্ত্রীলোকের বা তাহার কন্যার বিবাহ জায়েজ কি না? প্রত্যুত্তরে হজরত বলিলেন,—"হারাম কার্য্য হালালকে হারাম করিতে পারে না" হাদিসের শেষ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ জেনা হারাম এবং নেকাহ হালাল অত-এব জেনার কারণে নেকাহ হারাম হইতে পারে না।

উপরুক্ত হাদিস সমূহের মর্ম্মানুযায়ী সাব্যস্ত হইতেছে যে, শ্বাশুড়ীর সহিত জেনাকারীর পক্ষে তাহার স্ত্রী হারাম হইতে পারে না এবং ঐরূপ কুক্রিয়াকারী স্ত্রীপুরুষের সহিত খাওয়া পেওয়া করা যাইতে পারে না।

মোহাম্মদ আবদুল লতিফ।

পড়ুয়া, হুগলী।

আকুল আহ্বান।

বাঙ্গালার মোহাম্মাদী! তোমরা আমাদের প্রাণতুল্য প্রিয় ভাই বোন্, তোমরা আমাদের আপনার, তোমরা আমাদের প্রতিবেশী, তোমরা আমাদের নিকটে; কাজেই তোমাদের কাছে প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে, তোমাদেরই কাছে দুঃখের কাহিনী শুনাইতে, তোমাদেরই সাথে উন্নতির গীতি গাইতে, তোমাদের কাছে প্রাণের ব্যথা মনের কথা জানাইতে আসি। আপনারা খুব জানিবেন যে, জাতির উন্নতি, ধর্ম্মের প্রচার, মজহাবের বিস্তার করিতে হইলে ধন ও প্রাণ দিয়া অন্তরের সহিত খাটিতে হয়।

মাদ্রাসা মোক্তব প্রভৃতি জাতীয় বিদ্যালয় চালাইয়া আবাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলকেই ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হয়, জাতীয় সংবাদ পত্র ও পুস্তক প্রচার এবং রাশি রাশি বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতে হয়, সেজন্য প্রেসেরও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার লেখা পড়া শিক্ষা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, অথচ ধর্ম্ম সকলেরই জন্য, ধর্ম্মের নিকট ইতর ভদ্র নাই, মূর্খ ও পণ্ডিত নাই। ধর্ম্মের সুশীতল ছায়া, ধর্ম্মের শান্তিময় কোল সকলের জন্য পাতা। সুতরাং ওয়াজ নছিহত বক্তৃতা ও সদুপদেশ দ্বারাও কি ধর্ম্মগৃহ আর কি হাট-মাট, পথ-ঘাট সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতি সর্ব্বজনের নিকট আদর ও যত্নের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, এজন্য আলেম ও সুবক্তা প্রচারকের বিশেষ দরকার।

এই সকল কার্য্য কখনই একজনার শক্তিতে কুলায় না, এক এক করিয়া উঠিতে পারে না; কাজেই দশ জনে মিলিয়া আঞ্জমন বা সমিতি গঠন করতঃ প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পৃথক পৃথক শক্তিগুলিকে একত্র করিয়া এক প্রবল ও মোটা শক্তি সঞ্চয় করতঃ তদ্দ্বারা কার্য্য করিতে হয়।

[illegible] خفافا [illegible] في سبيل الله [illegible]

অল্প অল্প করিয়া ক্রমে একটি রাশি হইয়া যায়, ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়িয়া স্রোত উৎপন্ন হয়।

খ্রীষ্টানদের দেখ তাহাদের কত মিশন চলিতেছে, ঘাটে-মাঠে মিশনারী (প্রচারক) ফিরিতেছে, তাহারা কত পুস্তক কত বিজ্ঞাপন ছড়াইতেছে, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্কুল ও সংবাদ পত্র চালাইতেছে। আজ কত জাতিকে তাহারা খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছে, তাহাদের প্রলোভনে কত মুসলমানও খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মরাও এইরূপে আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, কত শিক্ষিত মুসলমান ব্রাহ্ম হইয়া গেল। হায়! এ অবস্থায় আমরা যদি চুপ করিয়া থাকি, তবে আমাদের জাতি, ধর্ম্ম ও মজহাবের নাম কি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে না? এবং এজন্য কি আমরা খোদা তায়ালার নিকট দায়ী হইব না? আবার এদিকে বঙ্গীয় মোহাম্মাদীর উচ্ছেদ সাধন জন্য কয়েক জন হানাফী ভ্রাতা ছুফিয়াএ কেরাম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন; ছায়েকা ও ইসলাম দর্শন প্রভৃতি পুস্তক প্রচার করতঃ এমাম বোখারী, এমাম নাছায়ী (রঃ) ও অন্যান্য মহামান্য আহলে হাদিসগণের প্রতি অযথা আক্রমণ ও তাঁহাদের দুর্ণাম রটনা করিতেছেন। এই ছুফি মহাত্মাগণের ওয়াজের অধিকাংশ মোহাম্মাদী দলনে ব্যয়িত হয়, মোহাম্মাদীর সহিত নেকা-সাদি এমন কি জানাজা বন্ধের জন্য মুরিদ হানাফীগণকে বয়কট করিতে বলা হয়। যে ব্যক্তি এমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পড়িবে সে মরদুদ, আমার মুরিদ হইতে খারিজ ইত্যাদি বলিতেও মোহাম্মাদীগণকে লক্ষ্য করিয়া গালি বর্ষণ করিতে ক্রটী করেন না। এমতাবস্থায় নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিলে অচিরে আমাদের অবনতি ও পতন কি অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে না!

সমাজের শীর্ষস্থানীয় হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার মাওলানা মৌলবী সাহেবগণ বঙ্গে পবিত্র দিন মোহাম্মাদীর প্রচার ও উন্নতির জন্য বেঙ্গল আহলে হাদিস কনফারেন্স বা আঞ্জুমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালা গঠিত করিয়াছেন। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া ইহাতে যোগদান করি, সকলে মিলিয়া দিনের জন্য

জাতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। এই কনফারেন্স বঙ্গীয় আহলে হাদি-সের অভাব অভিযোগের জন্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই আঞ্জমন হইতে প্রচারক নিযুক্ত হইয়া দেশে দেশে ওয়াজ নছিহত করি-তেছেন। বাঙ্গালার প্রিয় ভাই বোন! আপনাদের নিকট সাহায্য পাইলে অধিক সংখ্যায় প্রচারক নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বত্র দিন মোহাম্মাদীর ঘোষণা ও তাহার দিকে সাধারণকে আহ্বান করা যাইবে। দিন-মোহা-ম্মাদীর প্রচার কল্পে আঞ্জমন হইতে একটা মাদ্রাসা, প্রেস ও আহলে হাদিস নামক মাসিক পত্রিকা চলিতেছে; পত্রিকায় দিন-মোহাম্মাদীর প্রচার ও বিপক্ষের অকাট্য প্রতিবাদ ঘোষণা করা হইতেছে। রীতিমত বাঙ্গালার সহায়তা পাইলে আহলে হাদিসের জন্য একটা উচ্চ আরবী বিদ্যালয় স্থাপন করাও আঞ্জমনের একান্ত ইচ্ছা। যথায় এত অধিক সংখ্যক আহলে হাদি-সের বাস, সেই বিশাল বিরাট বঙ্গে যদি খাস্ আহলে হাদিস সমাজের নিজস্ব একটা প্রেস ও সংবাদ পত্র যথেষ্ট সংখ্যক প্রচারক একটী মাত্র উচ্চ ধরণের জাতীয় বিদ্যালয় না থাকে, তবে ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি আছে!

প্রিয় বঙ্গবাসি! জাতির সকল লোকের প্রচুর সহায়তা ব্যতীত আপ-নাদের এই জাতীয় প্রেস, আঞ্জমন পত্রিকা, মাদ্রাসা ও প্রচারক কিছুই থাকিতেপারে না। জাতির সহায়তা ব্যতীত জাতীয় জীবন গঠিত—জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না; এমন কি জাতির সাধারণ লোকের যত্ন ব্যতীত জাতীয় অস্তিত্বটুকুও থাকে না।

হে বঙ্গীয় মোহাম্মাদি! হে স্বদেশের প্রাণ প্রতিম ভাই বোন্! আজ মোবারক রমজানের দিনে তোমাদের কাছে এই যে দুঃখের কান্না কাঁদিলাম, মর্ম্মের বেদনা জানাইলাম, ইহা যেন বনে বসিয়া কাঁদার ন্যায় বিফলে না যায়; আল্লার ওয়াস্তে, দিনের খাতিরে, সমাজ ও জাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ ভরিয়া তোমাদের আঞ্জমনকে দান কর। ঐ দেখ আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন:—على البر والتقوى । [illegible] "তোমরা পরস্পরে

নেকি ও দিনের কার্য্যে সহায়তা কর" জাতীয় কার্য্যে পরস্পরে ভাই ভায়ের সহায়তা করুন, ভায়ের সহায়তা করিলে আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সহায় হইবেন।

ভ্রাতৃগণ! তোমাদের আঞ্জমনে অর্থের একান্ত অভাব, বিনা অর্থে আঞ্জমন চলে না; অতএব তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার সহায়তা চাও, আল্লাহ ও তদীয় রসুলকে সন্তুষ্ট করিতে চাও, হজরতের সহিত বেহেস্তে থাকিতে চাও, তবে যথাসাধ্য দান করিয়া আঞ্জমনের অভাব মোচন কর, আঞ্জমনের বিষাদ-কালিমা দূর করিয়া জাতীয় কার্য্যে হজরতের এ দীন ওম্মতগণের মনে আনন্দ-লহরী ছুটাইয়া দাও।

হায়! এস্‌লামের সে একদিন গিয়াছে যেদিন হজরতের মুখে দানের সুখ্যাতি শুনিয়া নারীজাতিও আপনাদের সাধের অঙ্গভূষণ খুলিয়া দান করিতেন।

ثم اتي النساء فوعظهن وامرهن بالصدقة فرأيتهن
يهون الي اذانهن وحلوقهن يدفعـــن الي بلال
مشكوة صلوة العيدين

"পরে হজরত স্ত্রীলোকদিগের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে নছিহত করিলেন এবং দান করিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর দেখিলাম তাঁহারা আপনাপন কর্ণ ও গলার দিকে ঝুকিলেন (অর্থাৎ কাণের বালি ও গলার হার খুলিয়া দিলেন)। হায়! আজ এমন রমণীমণি কে আছেন, যিনি খোদার রাহে আপনার গায়ের গহনা খুলিয়া দান করিতে পারেন?

বঙ্গের প্রিয় ভাই বোনগণ, বিশেষতঃ জমাতের সর্দ্দার ও প্রধান ব্যক্তি-গণ, আহলে হাদিসের গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণ আপনারাই আমাদের প্রকাশ্য সহায় সম্বল, আপনারা নিজে এবং অন্যের নিকট হইতে আল্লার ওয়াস্তে ছদকা, ফেৎরা, জাকাত ও কোরবানীর চামড়া এবং নিজ তহবিল হইতে

আঞ্জুমনকে যাহা সাহায্য করিবেন কৃতজ্ঞতার সহিত আহলে হাদিসে তাহা প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। টাকাকড়ি কলিকাতা ১ নং মার্কুইস লেন, আহলে হাদিস অফিসে সেক্রেটারীর নামে পাঠাইবেন।

—o—

আধ ফোটা।

কুঞ্জ-কানন ছাইয়া গেছে ফোটা ফুলের গন্ধে,
গাইছে অলি প্রেমের গীতি, বইছে সমীর মন্দে,
কোমল প্রাণের পূর্ণ-হাসি খেল্‌ছে সারা অঙ্গে;
নাচ্‌ছে সে যে হেসে হেসে নানান্‌ রঙ্গ-ভঙ্গে!
পার্শ্বে তাহার একটী কলি রয়েছে বিমর্ষে
ফুটে উঠ্‌তে পারে নি সে প্রভাত-কিরণ-পর্শে
প্রাণের হাসির অকুট-রেখা ভাস্‌ছে অধর প্রান্তে,—
ফুট্‌বে সেও,—এখন না হোক,—দু'চার দণ্ড অন্তে।
ওরে সমীর! ওরে ভৃঙ্গ! একি তোদের ভ্রান্তি,—
ফুটন্তেরেই আদর করিস্‌, ঢালিস্‌ সোহাগ-শান্তি!
অর্দ্ধ-ফোটা ওইযে কলি রয়েছে ওর পার্শ্বে,
আদর ক'রে কওনা তারে দুটী কথা হর্ষে!—
ফুটিয়ে তোল আধ্‌ ফোটারে,—নিশির-শিশির-সিক্ত,
মর্ম্মে ম'রে আছে ও যে, খোল উহার চিত্ত।

গোলাম মোস্তাফা।

—o—

ধর্ম্মালয়ে ধোকাবাজী।

সম্প্রতি পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত এক সরকারী ডাক বাঙ্গালাতে মোহাম্মাদী-গণের সহিত হানাফিদিগের বাহাছ হইবে বলিয়া হানাফীগণ ঢোল-সোহরত করায় তথাকার মোহাম্মাদী মৌলবী আবদুল কাইউম সাহেব সংবাদ পাইয়াই আঞ্জুমানে আহলে হাদিসের প্রধান উদ্যোগী ও আহলে হাদিস পত্রিকার পরম পৃষ্ঠ-পোষক জনাব মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেবকে পূর্ণিয়ায় লইয়া যাইতে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতা আহলে হাদিস জমাতের সর্দ্দার জনাব হাজি আবদুল্লা সাহেবের ও মৌলানা আবদুল্ল সাহেবের পরামর্শানুসারে আঞ্জুমন পক্ষ হইতে মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেব পূর্ণিয়ায় গমন করেন। তথায় যাইয়া মৌলবী সাহেব, হানাফী পক্ষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত এক বাহাছের বিজ্ঞাপন দেখিতে পান। বিজ্ঞাপনের মর্ম্মানুসারে তিনি বাহাছের সর্ত্তনামা, পুলিশ এবং নিরপেক্ষ শালিসাদির কথা উল্লেখ করিয়া বাহাছ করিতে হানাফী পক্ষকে পত্র লিখেন, হানাফী পক্ষের মৌঃ ফজলর রহমান ও মৌঃ আবদুল মতিন এলাহাবাদী সম্মত হইয়া মোহাম্মাদীদিগের নিকট উপস্থিত হন, উভয় পক্ষের এক্‌রার ও সর্ত্তনামার খসড়া প্রস্তুত ও রীতিমত পুলিস এবং উপযুক্ত সালিশসহ বাহাছ হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। নিজ দাবীর রীতিমত দলিল পেশ করিতে না পারিলে অপর পক্ষের মত গ্রহণ করিতে ও এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে বলিয়া সর্ত্তনামায় লিখিত হয়। "সর্ত্তনামা রেজিষ্টারী করিয়া তর্কযুক্ত হইবে" উভয় পক্ষরই এই প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পরদিন হানাফী পক্ষ পূর্ব্বদিনের সর্ত্তনামার সম্পূর্ণ উল্টা এক মনগড়া সর্ত্তনামা প্রস্তুত করিয়া তদনুযায়ী বাহাছ হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য যে, সেই সর্ত্তনামায় বাজে তর্কের কথা ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না, অগত্যা

মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেব, তাহাদের সেই সর্ত্তনামার প্রতিবাদে বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক উপস্থিত জনমণ্ডলীকে হানাফী মজহাবের অসারতা ও বিপক্ষদিগের ধোকাবাজী বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া বক্তব্য শেষ করেন।

আমাদের হানাফী ভ্রাতৃগণের এইরূপ ধোকাবাজী ও চালাকি অধিকাংশ বাহাছেই পরিলক্ষিত হয়। রিপোর্টার।

—o—

আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালা।

প্রচার সংবাদ।

বিগত ১লা আষাঢ় শুক্রবার আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার সেক্রেটারী জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ আবদুল লতিফ সাহেব এবং জয়েণ্ট সেক্রেটারী জনাব মৌঃ মোহাম্মাদ আব্বাছ আলি সাহেব (কলিকাতা হইতে) মুর্শিদাবাদের অন্তর্গতি বেলডাঙ্গা গ্রামে উপস্থিত হন; তথা হইতে দিঘিরপাড়, ভাবতা, দেবকুণ্ড, বেগুণবাড়ী ভ্রমণ করিয়া ৬ই আষাঢ় বুধবার পুনরায় দেবকুণ্ড গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় মৌঃ হেফাজতুল্লা সাহেব ও জনাব হাজি এমাদদ্দীন সাহেবের যুক্তি মতে, হাজি মনিরদ্দিন সাহেব এবং মুঃ সেখ আফছার আলি সাহেবের বিশেষ যত্নে উক্ত হাজি সাহেবের রেশম কুঠীতে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বেগুণবাড়ী নিবাসী জনাব মৌলবী [illegible] সাহেব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বেলা ৪॥ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, প্রথমতঃ বড়চাঁদঘর নিবাসী মুনশী ফছিহদ্দিন মরহুম সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মৌঃ আহমদ উল্লা সাহেব, তৎপর কাঁশিপুর নিবাসী জনাব মৌঃ মোহাম্মাদ ইউছফ সাহেব কোরাণ ও হাদিস হইতে ওয়াজ বর্ণনা করেন, তৎপর আঞ্জমনে আহলে

হাদিসের সেক্রেটারী জনাব মৌঃ আবদুল্লতিফ সাহেব কোরাণ ও হাদিসের প্রমাণ দ্বারা রসুল করিমের এত্তেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া লোকদিগকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর ৬ টার সময় বিলবাড়ী নিবাসী মৌঃ মোহাম্মাদ ইয়াছিন সাহেব, বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন এবং একটী সুদীর্ঘ হাদিস পাঠ করিয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শ্রোতাদিগকে বিমুগ্ধ করেন, বক্তৃতা শেষ না হইতেই মগরেবের নামাজের জন্য সভার কার্য্য বন্ধ রাখা হয়; সেই সময় মেঘের গর্জ্জন হইতে ও পানি বর্ষিতে থাকায় শ্রোতাগণ চতুর্দ্দিকে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়ে, মগরেবের নামাজ অন্তে পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মৌঃ মোহাম্মাদ ইয়াছিন সাহেবের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আঞ্জমনের জয়েণ্ট সেক্রেটারী জনাব মৌঃ মোহাম্মাদ আব্বাছ আলি সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া আঞ্জুমনে আহলে হাদিসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তৎপর সভাপতি সাহেব বিবিধ বিষয়ক সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতাদিগকে বিমোহিত করেন এবং আঞ্জমনের সাহায্যের জন্য সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উপদেশ দান করেন। অবশেষে তিনি নিজে বাৎসরিক ১২৲ টাকা চাঁদা দিবার অঙ্গীকার করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। রিপোটার।

বিগত রমজানের পূর্ব্বে আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া বগুড়ায় গমন করি। রেলগাড়ীতে দেখিলাম, বহু মুসলমান নামাজ আদায় করিল না। আমার বিনয়পূর্ণ সদুপদেশে কেহ কেহ তওবা করিয়া নামাজ পড়িবার অঙ্গীকার করিল। জামালগঞ্জে উপনীত হইয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ সওদাগর ও গণ্যমান্য প্রধান ব্যক্তি এবং আঞ্জমনের মেম্বর জনাব হাজী জহিরুদ্দীন সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইলে হাজী সাহেবের জামাতা ও তদীয় মাদ্রাসার মদাররেস জনাব মৌলুবী এজ্জতুল্লা সাহেব পরম সমাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহার এবং হাজী সাহেবের যত্ন ও চেষ্টায় জামালগঞ্জ হাটের উপর একটা সভা আহূত হয়, সভাক্ষেত্রে মুসলমানগণকে তাহাদের বর্ত্তমান অবনতির কথা বুঝাইয়া

দিন ও দুনিয়ার উন্নতির জন্য,—রসুলের অনুসরণ, বিদ্যা এবং বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিই। জনাব মৌলবী এজ্জতুল্লা এবং আঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার প্রচারক মৌলবী মফিজদ্দিন সাহেবদ্বয়ও বক্তৃতা করেন। উপস্থিত দুই জন ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য মুসলমান ছাত্রও কিছু বর্ণনা করেন।

জামালগঞ্জ হইতে জনাব মৌলবী এজ্জতুল্লা এবং আঞ্জমনের বক্তা মৌলবী মফিজদ্দিন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বেণিয়াপাড়ার অদূরে উপস্থিত হইলে জনাব মৌঃ আবদুল আজিজ সাহেব অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক আঞ্জমনের বগুড়া বিভাগীয় প্রধান মেম্বর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ হোসাএন সাহেবের বাটীতে লইয়া যান। উক্ত মৌলবী সাহেব মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব এবং বেণিয়াপাড়া মাদ্রাসার প্রধান মদার্‌রেস জনাব মৌলবী আএনুদ্দিন (মেটিয়াবুরুজ নিবাসী) সাহেব আপনাদের মূল্যবান সহায়তা প্রদানে আঞ্জুমনকে বাধিত করেন! তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় বেণিয়াপাড়ার মোল্লাপাড়া হাট, তেলাবদুল তালশণ, ধার্‌কি, সোডাহার, বিছমিবন্দু, কোমরগ্রাম এবং কাদোয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কাদোয়ার খলিফা সাহেব জমাতের একজন প্রবীন ও সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার; এবিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টাও প্রশংসনীয়। অতঃপর জামালগঞ্জে ফিরিয়া আসি। জনাব হাজি জহিরুদ্দীন সাহেব এক্‌রার করিয়াছেন যে, "আমি একজন প্রচারকের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ বেতন কলিকাতাস্থ আঞ্জুমন আহলে হাদিস বাঙ্গালাকে দিব। উক্ত প্রচারক, আঞ্জুমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার সেক্রেটারীকে স্বীয় রিপোর্ট প্রদান করিবেন।" রমজান ও বর্ষার আগমনে অগত্যা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হই।

সম্পাদক।

পল্লী-চিত্র।

(গল্প)

প্রহর খানেক বেলা থাকিতে, রোমজান সেখের ঘাটে আসিয়া ছোট-খাট তিন খানা নৌকা ভিড়িল।

কার্ত্তিক মাসের ২৭ শে তারিখ। দিন অনেক ছোট হইয়া আসিয়াছে; সূর্য্য দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। শিশির পড়ে; সকাল সন্ধ্যায় অল্প অল্প শীতও লাগে। সূর্য্য-কিরণে এখন আর সে শুভ্রতা নাই;—উহার অঙ্গে অঙ্গে কে যেন রাঙ্গিমা মাখিয়া দিয়া গিয়াছে। জড় জগতেও আর সে স্ফূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না; সে যেন কাহার আগমন আশ-ঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। এমনি দিনে রোমজান সেখের পুত্রের বিবাহ।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রতনদিয়া গ্রামে তাহার বাস। রমজান একজন চাষী গৃহস্থ; ৫।৬ বিঘা জমাজমি যা আছে, তাই চাষাবাদ করিয়া সংসার চালায়। এবারকার 'বতরে' পাটের চাষ করিয়া শ৩াবিদি টাকা পাইয়াছে; তাই সাধ হইয়াছে—পুত্রের বিবাহ দিবে।

'ঘেসেড়া' গ্রামে জছিম মোল্লার কন্যার সহিত বিবাহ ঠিক হইয়াছে। তাহারা রোমজান সেখকে ৭ খানি গহনা ও নগদ ৩৫৲ টাকা পণ দিতে চাহিয়াছে। ছামিয়ানা-তলার খরচ,—অর্থাৎ মোল্লা, নাপিত, পাটনি ইত্যাদির দেনা পাওনা সব ঐ ৩৫৲ টাকার মধ্যে।

রোমজান দেখিল, আরও শ'-দুই টাকার দরকার; নতুবা পার পাওয়া কঠিন। গহনা গড়াইতে হইবে, লোক খাওয়াইতে হইবে;—তা ছাড়া আরও অনেক বার-বরদারি খরচ আছে। কাজেই সে একজন হিন্দু মহা-জনের নিকট হইতে মাসিক শতকরা ৩৲ টাকা হারে আরও দেড় শত টাকার রেহেন খত দিল।

সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতেই বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল। রোমজানের বাড়ী-ভরা মানুষ গ-গ করিতেছে। ১১।১২ খানা সোয়ারী আসিয়াছে,—আত্মীয় স্বজন কেহই বাদ পড়ে নি! বলিতে কি, মেয়ে লোকে লোকারণ্য! সোরসার করিয়া সকলে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিয়াছে! কাহারও ছেলে কাঁদিতেছে, দুধ দেওয়া হয় নি; কাহারও মেয়েটা আঁচলে এক খাব্‌লা চিড়ে খই লইয়া "ওমা, একটু গুড়!—ওমা, একটু গুড়!!—হুঁ! হুঁ!! বলিয়া খাঁৎ খাঁৎ করিতেছে। কোথায়ও বা ২।৩ জন এক জায়গায় হইয়া খেলা করিতে করিতে মারামারি বাধাইয়াছে;—এটা 'ভঁ্যা'—ওটা—'চূঁ'—!!" বর্ষীয়সীদের ত কথাই নাই! ভুনুৎ-ভানুৎ, করিয়া 'মল' বাজাইয়া, আঁচল দোলাইয়া একবার এঘর, একবার ওঘর করিতেছে। যেন কত কাজ, আর কতই আব্‌ড়ি থুবড়ি। আশ্চর্য্যের বিষয়,—এত লোক থাকা সত্ত্বে একটা কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না! একেই বলে অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট!

গ্রামের চৌকিদার মানুষ ডাকিয়া আসিল। ছোটবড় সকলেই একে একে বিয়ে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। রোমজান সেখের উঠানে মাদুর পাতিয়া বিছানা করা হইল। লোকজন বসিয়া একথা সেকথা কহিতেছে,—এমন সময় ডুম, ডুম, ঢুম, ঢুম,—ঢং-ঢং" করিয়া বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ক্ষণপরে ফঁ—স্ করিয়া একটী হাউই আকাশ আলো করিয়া তীরের ন্যায় উপরে উঠিয়া গেল!

রোমজান বহির্ব্বাটীতে তাহাদের বসিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে গেল।

পাঠক, বুঝিতেছেন,—ঢুলি বাজিকর গরিবানা মত বায়না করা হইয়াছে;—তাহারা আসিয়া উপস্থিত!!

বর সাজাইতে, 'নেছার' দিতে এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে আরও এক প্রহর কাটিয়া গেল। তখন অনুমান রাত্রি ১০ টার সময় ২০।২৫ জন বরযাত্রী এবং ঢুলি-বাজিকর ইত্যাদি লইয়া ৩ খানি নৌকা নদীতে পাল তুলিল। সারা পথ ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া বোম ফুটিতে—বাজনা বাজিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হয় হয়, এমন সময় ঘেসেড়া আসিয়া নৌকা লাগিল। তখন ঢোল ও সানা'য়ের বাজনা, বোমের কাণেতালি-লাগা তাড়া; আর হাল্লুই আতশ ও কুমীর বাজির ফোঁস্-ফোঁসানি শব্দ—যুগপৎ প্রভাতের সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল; পল্লী-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল।

যথা সময়ে (!) বরযাত্রিগণ আহারাদি করিলেন। তখন পান-তামাক ও খোস-গল্পের ধুম! সেই কলার পাতে জড়ান খিলি-পান আর ভাড়-পূর্ণ মাখান' তামাক! ঢাল আর খাও—খাও আর ঢাল।

মজলিস গোলজার হইয়া আছে, এমন সময় কন্যা পক্ষের একজন মাতব্বর আড়ার লোক আসিয়া বলিল, "বিলম্ব হইতেছে; শুভকাজ শীঘ্র করাই ভাল। (জছিম মোল্লাকে ডাকিয়া) মোল্লা ভাই! গহনা-পত্র বুঝিয়া লইয়া কলমাটা শীঘ্র পড়াইয়া দাও!"

সকলে যুৎ-যাৎ হইয়া বসিল। রোমজান সেখের একজন মুরুব্বি একটা রং-চং করা ছোট্ট টিনের বাক্স হইতে গহনা, কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। কন্যাপক্ষ একে একে সে সকল দেখিতে লাগিল। পুরাণো জিনিষ! তা অত লোকের চোখ কি এড়াইয়া যাইতে পারে?—এক এক করিয়া সকলেই ধরিয়া ফেলিল—যে দুই খানা গহনা পটক (পুরাতন) আসিয়াছে,—"কাটা তাবিজ" আর 'বোলাক' বক্রী চারি খানা তত সুবিধা না হইলেও, নূতন করিয়া গড়া,—এটা ঠিক। দেখিয়া জছিম মোল্লা ও তাহার কয় ভাই ত ভারি চটিয়া গেল!—"না, এরূপ হইলে মেয়ের বিয়েই দিব না! কি রকম একটা কথাবার্ত্তা! সাত খানা গহনা, তার কিনা দুই খানাই হইল পটক!"

বরপক্ষ তখন অনেক আজিজি জানাইতে লাগিল। "কি করা! তৈয়ার করিয়া উঠা গেল না! তা—এতে কি হবে? বিয়ের পরই বানাইয়া দেওয়া যাইবে। এর জন্য আর আপনারা মনে কিছু করিবেন না। মাফ করিয়া নেন্।"

অনেকক্ষণ কথা কাটা-কাটির পর জছিম মোল্লা গহনা-পত্র লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিল। যাইতেই দেখেন,—বিবি বিগ্‌ড়াইয়া বসিয়া আছেন!! পুরাতন গহনার কথা সে পূর্ব্বেই কাহার নিকট যেন শুনিতে পাইয়াছে। আর যায় কোথা!"—কিছুতেই ও বিয়ে দেওয়া হইবে না। অ্যাঁ—ভারি সাত খান গহনা; তার আবার পটক! (স্বামীর প্রতি) —দেখ, যদি তুমি এই বিয়ে দাও, তবে তোমার বাড়ী আমি খুন হইয়া মরিব।" বলিতে বলিতে সে ঘরে গিয়া মেয়ের নাক হইতে 'নিরক্ষণের' নথ, পরণ হইতে হল্‌দি মাখা 'ডুরে' সাড়ি; ক্ষয়প্রাপ্ত চারি পয়সা দামের একখানা জলে ভাসা সাবান ইত্যাদি সব লইয়া আসিয়া হাজির! বলিল, "ধর, সব ফিরাইয়া দাও, আর বল গিয়ে, ও বিয়ে উঠে যাক্।"

এই নাও বলিয়া, ঘরে যাইয়া সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদা শুরু করিয়া দিল!!

পাড়ার দুই একজন 'চিন্তাশীলা' মেয়ে লোক বাহিরে বলাবলি করিতে লাগিল—"তাইত, কাঁদার কথাই ত! আর—এত কাজ থাক্‌তে ওপোড়া কপাল!!

এইরূপে বাড়ীর মধ্যে একটা মহা তোল-পাড়! জছিম মোল্লার মেজাজ পূর্ব্ব হইতে পঞ্চমে চড়িয়া বসিয়াছিল; এখন, ঘরে বাইরে যেই সমান হইল, তখন আর কে থামায়! "যাক্; মেয়ের কপালে যা থাকে তাই হ'বে"—বলিতে বলিতে সে গগণা-পত্র সব ফিরাইরা দিতে চলিল।

ক্রমশঃ

গোলাম মোস্তাফা।

মসলা তলবকারীগণের প্রতি।

জনাব হাজি এসমাইল সাহেব, কাশালবাড়ী দিনাজপুর। জনাব চাঁদ মোহাম্মাদ সরদার সাহেব, খামারগ্রাম রাজসাহী। জনাব সাদেক আলি সরকার সাহেব, ঘোড়ামারা রাজসাহী। আপনাদিগের মসলাগুলির উত্তর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রভাত ও নামাজ।

(১)

যামিনীর অবসানে প্রভাত সময়।
ধীরে ধীরে বহে যবে শীতল মলয়॥
ঝরিয়া পড়ে গো তাহে ফুল অগণন।
পাখীগণ উচ্চ রবে ফাটায় গগন॥

(২)

কি শান্তি উদয় হয় হৃদয়ে তখন।
প্রকৃতির কার্য্যাবলী করি নিরীক্ষণ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি বিশ্ববাসিগণ।
বিভু-প্রেমে মগ্ন হয় পুলকে তখন॥

(৩)

কিন্তু ওরে হতভাগ্য মোস্‌লেম তনয়।
ঘুম ঘোরে পড়ে তোরা এমন সময়॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব তোরা এভব সংসারে।
একি পরিচয় দিতে আছিস্ মহীরে॥

(৪)

পশু পক্ষী আদি, যত জীব সমুদায়।
নিদ্রিত দেখিয়া ঘৃণা করিছে তোমায়॥
তাই বলি মুসলমান! জাগরে এখন।
প্রভাত হ'য়েছে দেখ, মেলিয়া নয়ন॥

(৫)

ঐ দেখ' মোয়াজ্জেন মোমেন সুজন।
মুখরিত করিতেছে প্রান্তর কানন॥
ডাকিতেছে বারে বারে গম্ভীর উচ্চারি।
নামাজেতে মগ্ন হও, নিদ্রা পরিহারি॥

(৬)

এস! এস মোস্‌লেম!! এস ভ্রাতৃগণ!
নামাজেরে করি সবে ভক্তি-আলিঙ্গন॥
মোহাম্মাদ (সঃ)-প্রিয়-বস্তু পবিত্র নামাজ।
সুসম্পন্ন করি মোরা এ মহান্ কাজ॥

(৭)

মোহ নিদ্রা পরিহারি, ধর শীঘ্র করি।
হাসর -সম্বল, সেই নামাজের দড়ি॥
নামাজের সুধাপানে, হে দগ্ধ পরাণ!
কায়মনে লাভ কর শান্তির জীবন॥

মহাম্মাদ ইউসুফ উদ্দিন্।
দিশবন্দী স্কুল, (দিনাজপুর)

কেন?

সকলে জাগিল বিশ্বে, আমরা জাগি না কেন।
সকলে খুলিল আঁখি, আমরা চাহি না কেন॥
দিবস যামিনী কেন রব মোহেতে মজিয়া,
এত কি দীন হীন, রব সদা আঁখি মুদিয়া

কেন আমাদের এত ঘুম ঘোর,
এ নিঝুম নিশা হবে নাকি ভোর।
নিয়ত রহিব তিমিরে ডুবিয়া,
নয়ন দুইটী সদা গো মুদিয়া।—
নীরবে রহিব নীরবে সহিব,
শমন ডাকিলে নীরবে যাইব ;
(কেহ) হবে না আকুল ব্যাকুল কাঁদিয়া,
কি কাজ তবে গো (হেন) জনম লভিয়া।
চারিদিকে চাহি দেখ একবার,
উঠিয়াছে সবে খুলি মোহদ্বার ;
কেহ নাহি আর মোহেতে মজিয়া,
মোবা কেন শুধু রহি আঁখি মুদিয়া।
সকলে জাগিল বিশ্বে, আমরা জাগি না কেন।
সকলে খুলিল আঁখি, আমরা চাহি না কেন॥

মোহাম্মাদ বেলাত আলী।
প্রধান শিক্ষক ধোপাপাড়া মাদ্রাসা, ২৪ পরগণা।

আকাঙ্ক্ষা।

তোমায়—দেখ্‌তে আমি দিবস যামী
সদা আকুল প্রাণে,
তোমায়—পাওয়ার তরে রইনা ঘরে
ফিরি ফিরি বনে বনে।

যখন—তুমি আসি উঠ ভাসি
মম হৃদি-পটে,
তোমার—প্রেমে মাতি আকুল-মতি
তবপানে ছুটে।

ঘরে—থাক্‌তে নারি আবাস ছাড়ি
অতি উদাস প্রাণে—
ছুটি—অন্ধ যথা যাব কোথা
মনে নাহি জানে।

তোমায়—পাব যবে ভুল্‌ব সবে
চারু রবি শশী,
শুধু—তোমায় নিয়ে মগন হ'য়ে
সদা থাক্‌ব বসি।

তুমি—আস্‌বে যবে শীতল হ'বে
হৃদি মরুভূমি,
জুড়াতে—হৃদিজ্বালা জলদ্‌মালা
একা আছ তুমি।

হবে—ভীষণ অনল শান্ত শীতল
তব রূপের বাণে,
সুখে—মলয় ব'বে কোকিল গাবে
মধুর কুঞ্জ বনে।

আমি—কাতর ভাবে ব'সে এবে
তোমায় স্মরণ করি,
আসি—সন্‌নিধানে বাঁচাও প্রাণে
বিচ্ছেদে যে মরি।

যদি না—বাসো ভালো প্রেম আলো—
হৃদে যাবে ব'য়ে,
ল'য়ে—প্রেম ডালা জপ মালা
যাব বাহির হ'য়ে।

ফির্‌ব—উদাস বেশে দেশে দেশে
য'দিন রব ভবে,
জ'পে—তোমারি নাম হৃদয়ের দাম
জীবন সাঙ্গ হবে।

সাহেব উদ্দিন আহমদ—মাদারীপুর।

—— ০ ——

অন্তরায়।

যেমন করিয়া আমারে হে প্রভো!
দিতেছ দুখ,
মনে হয় তাহে ভেঙ্গেছে আমার
ক্ষুদ্র বুক।
বেদনা-বিধুর তনুখানি মোর
ছল্ ছল্ করে আঁখি।
অসহ যাতনা তবুও নীরবে
হৃদয়ে চাপিয়া রাখি!
তোমর হাতের দেওয়া দুখ তাই—
কহিনা কিছুই কথা;
নতুবা কভু কি এমন করিয়া
সহি এ গভীর ব্যথা!

গোলাম মোস্তাফা।

কোন্ পথে ?

আমি,—সোজা পথেই চ'লব রে !
আর,—চ'ল্‌তে সবায় সোজা পথে—
ব'ল্‌ব রে ভাই,—ব'ল্‌ব রে !
ঘুরি ফিরি আলোর মাঝে,
সোজা পথটা নেব' খুঁজে,
চ'ল্‌তে যদি মন দিয়েছি—
বীরের মতই চ'লব রে !
ভাস্‌ছে যে ওই বিমল আলো,
ভরিয়ে অসীম গগন তল'
নাশি ধরার আঁধার রাশি—
দেখাচ্ছে পথ পাথিকে ;—
আমি—ওই সোজা পথেই চ'ল্‌ব রে !

জয়নাব খাতুন
আশিনার পাড়া।

খেদ।

স্বজ্ঞানে অজ্ঞানে তোমারি চরণে ;
তবু কেন এত ছলনা।
ধরি ধরি করি, যথা তথা ধাই
কেন ধরা দিতে এসনা।
ডাকি হে ভবেশ ,—আকুল পরাণে
—মরুভূ-হৃদয়ে এস নাথ হেসে ;
এস এস সখে, এসহে দীনেশ
না এলে যাতনা যাবেনা।

চির সহচর কেন যাও স'রে
দরিদ্রের আশা ফেলনা'ক দূরে
তুমি আদি জ্যোতিঃ তবুও আঁধারে
কেন পড়ি রব বলনা !

মোহাম্মাদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরী।
নাটোর, রাজসাহী।

আঞ্জুমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালা।

মেম্বরগণের চাঁদা ও এককালীন দান

প্রাপ্তি স্বীকার।

এককালীন দান।

নছিরউদ্দিন মণ্ডল ৵০, মুনসেফ মোল্লা ।০, বছিরউদ্দিন মণ্ডল ॥০, কছিরুদ্দিন ।০, সর্ব্ব সাকিন বেনিয়াপাড়া বগুড়া, ওসিউদ্দিন মণ্ডল, সোডাহার বগুড়া ॥০, জমাত হিছগিবন্মু হইতে ৸৵০, বছিরুদ্দীন ফকির কাদোয়া বগুড়া ॥০, বেণেপাড়া ফারাজি পাড়া হইতে ২।৵১৫, ঐ সর্দ্দার পাড়া হইতে ৷৵০, সোডাহার গ্রাম হইতে ১৸০ তালসনের জনৈক ব্যক্তি ।০, হাজি মোহাম্মাদ হোসেন বাজিতপুর হুগলী ১৲, সেখ ইয়াকুব সাহেব দেবকুণ্ড মুর্শিদাবাদ ২৲ কছিরউদ্দিন সর্দ্দার বেণেপাড়া, বগুড়া ॥০।

মাসিক চাঁদা।

মুঃ মোহাম্মাদ করিম, নূতন বাজার কলিকাতা, দুই মাসের দঃ ২৲, হাজি ছাখাওয়াৎ আলি সাহেব, দুই মাসের দঃ ৪৲, হাজি তছিরউদ্দিন

সাহেব, দুই মাসের দঃ ৪৲, হাফেজ মতিয়র রহমান সাহেব ২ মাসের দঃ ৪৲, সর্ব্ব সাকিন বড়ম্বা হুগলী, হাজি আবদুর রহিম সাহেব, তেউরডাঙ্গী হুগলী ২ মাসের দুঃ ৪৲, হাজি আবদুল হক লায়েক মুশড় হুগলী ২ মাসের দঃ ২৲, হাজি মোহাম্মাদ হোসেন বাজিতপুর হুগলী ৪ মাসের দঃ ১৲।

বার্ষিক চাঁদা।

সৈয়দ আহমদ আরফানগঞ্জ বাজার, খিদিরপুর কলিকাতা ৩৲, আবদুল বারী মিস্ত্রি, খোদার বাজার ২৪ পঃ ১৲, আহমদ মিস্ত্রি খোদার বাজার ২৪ পঃ ১৲, মুঃ মহিউদ্দীন ফকির, লস্কর খুলনা ১৲, কোদরত আকন্দ, বেনিয়াপাড়া—ঘুণপাড়া বগুড়া ১৲, ছমিরদ্দিন সর্দ্দার বেনিয়াপাড়া ঘুণপাড়া বগুড়া ১৲, মৌলবী আহমদ সাহেব, মঙ্গলবাড়ী বগুড়া ১৲, আবদুল আজিজ মণ্ডল বেণেপাড়া, ফারাজিপাড়া বগুড়া ১৲, মুঃ জহুরুল্লা বেণেপাড়া বগুড়া ২৲, মহতাব মণ্ডল, তালশন্ বগুড়া ১৲, আমেজুদ্দিন মণ্ডল, সোডাহার বগুড়া ১৲, মফিজদ্দিন মণ্ডল, সোডাহার বগুড়া ১৲, মইনুদ্দিন কাজি, সোডাহার বগুড়া ॥০, জমির মণ্ডল, হিছমিবন্ধু বগুড়া ১৲, আবদুল আজিজ আকন্দ, কোমরগ্রাম বগুড়া ১৲, মোহাম্মাদ আলি খলিফা, কাদোয়া বগুড়া ১৲ নছরুদ্দিন মণ্ডল, পলি কাদোয়া বগুড়া ১৲, আশতুল্লা মণ্ডল, ঐ ঐ ১৲, হাজি হরিফুদ্দিন, বেণেপাড়া বগুড়া ১৲, মোঃ মোহাম্মাদ হোসেন সাহেব ঐ ঐ ১৲, নছিরউদ্দিন সর্দ্দার ঐ ঐ ১৲, হোসায়েন সর্দ্দার তেলাবদুল বগুড়া ১৲, সনাতন স্বর্ণকার, সোডাহার বগুড়া ১৲, মুন্শী আবদুল আজিজ জমিদার সাহেব, ভাবতা মুর্শিদাবাদ ২৫৲, মুঃ সরফুদ্দিন সাহেব, মির্জ্জাপুর মুর্শিদাবাদ ৮৲ মধ্যে আদায় ২৲, হাজি বাহার আলি সাহেব, বেগুণবাড়ী, মুর্শিদাবাদ ৮৲ মধ্যে আদায় ২৲; মুঃ আশরফ উদ্দিন ধারকি, বগুড়া ১৲। (ক্রমশঃ)